NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় ‘ড্রোন অধ্যায়’-এর সূচনা

বুমরা-সিরাজরা এগোলেন আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়েও ৮

কলকাতা ১১ জানুয়ারি ২০২৪ ২৫ পৌষ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ২১০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 11.1.2024, Vol.17, Issue No. 210, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

আসল শিবসেনা শিন্ডেরাই, জানালেন মহারাষ্ট্রের স্পিকার

মুম্বই, ১০ জানুয়ারি: প্রত্যাশিত ছিল। আর হলও তাই। মহারাষ্ট্র বিধানসভার স্পিকার তথা বিজেপি বিধায়ক নারওয়েকর বুধবার বিকেলে জানিয়ে দিলেন, মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠীই আসল শিবসেনা। তাই উদ্ধব ঠাকরের কোনও আইনি ক্ষমতাই নেই শিন্ডে-সহ ১৬ বিধায়ককে বহিষ্কারের।

মহারাষ্ট্রের দলত্যাগী শিবসেনা বিধায়কদের পদ খারিজ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যেই এই স্পিকারের এই রায় কার্যত নিরঙ্কুশ করল শিন্ডের ক্ষমতা। শিবসেনার ভাঙনের মধ্যে দিয়ে ২০২২-এর জুনে উদ্ধব সরকারের পতন হয়েছিল। কুর্সিতে বসেছিলেন শিন্ডে। সেই সময়ে দলের অধিকারের দাবি করতে গিয়ে দু’পক্ষই অন্য শিবিরের বিধায়কদের পদ খারিজের আবেদন করে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধবের তরফে প্রথমে এ বিষয়ে আবেদন জানানো হয়েছিল।

বিজেপির সাহায্য নিয়ে উদ্ধবকে ক্ষমতাচ্যুত করা শিন্ডে এবং তাঁর সঙ্গে প্রথম দফায় বিদ্রোহী আরও ১৫ জন শিবসেনা বিধায়কের সেই পদক্ষেপ ‘দলত্যাগ বিরোধী কার্যকলাপ’ ছিল কি না, গত ১১ মে সুপ্রিম কোর্ট তা বিবেচনার ভার দিয়েছিল মহারাষ্ট্র বিধানসভার স্পিকারকে। উদ্ধব শিবিরের অভিযোগ, সেই সিদ্ধান্ত নিতে ইচ্ছাকৃত ভাবে দেরি করছেন স্পিকার। এর পরে সুপ্রিম কোর্ট স্পিকার নারওয়েকরকে এ বিষয়ে ১০ জানুয়ারির মধ্যে রায় ঘোষণার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল।

প্রসঙ্গত, শিন্ডে-সহ ১৬ শিবসেনা বিধায়ককে অবস্থান স্পষ্ট করতে গত বছরের জুন মাসে নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত স্পিকার (তথা ডেপুটি স্পিকার) নরহরি সীতারাম জিরওয়াল। কিন্তু সে সময় কিন্তু শিন্ডে শিবির জানিয়েছিল, ডেপুটি স্পিকারকে সরানোর জন্য আগেই বিধানসভায় প্রস্তাব পেশ করেছেন তাঁরা। তাই তাঁর কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার নেই। এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটি রায়কেই হাতিয়ার করেছিল শিন্ডেসেনা।

এর পরে ২০২৩ সালের ১১ মে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সাংবিধানিক বেঞ্চ জানায়, শিন্ডে-সহ ১৬ বিধায়কের পদ বহাল থাকবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন স্পিকার। অবশ্য তার আগেই সংখ্যাগরিষ্ঠ শিবসেনা বিধায়ক শিন্ডেশিবিরে যোগ দেন। তাঁদের সমর্থন নিয়ে এনসিপি বিধায়ক জিরওয়ালকে সরিয়ে স্পিকার হন বিজেপির নারওয়েকর।

দায়িত্ব পেয়েই উদ্ধব গোষ্ঠীর বিধায়ক সুনীল প্রভুকে সরিয়ে শিবসেনার চিফ হুইপ শিন্ডেসেনার অনিল পরবের নিয়োগে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন নারওয়েকর। এর পরে নির্বাচন কমিশন ২০১৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি শিন্ডেগোষ্ঠীকে ‘আসল শিবসেনা’র মর্যাদা দিয়ে শিবসেনার পতাকা এবং নির্বাচনী প্রতীক (তির-ধনুক) ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিল। এ বার বিধানসভার স্পিকারের রায় নিরঙ্কুশ করল শিন্ডের কর্তৃত্ব।

নেতারা মুখে লাগাম না টানলে ছেঁটে ফেলা হবে

সাংগঠনিক বৈঠকে কড়া বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১০ দিনে তৃণমূলের অন্দরে যখন নেতাদের কথা-কাটাকাটি প্রায় রুটিনে পরিণত হয়েছে, তখন সাংগঠনিক বৈঠকে কড়া বার্তা দিলেন দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুরের নেতাদের কালীঘাটের বাড়িতে বৈঠকে ডেকেছিলেন মমতা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীও। তৃণমূল সূত্রের খবর, সেখানেই মমতা নেতাদের মুখে লাগাম টানার কথা বলেছেন। জানিয়েছেন, প্রকাশ্যে মুখ খুললে সংশ্লিষ্ট নেতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দরকার হলে ছেঁটে ফেলা হবে! সেই সঙ্গে অভিষেক ও বক্সীকে মমতা নির্দেশ দিয়েছেন, দলের মুখপাত্র কারা হবেন, নতুন করে সেই তালিকা তৈরি করতে।

তৃণমূলের এক নেতার কথায়, ‘দিদি বলেছেন, সবাই মুখপাত্র হয়ে উঠছেন! এটা করা যাবে না। যেখানে সেখানে, যাকে-তাকে যা খুশি বলা যাবে না। দল যাকে মুখপাত্র করবে, সে-ই দলের কথা বলবে।’

শুধু তা-ই নয়। মমতা বুঝিয়ে দিয়েছেন, দলের একটি অংশ সামাজিক মাধ্যমে যে ভাবে অন্য অংশের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে, সেই বিষয়টিও তিনি ভাল ভাবে নিচ্ছেন না। দলের মধ্যে উপদল তৈরির প্রবণতা থেকে যে ভাবে হোয়াট্‌স অ্যাপ গ্রুপ তৈরি হচ্ছে, তা-ও অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ওই নেতার কথায়, ‘নেত্রী বলেছেন, অনেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরস্পরের বিরুদ্ধে মন্তব্য করছে। নিজেদের মতো করে হোয়াট্‌সঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করে নিজেদের মতো চলছে। এটা আর করা যাবে না। দলে থাকলে দলের নীতি মেনে চলতে হবে।’ মমতা বৈঠকে আরও জানিয়েছেন, তৃণমূলে গণতন্ত্র আছে। ফলে যা বলার দলের অভ্যন্তরেই বলতে হবে। সংবাদমাধ্যমে তা বলা যাবে না। দলের এক প্রথম সারির নেতার বক্তব্য, ‘দিদি বলেছেন, দলের বাইরে কথা না বলে দলের ভিতরে অনেক জায়গা আছে। সেখানে নিজের কথা বলুন!’ বস্তুত, মমতা বৈঠকে নির্দেশ দিয়েছেন, কারও কিছু বলার থাকলে তিনি দলের রাজ্য সভাপতি বক্সী, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বা মমতার দপ্তরে তা জানাতে পারেন।

১ জানুয়ারি, তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে দলের বিভিন্ন নেতা প্রকাশ্যে বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করছেন। তা নিয়ে দলকেই ‘অস্বস্তি’তে পড়তে হচ্ছে বলে মনে করেন মমতা। সর্বোচ্চ নেত্রী হিসেবে তিনি যে তা বরদাস্ত করবেন না, বুধবারের বৈঠকে মমতা জানিয়ে দিয়েছেন। দলের নেতাদের একাংশের বক্তব্য, লোকসভা ভোটের আগে যে ভাবে তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরে যেমন খুশি বিবৃতি দেওয়া হচ্ছিল, তাতে রুষ্ট মমতা। সে কারণেই তিনি নিজে রাশ টেনে ধরতে চেয়েছেন। পাশাপাশিই, দলের মুখপাত্রদের মধ্যেও একটা ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করেছেন। সে কারণেই বক্সী এবং অভিষেক; দু’জনকেই মুখপাত্র বাছার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের একাংশ যার মধ্যে প্রবীণ-নবীনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা এবং প্রবীণ-নবীনকে একই সঙ্গে কাজ করতে বলার বার্তা দেখছেন।

নেত্রীর নির্দেশেই সব কাজ হবে: অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: কালীঘাটে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি যোগ দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে লোকসভা ভোট নিয়ে ওই বৈঠকে অভিষেক প্রথমে কিছু বলতে চাননি। পরে দলনেত্রীই তাঁকে বলেন, ‘তুই এসেছিস যখন কিছু বল।’ নেত্রীর নির্দেশ পেয়ে জেলা নেতাদের নবজোয়ার যাত্রার অভিজ্ঞতার কথা বলেন অভিষেক। তৃণমূলের অন্দরে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে গুঞ্জন এবং প্রচার বিরোধীদের তরফে চালানো হচ্ছিল। সেই প্রচারের মধ্যে এদিন কালীঘাটের বৈঠকে অভিষেকের যাওয়াটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আসলে ইদানিং নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের বাইরে সেভাবে সক্রিয় ছিলেন না অভিষেক। এদিন বৈঠকে গেলেও প্রথমে কথা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে মুখ খোলেননি তিনি। পরে দলনেত্রীই তাঁকে বলেন, ‘তুই এসেছিস যখন কিছু বল।’ এর পরই অভিষেক জেলার নেতাদের বলেন, আর ঘরে বসে রাজনীতি নয়। এখনই মাঠে নেমে পড়ুন। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই জোরদার করতে হবে। ওরা আমাদের চোর বলছে। এজেন্সি দিয়ে ম্যালাইন করতে চাইছে। অথচ ওরা সব ডাকাত। ওরা চোর বললে, ওদের ডাকাত বলুন। বৈঠক শেষে অভিষেক স্পষ্ট করে দিয়েছেন, নেত্রী যা নির্দেশ দেবেন, সেটাকে শিরোধার্য মেনেই আগামী দিনে কাজ করবেন তিনি। অভিষেক বলেন, ‘বলবেন দিদি, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই লড়াই লড়তে হবে। যেখানে আমাকে দিদি যেতে বলবেন আমি সেখানেই যাব।’

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ও সিন্‌হার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আর্জি, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করুন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। ইতিপূর্বে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের অপসারণ চেয়ে শীর্ষ আদালতে গিয়েছিলেন তৃণমূল ছাত্র সংগঠনের নেতা সুদীপ রাহা। এবার বিচারপতির বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে গেলেন অভিষেক।

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতির গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকাশ্যে কিছু মন্তব্য নিয়ে রাজ্যজুড়ে শোরগোল তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের অপসারণ চেয়ে একটি চিঠিও জমা পড়েছে শীর্ষ আদালতে। এর পরেই গত সোমবার হাইকোর্ট থেকে বেরোনোর সময় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিষেকের সম্পত্তির হিসাব ও তার উৎস জানতে চান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তা নিয়ে বিতর্কও হয়। এক জন বিচারপতির প্রকাশ্যে এমন মন্তব্যের নিন্দা করেন শাসক তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা। সেই আবহে বুধবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হলেন অভিষেক। শীর্ষ আদালতে তৃণমূল সাংসদ মূলত পাঁচটি আর্জি জানিয়েছেন।

অভিষেকের অভিযোগ, বিচারপতি আদালতের ভিতরে বা বাইরে বাদী-বিবাদী পক্ষকে নিয়ে নানা মন্তব্য করে থাকেন। সেই সব মন্তব্য যাতে কোনও ভাবেই তদন্তকে প্রভাবিত না করে, তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হোক। এমনটাই দাবি অভিষেকের।

তাঁর অভিযোগ, রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত হয়ে বিচারাধীন বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন বিচারপতি। যা বিচারব্যবস্থার নীতি-আদর্শের বিরুদ্ধাচরণের শামিল। সাংসদের আর্জি, ওই বিচারপতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নির্দেশ দেওয়া হোক। অভিষেকের আর্জি, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে একটি বিশেষ বেঞ্চ তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হোক। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চে যে সব মামলা রয়েছে, তাঁর বেঞ্চ থেকে যে মামলাগুলি সরে অন্য বেঞ্চে (বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার বেঞ্চ) গিয়েছে, সেই সব মামলার শুনানি ওই বিশেষ বেঞ্চেই হোক।

অভিষেক চাইছেন, বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় যাতে কোনও বিচারাধীন বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য না করেন, তা নিশ্চিত করতে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নির্দেশ দেওয়া হোক। সমস্ত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এই পরিস্থিতিতে শীর্ষ আদালত যা উচিত মনে করবে, তেমনই নির্দেশ দেওয়া হোক বলেও আর্জিতে জানিয়েছেন অভিষেক।

তোপধ্বনিতে বিদায় কলকাতার, উস্তাদের শেষ ঠিকানা বদায়ুঁতে

ছবি: অদিতি সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বুধবার রবীন্দ্রসদনে প্রয়াত উস্তাদ রাশিদ খানকে শেষ শ্রদ্ধা জানাল শহর কলকাতা। শিল্পীকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে এসে অনুরাগীরা চোখের জলে ভাসলেন। গান স্যালুটেই শিল্পীর প্রিয় শহর বিদায় জানাল শিল্পীকে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতমহলের বিশিষ্টরা।

উত্তরপ্রদেশে বদায়ুঁতে জন্ম উস্তাদ রাশিদ খানের। তাই জন্মভিটেতেই সমাধিস্থ করা হয় তাঁকে। সেই কারণেই বুধবারই শিল্পীর শবদেহকে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরপ্রদেশের বদায়ুঁতে।

বুধবার সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে নাকতলার বাড়ি থেকে শিল্পীর মরদেহ রবীন্দ্রসদনে নিয়ে আসা হয়। তার পর শিল্পীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে অনুরাগীদের ভিড় উপচে পড়ে। উপস্থিত ছিলেন শিল্পীর পরিবার এবং নিকটাত্মীয়রা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, দেবাশিস কুমার, রাজ চক্রবর্তী। বেলা ১টা নাগাদ শিল্পীকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়।

রাশিদকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে সঙ্গীত জগৎ থেকে উপস্থিত ছিলেন হৈমন্তী শুক্লা, ঊষা উত্থুপ, তেজেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার, দেবজ্যোতি বসু, সমর সাহা প্রমুখ। রাশিদকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় শিল্পীর বাসভবনে।

সন্দেশখালিকাণ্ডে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে তাদের উপরে হামলার ঘটনায় এবার হাইকোর্টে মামলা দায়ের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত এই মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন। আদালত সূত্রে খবর, শুনানি আজ বৃহস্পতিবার।

আদালতে ইডির অভিযোগ, রেশন দুর্নীতির মামলায় তল্লাশি করতে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন ইডি অফিসাররা। উল্টে ইডির আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পুলিশ এফআইআর করেছে বলে ইডি জানতে পারে। সব সংবাদমাধ্যমে এমনটাই প্রচার করা হয়েছে। এরপর বসিরহাট কোর্টেও খোঁজ নেওয়া হয় ইডির তরফ থেকে। কিন্তু সেখানেও এমন কোনও এফআইআর কপি যায়নি। ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়নি। উল্টে পুলিশ প্রতিদিন ইডির অফিসে খোঁজ করছে কোন কোন অফিসার সেদিন সেখানে গিয়েছিল।

ইডির আশঙ্কা হেনস্থার জন্য তাদের নামেও নতুন অভিযোগ দায়ের করবে। তাই এই বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করুক। বুধবার এই আবেদন শোনার পর মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি সেনগুপ্ত। অন্যদিকে, এদিনই ইডির দপ্তরে উপস্থিত হন বসিরহাটের ডিএসপি। ইডি অফিসারদের বয়ান রেকর্ড করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে সন্দেশখালির ঘটনায় তৎপর হয়েছে কেন্দ্রও। রাজ্যে এসে দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন ইডির ডিরেক্টর রাহুল নবীন। সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে দফায় দফায় বৈঠক করেন ইডির ডিরেক্টর। কথা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে।

সূত্রের খবর, বৈঠকে ছিলেন সিআরপিএফ, এনআইএ, এসএসবি, সিআইএসএফ ও আইটি-র কর্তার। সেখানে দপ্তরের আধিকারিকদের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয় বলে সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে। একইসঙ্গে বৈঠকের পর রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন ইডির ডিরেক্টর।

এদিকে বুধবারই সিজিও কমপ্লেক্সে উপস্থিত বসিরহাট পুলিশ। এদিন সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দপ্তরে আসেন বসিরহাটের ডিএসপি সানন্দা গোস্বামী। তাঁর সঙ্গে আসেন আরও ২ পুলিশ কর্মী। এছাড়া আরও একজনকে ক্যামেরা ও ট্রাইপড নিয়ে ইডির দপ্তরে প্রবেশ করতে দেখা যায়।

শ্বাসরোধ করেই ছোট ছেলেকে খুন সূচনার

প্রকাশ্যে ময়না তদন্তের রিপোর্ট

বেঙ্গালুরু, ১০ জানুয়ারি: নিজের ছোট্ট ছেলেকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছেন সূচনা। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তেমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে। মঙ্গলবার গোটা দেশ শিউরে উঠেছিল কলকাতার মেয়ে সূচনা শেঠের বিরুদ্ধে ওঠা নিজের ছোট সন্তানকে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায়। পুলিশ ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে তাঁকে। এবার সামনে এল ময়নাতদন্তের রিপোর্ট। যা থেকে জানা গিয়েছে, সন্তানের শ্বাসরোধ করতে সম্ভবত বালিশ বা তোয়ালে ব্যবহার করেছিলেন সূচনা। আগেই পুলিশ জানিয়েছে, বাঁ হাতের কবজি কেটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন সূচনা। কিন্তু পরক্ষণেই মত বদলান তিনি। ছেলের দেহ ব্যাগে ঢুকিয়ে একটি ক্যাব ধরে গোয়া থেকে বেঙ্গালুরু যাওয়ার জন্য রওনা দেন। কিন্তু তাঁকে ধরিয়ে দেয় আত্মহত্যার চেষ্টাই! পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে রক্তমাখা তোয়ালে উদ্ধার হয়েছে। সেই রক্তই তোয়ালে লেগেছিল। আর তা দেখেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, শ্বাসরোধ করেই নিজের ছেলেকে মেরেছেন অভিযুক্ত সূচনা। তবে নিজের হাতে গলা টিপে না মেরে বালিশ বা তোয়ালে মুখে চেপেই তিনি একরত্তি শিশুটিকে খুন করেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে, শিশুটি মৃত্যুর আগে কোনওরকম প্রতিরোধের চেষ্টাও করতে পারেনি। পাশাপাশি রিপোর্ট থেকে আরও জানা যাচ্ছে, মৃত্যুর কিছু পরে রাইগর মর্টিস দেখা যায় মৃতদেহে। কিন্তু তা ৩৬ ঘণ্টা পরে তা চলেও যায়। শিশুটির শরীরে কোনও রাইগর মর্টিস না থাকায় পরিষ্কার, তাকে খুন করা হয়েছে ৩৬ ঘণ্টারও বেশি সময় আগে। পুলিশের অনুমান, সন্তানকে খুন করার পরিকল্পনা অনেক দিন আগেই করেছিলেন সূচনা। তাঁর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে যে তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তা সে দিকেই ইঙ্গিত করছে। গোয়া পুলিশ জানিয়েছে, ওই অ্যাপার্টমেন্ট থেকে মিলেছে কাফ সিরাপের একাধিক খালি শিশি। পুলিশের অনুমান, সন্তানকে প্রচুর পরিমাণে ওষুধ খাওয়াতেন সূচনা।

ঠান্ডার সেকেন্ড স্পেল শুরু শুক্রবার থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আলিপুরের পূর্বাভাস, আবারও নতুন করে তাপমাত্রা কমে বাংলায় জাঁকিয়ে ঠান্ডা পড়তে চলেছে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে পৌষ সংক্রান্তির আগেই ফের একবার বদলাবে বাংলার আবহাওয়া। সপ্তাহের শুরুতে তাপমাত্রার পারদ উর্ধ্বমুখী থাকলেও সপ্তাহের শেষ লগ্নে তীব্র শীতে কাবু হতে চলেছে দক্ষিণবঙ্গ। বৃহস্পতিবারের পর থেকে তাপমাত্রা নামার সম্ভাবনা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, শুক্র ও শনিবারে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা নামতে পারে বলে অনুমান। ঠান্ডার এই স্পেল থাকবে ৪-৫ দিন। ঠান্ডার প্রথম স্পেল ছিল ডিসেম্বরে ১০ দিন। এবার বুধ-বৃহস্পতিবার নাগাদ পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পাস হওয়ার সময়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা। এরই পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সকালে কুয়াশা দিনভর আংশিক মেঘলা আকাশ অথবা মেঘলা আকাশে শীতল দিনের মতো পরিস্থিতি কয়েক জেলায়। পূবালি হাওয়ায় জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর ফলে আংশিক মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। কোথাও সকালে কুয়াশা পরে পরিষ্কার আকাশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় একই রকম থাকবে তাপমাত্রা। বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই আগামী এক সপ্তাহে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩০ নং এফিডেভিট বলে Ajay Kisku S/o. Makar Kisku ও Ajoy Kisku S/o. M. Kisku সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৫/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৬২ নং এফিডেভিট বলে Alak Kumar Nath S/o. Sudhir Kumar Nath ও Alok Nath S/o. S. Nath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২৪ নং এফিডেভিট বলে Jakir Hossain Sekh S/o. Toyajuddin Sekh ও Sk Jakir Hussain S/o. T. Sk সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪১৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Jahangir Gayen ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jaynal Gayen ও Lt. J. A. Gayen সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৭৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Samimuddin S/o. Abdul Rob Mollick @ Abdul Rab (old name) R/o. Dwarpara, Uttar Para, Panchpara, Balagarh, Hooghly-712501, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Saminuddin S/o. Abdul Rob Mallick (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Samimuddin S/o. Abdul Rob Mollick @ Abdul Rab & Saminuddin S/o. Abdul Rob Mallick উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৭/১৮ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩১৬৬ নং এফিডেভিট বলে Sisir Kumar Banerjee ও Sisir Banerjee S/o. Ratan Chandra Banerjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/০১/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৮৩ নং এফিডেভিট বলে Pulak Das ও Debasis Das S/o. Pramod Chandra Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি । আমার কন্যা Koyel Das.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ই জানুয়ারি, ২৫শে পৌষ,বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা তিথি। জন্মে ধনু রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ বৃহস্পতি বুধ অনুকূলে আছে। আজ জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। ব্যাবসায়ী অধ্যাপক চিকিৎসক ব্যাবসায়ীদের জন্য অতীব শুভ দিন। কোনো প্রতিষ্ঠিত পুরুষ বা মহিলা দ্বারা কিছু সুযোগ বৃদ্ধি। ভাগ্য প্রবর্তনশীল চাকরি ছাড়বেন ভাবছেন, বাবসাতে শুভ হবে। তবে গ্রহ অবস্থান দেখে নিয়ে কাজ করুন।

বৃষ রাশি : আজ একটু বেগ পেতে হবে। দিনটি কষ্টকর। কর্ম ক্ষেত্রে আপনার বস আপনার ওপর সন্তুষ্ট নয়। বিবাহিত জীবন আজ সুখকর নয়। গুপ্ত কথা প্রকাশে আস্তে পারে। যে মহিলাকে আপন করতে চাইছেন তিনি কি আপনার সত্যি করের আপন। কষ্টসহিষ্ণুতা আপনার একটি মহৎ গুন্। একটু ধৈর্য ধরুন সময় আসবে।

মিথুন রাশি : আপনার উদারতা এবং পরদুঃখ কাতরতা আজ আপনাকে সম্মান পাইয়ে দেবে। প্রতিপত্তি বিস্তার হবে ,নাম,যশ বৃদ্ধি হবে। যারা প্রশাসন বিভাগে কাজ করছেন তারা মন কে স্থির করুন আজ আত্ববিশ্বাস বৃদ্ধি হবে বিশেষ লাভ পাবেন।

কর্কট রাশি :আজ আপনার অদ্ভুত খেয়ালের জন্য সম্মান প্রাপ্তি নিশ্চিত। অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণতা ,ভাবপ্রবণতা ,দ্বারা সকলের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ হবে। যে মানুষরা আপনার সান্নিধ্য পেতে চায়ে তাদের থেকে আজ শুভত্ব প্রাপ্তি হবে। প্রতিষ্ঠা এবং সুনাম পাওয়ার নেশা আজ আপনার মধ্যে কিছু ভালো তৈরী করবে।

সিংহ রাশি :পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। প্রতিবেশী দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। আজ আপনার উদ্দীপনা, সাহসিকতা, সবার প্রশংসা কুড়োবে। বন্ধু ভাগ্য ভালো। আজ সহজেই বন্ধুত্ব লেভার দ্বারা শুভ হবে। আপনি যেমন বন্ধুর জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন আজ এই রকমই কয়েকজন বন্ধু আপনার পশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

কন্যা রাশি :ভবিষৎ সম্পর্কে আপনার উদাসীনতা আজ কোনো মানসিক দুঃখ দিতে পারে। ঠিকাদারি কাজে যারা আছেন আজ কোনো ক্ষতির সোমুখহীন হতে পারেন। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন।

তুলা রাশি : শিক্ষক উপদেষ্টা সরকারি বেসরকারি কর্মচারী দের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আটকে থাকা কোনো কাজ হটাৎ হয়ে পরবে । পরিবারে আপনার বুদ্ধির দ্বারা দীর্ঘদিনের আটকে থাকা জট আজ খ ুলতে পারে। নিখুঁত ভাবে কাজ করার জন্য আজ আপনার সম্মান বৃদ্ধ হবে কর্ব্মক্ষেত্রে।

বৃশ্চিক রাশি : কর্মক্ষেত্রে করোতোবে গাফিলতিও করলেও আজ এমনি এক শুভ দিন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ আজ আপনার প্রশংসা করবে। প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা মনের মধ্যে না রেখে আজ গুপ্তত শত্রুকে পরাস্ত করতে পারবেন। আয়কর বিক্রয়কর সামাজিক বিবাদের কাজ শস্য জাতীয় বিভাগের কাজের আজ আর্থিক লাভ নিশ্চিত। যারা কারিগরি বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করছেন তাদের আজ শুভ দিন।

ধনু রাশি :বৃহস্পতির কৃপা পাবেন আজকে। উদারতা ও ক্ষমা আপনার এই দুই মহৎ গুনের জন্য আজ আপনি সম্মান পাবেন। সমাজ সেবায় সুনাম হবে। কোনো রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। পরিবারে শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। সাহিত্য চর্চা, ও স্টেশনারি দোকান যাদের আছে তাদের আজ শুভ হবে।

মকর রাশি :আজ পরিবার পরিজন থেকে ছোট ঘটনা নিয়ে বড়ধরণের বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। দেব দেবীর মন্দিরে না গিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। শশুর তৃতীয় ব্যাক্তি দ্বারা আজ মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। মন সন্দেযুক্ত হওয়ার কারণে যার উপর সন্দেহ করছেন তিনি কিন্তু সন্দেহের উর্ধে। বিশ্রাম নিন তবে অতি বিশ্রামে শরীর নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

কুম্ভ রাশি : ভ্রমণের দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। নৈরাশ হতাশা কেটে সন্তান এবং পরিবারের সদসদের ব্যাবহারে আনন্দ বৃদ্ধি। যেহেতু শুভ দিন সেহেতু আজ কিছু বড়ো কাজ করবেন ভেবেছিলেন সেটি শুরু করতে পারেন। শশুর বাড়ির কোনো বয়স্ক সদস্যের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। ফোন,ফ্যাক্স দ্বারা কোনো যোগাযোগে অর্থ বৃদ্ধি নিশ্চিত।

মীন রাশি : পরিবারে বিতর্ক বিবাদ বিসংবাদ চলবে। ধৈর্য সহ পিত মাতার কথা শুনলে সমস্যার পথ বেরোবে। বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো স্পিরিচুয়াল গুরুর বাককে সমর্থ করার জন্য লাভ প্রাপ্তি। সন্তাননেই সফলত্যে আনন্দ প্রাপ্তি। গুপ্ত শত্রুর মোকাবিলা করে রুখে দিতে পারবেন। সিংহ, কন্যা, ও কুম্ভ রাশির জাতক থেকে সতর্কপ থাকুন । ধৈর্য ধরলে পরিবার থেকে বড়ো রকমের সমস্যা থেকে মুক্তি।

(প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী র প্রয়ান দিবস। বকুল অমাবস্যা তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

CHANGE OF NAME

I, PANCHANAN CHAKRABORTY wish to change my name from PANCHANAN CHAKRABORTY to RAJRUP CHAKRABORTY vide an affidavit no A-5681 before JM (1st class) Midnapur declare on 20.04.22.

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩৬ নং এফিডেভিট বলে Samir Kumar Ghosh S/o. Pannalal Ghosh ও Samir Ghosh S/o. P. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২৩ নং এফিডেভিট বলে Pradeep Patel S/o. Debji Bhai Patel ও Pradip Patel S/o. D. Patel সাং হারপুর, ধনিয়াখালি, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪২১ নং এফিডেভিট বলে Barun Kumar Modak S/o. Shyam Chandra Modak ও Barun Modak S/o. S. Ch. Modak সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯১ নং এফিডেভিট বলে Sk Rashid Mondal S/o. Kabibar Mondal ও Sk Rasid Mondal S/o. K. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩২ নং এফিডেভিট বলে Mohammad Najim Shaikh S/o. Abdul Alim Shaikh ও Mohammad Najim S/o. A. Alim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৮/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Mousumi Kumar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Anup Kumar ও A. Kumar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, Barnali Jana W/O Sri Saurav Jana and D/O Late Birendra Chandra Deb residing at F-06, West BC-72, Purba Housing Co. RD-147, Tank No. 4, New Town, Dist. North 24 Parganas, Kolkata–700156, W.B. shall be known as Barnali Jana Deb vide affidavit dt. 09.01.2024 by Notary Public, High Court, Calcutta, Barnali Jana Deb and Barnali Jana are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ajay Bagui S/O Late Panna Bagui R/O Paschimtajpur PO Paschimtajpu PS Chanditala Hooghly 712706.Vide affidavit (390) dated 10/01/2024 in the court of Ld Judicial Magistrate, 1st Class Serampore. I, declare that Ajay Bagui and Ajay kumar Bagui is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী বরুণ মন্ডল, পিতা বাসুদেব মন্ডল, বয়স ৪৬ (46) বৎসর ১৮ দমদম রোড, পোঃ- ঘুঘুডাঙা, থানা-চিৎপুর উঃ ২৪ পরগনা নিবাসী, উনি ইংরাজী 14 ই জুন, 2018 তারিখে শ্রীমতী পারুল দাস স্বামী বাসুদেব দাস এর নিকট হইতে I-3350/18 দলিল মূলে তৌজি নং-172, জে.এল. নং 4, ফিঙ্গা মৌজার 243 নং দাগের দুই কাঠা পরিমাপের একটি জমি খরিদ করেন, যাহার ঠিকানা 479 নং সপ্তগ্রাম, 3 নং ওয়ার্ড -দমদম পুরসভার অন্তর্গত কলকাতা 700049 । কিন্তু শ্রীমতী পারুল দাসের পুরানো দলিল যাহার নং I-2749/2016, সেটি বর্তমানে নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে । I-2749/2016 দলিলটি রেজিস্ট্রি হয় ইং 27.9.16 তারিখে । যদি এই দলিল টি কেও পেয়ে থাকেন তবে আমার মক্কেলের সঙ্গে পনেরো দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন।

Sasanka Sekhar Roy,
Advocate,
Barrackpore Court,

নাম-পদবী

আমি Rafik Sk পিতা-Sad Ali Sk ঠিকানা Vill- Shiyalmara, P.O. Radharghat, P.S. Berhampore, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin- 742187 আমার নাম Rafik Sk পিতা-Sad Ali Sk আমার Aadhaar Card, Voter Card-এ আছে। যার নং 2124 3343 5786, JRG 3964145, Rafik Saikh পিতা-Sad Ali যাহা আমার Pass Port-এ আছে যার নং L8950 334 Berhampare SDEM(S) Dt. 29/12/2023 Affidavit বলে Rafik Sk, Rafik Saikh এবং আমার পিতা Sad Ali Sk, Sad Ali এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হল।

নাম-পদবী

আমি Mairoma Bibi, W/O. Mahidul Sk, গ্রাম- গড়ের ডাঙ্গা, পোঃ- টিকিয়াপাড়া, থানা- বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ। আমার আধার কার্ডে আমার সঠিক নাম Mairoma Bibi এবং আমার স্বামীর আধার কার্ডে তাঁর সঠিক নাম Mahidul Sk আছে। কিন্তু ভুলবশত আমাদের ছেলে Sad Salim Sk -এর বার্থ সার্টিফিকেটে (Reg No. 84/11, Dated-1/08/2011) আমার নাম Mourama Bibi, স্বামীর নাম Rafikul Sekh আছে। গত ২৯/১২/২০২২ বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Mairoma Bibi এবং Mourama Bibi, স্বামী Mahidul Sk এবং Rafikul Sekh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী সোমা দাস, স্বামী শ্রী সোমনাথ জানা, 122/722, ফিঙ্গাপাড়া বাই লেন, ঘোষপাড়া, পো:- ফিঙ্গাপাড়া, থানা-জগদ্দল, উঃ ২৪ পরগনা নিবাসী, তিনি শ্রী মিহির কুমার নিয়োগী পিতা ভূপেন্দ্রনাথ নিয়োগী ও শ্রীমতী গীতা নিয়োগী স্বামী শ্রী মিহির কুমার নিয়োগীর খরিদা সম্পত্তি, যাহার দাগ– 842, খতিয়ান- 4926, তৌজি নং 1193, জে.এল. নং 3, ফিঙ্গাপাড়া মৌজার 224/3529 ফিঙ্গাপাড়া বাই লেন এর সম্পত্তি খরিদ করিতে ইচ্ছুক। ঐ জমির যদি অন্য কোন ওয়ারিশন বা দাবিদার থাকেন বা কারও কোনরূপ যুক্তিপূর্ণ আপত্তি থাকলে এক সপ্তাহের মধ্যে (অদ্য হইতে) শ্রীমতী সোমা দাস- এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অন্যথায় জমি হস্তান্তর করা হইবে।

Sasanka Sekhar Roy,
Advocate,
Barrackpore Court,

নোটিশ

আমার মক্কেল **শ্রী সত্যব্রত চক্রবর্তী**, পিতা প্রয়াত সুরেশ কুমার চক্রবর্তী, ৩৩, পেয়ারা বাগান, পো- পূর্ব পুটিয়ারি, থানা-রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৯৩ এবং **শ্রীমতি সোমা বাসু**, স্বামী শ্রী সব্যসাচী রায়চৌধুরী, ৫২বি/২, গঙ্গাপুরী, পো-পূর্ব পুটিয়ারি, থানা-রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৯৩ সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া ০২ কাঠা ০৪ ছটাক ০৫ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- পূর্ব পুটিয়ারি, জেএল নং ৪৩, আরএস নং ২৭৫, তৌজি নং ১৮, আরএস দাগ নং ১০, ১১ এবং ১২, আরএস খতিয়ান নং ৭, ৭/১, এবং ৭/২, প্রেমিসেস নং ৪১, পেয়ারা বাগান, ওয়ার্ড নং ১১৪, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা- রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা ৭০০০৯৩, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা এর সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারী এবং উক্ত শ্রী সত্যব্রত চক্রবর্তীর হেফাজত থেকে হারিয়ে/স্থানান্তরিত হয়েছে ৩ (তিন) টি মূল দলিল যা জনৈক শ্রীমতি ছন্দা দত্তর অনুকূলে সম্পাদিত, সংশ্লিষ্ট খোয়া যাওয়ার বিষয়টি ০৭/০১/২০২৪ তারিখে আনুমানিক সকাল ১১ টার সময় জানা যায়। উক্ত তিনটি মূল দলিলের বিস্তারিত : -

১. বিক্রয় দলিল তারিখ ০৫.০৮.১৯৮৩, দলিল নং ১০৯৮৩-১৯৮৩ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ২৯৪, পৃষ্ঠা ২৮২ থেকে ২৯১, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস সাব-রেজিস্ট্রার-আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
২. বিক্রয় দলিল তারিখ ১১/০৩/১৯৮৫ দলিল নং ৫৪৩৮- ১৯৮৫ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ৯৩, পৃষ্ঠা ১৬৮ থেকে ১৭৮, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস সাব -রেজিস্ট্রার -আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
৩. বন্ধকদত্ত দলিল তারিখ ১১/০৩/১৯৯৪, দলিল নং ৩৮৪২- ১৯৯৪ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভলুম নং ১২৫, পৃষ্ঠা ৩৮৫ থেকে ৩৯৯, রেজিস্ট্রিকৃত অফিস অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স, কলকাতা।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উক্ত মক্কেল রিজেন্ট পার্ক থানায়, কলকাতা- ৭০০০৪০ অফিসার ইন চার্জের নিকট উল্লেখ্য জিডিই নং ৪৬৯ তারিখ ০৮.০১.২০২৪ দাখিল করেছেন। উক্ত মক্কেল সংশ্লিষ্ট জমি/ প্রেমিসেসে এক বহুতল ভবন নির্মাণ করিয়েছেন এক ডেভেলপার সংস্থা মেসার্স অঙ্কুশ কনস্ট্রাকশন, ৬৩, সাহাপাড়া রোড, পো- পূর্ব পুটিয়ারি, থানা- রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা- ৭০০০৯৩ মাধ্যমে এবং বর্তমানে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ/ঋণ সুবিধাদি পেতে আগ্রহী বা বিক্রয়, দান, ইজারা,লিয়েন, বন্ধক দিতে আগ্রহী। কোনও ব্যক্তি/গণ উক্ত বিক্রয় দলিল পেয়ে থাকলে এবং কোনও দাবি সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে পারেন, অন্যথায় ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট সমপরিমাণ জামিন হিসেবে বন্ধকী রাখবে এবং পরবর্তীতে বা ভবিষ্যতে ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা আমার মক্কেল কোনও দায় বহন করবে না।

দেবদুলাল চক্রবর্তী
অ্যাডভোকেট
বারুইপুর দেওয়ানি এবং ফৌজদারি আদালত
পো এবং থানা- বারুইপুর, কলকাতা- ৭০০১৪৪
মো : ৯৬৮১০৯৭৯১৫

নাম-পদবী

LIC এর 423897286 পলিসিতে আমার নাম রফিকুল ইসলাম পিতা আরোজ মোল্লা ছিল। গত ২৮/১২/২৩ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি ঝন্টু মোল্লা, পিতা- Araj মোল্লা নামে পরিচিত হলাম।

।। নোটিশ ।।

জেলা হুগলীর মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত
২০১৯ সালের ১০ নং প্রবেট সুট
দরখাস্তকারিনী - শ্রীমতী বিমলা দাস,
প্রতিপক্ষ - শ্রী অজয় সাহা দীং

এতদ্বারা সর্বব সাধারণ কে জানানো যাইতেছে প্রতিমা সাহা, স্বামী মৃত রাম রতন সাহা, সাং চণ্ডীবাটী, থানা আরামবাগ, জেলা হুগলী বিগত ইংরাজী ৩।৭।২০১৩ তারিখে সম্পাদিত উইলের প্রেবেট লইবার নিমিত্ত দরখাস্তকারিনী অত্র মোকর্দ্দমার দায়ের করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারও কোনরূপ দাবী - দাওয়া বা আপত্তি থাকে তবে তাহাকে অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহার জবাব দাখিলের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমায় একতরফা শুনানী হইবে। নিবেদন ইতি – ০১/০৯/২০২৩

SCHEDULE OF PROPERTIES

District Hooghly, Police Station Arambagh, Mouza Chandibati, J.L. No.14.

Sl. No.	Dag No.	Class of Land	Total Area	Area
1	40	Doba	07 Satak	00 Satak
2	41	Danga	06 Satak	00 Satak
3	44	Sali	40 Satak	04 Satak
4	125	Sali	19 Satak	01 Satak
5	126	Sali	05 Satak	00 Satak
6	129	Sali	08 Satak	02 Satak
7	138	Sali	60 Satak	20 Satak
8	139	Sali	17 Satak	06 Satak
9	140	Sali	09 Satak	03 Satak
10	142	Sali	07 Satak	02 Satak
11	143	Sali	06 Satak	02 Satak
12	194	Sali	15 Satak	05 Satak
13	210	Sali	14 Satak	05 Satak
14	215	Sali	04 Satak	00 Satak
15	217	Viti	02 Satak	00 Satak
16	219	Viti	05 Satak	00 Satak
17	222	Viti	10 Satak	01 Satak
18	223	Doba	14 Satak	00 Satak
19	224	Viti	01 Satak	00 Satak
20	225	Viti	01 Satak	00 Satak
21	226	Bastu	21 Satak	01 Satak
22	228	Pukur	1.72 Satak	04 Satak
23	230	Sali	10 Satak	00 Satak
24	232	Doba	06 Satak	00 Satak
25	233	Viti	09 Satak	00 Satak
26	236	Sali	06 Satak	01 Satak
27	237	Sali	18 Satak	06 Satak
28	242	Sali	11 Satak	00 Satak
29	247	Sali	03 Satak	00 Satak
30	252	Sali	09 Satak	01 Satak
31	254	Sali	15 Satak	01 Satak
32	260	Sali	02 Satak	00 Satak
33	289	Doba	24 Satak	01 Satak
34	290	Bastu	05 Satak	00 Satak
35	296	Sali	20 Satak	01 Satak
36	298	Sali	01 Satak	00 Satak
37	299	Sali	17 Satak	01 Satak
38	301	Sali	04 Satak	00 Satak
39	306	Sali	12 Satak	04 Satak
40	349	Sali	03 Satak	01 Satak
41	219/789	Viti	01 Satak	00 Satak
42	140/790	Sali	11 Satak	04 Satak
43	233/794	Danga	06 Satak	00 Satak
				0.77 Satak

District Hooghly, Police Station Arambagh, Mouza Donga Bathan, J.L. No.15. Khatian No.555.

Sl. No.	Dag No.	Class of Land	Total Area	Area
1	265	Sali	45 Satak	06 Satak
2	489	Sali	47 Satak	07 Satak
3	627	Sali	99 Satak	15 Satak
4	628	Sali	41 Satak	06 Satak
5	631	Sali	34 Satak	02 Satak
6	635	Sali	1.14 Satak	06 Satak
7	641	Sali	10 Satak	01 Satak
8	643	Sali	21 Satak	03 Satak
9	644	Sali	13 Satak	01 Satak
10	648	Sali	42 Satak	03 Satak
11	652	Sali	05 Satak	02 Satak
12	654	Sali	1.05 Satak	15 Satak
13	655	Sali	49 Satak	03 Satak
14	658	Sali	28 Satak	01 Satak
15	660	Sali	11 Satak	01 Satak
16	664	Sali	45 Satak	03 Satak
17	668	Sali	99 Satak	07 Satak
18	669	Sali	12 Satak	01 Satak
19	701	Sali	54 Satak	03 Satak
20	825	Sali	19 Satak	01 Satak
21	828	Sali	19 Satak	01 Satak
22	897	Sali	73 Satak	04 Satak
23	931	Sali	15 Satak	01 Satak
24	904	Sali	23 Satak	03 Satak
25	915	Sali	36 Satak	02 Satak
26	1005	Sali	1.16 Satak	03 Satak
27	1007	Sali	84 Satak	06 Satak
28	1204	Sali	73 Satak	03 Satak
29	668/1235	Sali	16 Satak	01 Satak
30	678	Sali	47 Satak	04 Satak
31	679	Sali	27 Satak	01 Satak
32	687	Sali	39 Satak	02 Satak
33	696	Sali	37 Satak	03 Satak
34	697	Sali	27 Satak	03 Satak
35	699	Sali	24 Satak	01 Satak
36	704	Sali	12 Satak	00 Satak
37	903	Sali	37 Satak	03 Satak
38	706/1239	Sali	27 Satak	02 Satak
39	706/1241	Sali	28 Satak	02 Satak
40	687/1255	Sali	56 Satak	03 Satak
41	687/1256	Sali	18 Satak	00 Satak
42	705	Sali	05 Satak	00 Satak
43	903	Sali	12 Satak	00 Satak
44	688/1235		16 Satak	01 Satak
45	901		15 Satak	01 Satak
46	902		19 Satak	01 Satak

District Hooghly, Police Station Arambagh, Mouza Puin, J.L. No.18. Khatian No.875.

Sl. No.	Dag No.	Class of Land	Total Area	Area
1	1663	Sali	2.16 Satak	12 Satak
2	1669	Sali	11 Satak	00 Satak
3	1700	Sali	64 Satak	03 Satak
4	1724	Sali	88 Satak	05 Satak
5	1725	Sali	06 Satak	00 Satak
6	1739	Sali	34 Satak	02 Satak
7	1747	Sali	52 Satak	01 Satak
				25 Satak

দরখাস্তকারিনীর পক্ষে
স্বা/- দীপঙ্কর মল্লিক
(এ্যাডভোকেট)

সেরেস্তাদার
স্বা/- শ্রী চরন সিং
ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত,
হুগলী, মোকাম চুঁচুড়া

নাম-পদবী

আমি Shahjaman Sekh, S/O. Lt. Sahajahan Sekh, সাং ও পোঃ ভালুকা, জেলা- নদীয়া, আমার কৃষ্ণনগর ADSR অফিসের I-3150 dt. ২২.৩.২০০৬ নং দলিলে নাম Rijabul Sekh হইয়াছে। ০৩.০১.২০২৪ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে Shahjaman Sekh ও Rijabul Sekh একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, **Maroof Hossain**, son of Rahamat Hossain residing at 7, Crematorium Street, Entally, Kolkata - 700014, W.B. do hereby Solemnly Affirm and declare that my & my father's actual & original names are Maroof Hossain & Rahmat Hossain but Inadvertently me and my father's name has been recorded in my school's Marksheet issued by the council for the Indian School Certificate Examination, New Delhi as Maroof Hussain & Rahmat Hussain in place of Maroof Hossain & Rahmat Hossain. That **Maroof Hossain** and **Maroof Hussain** and **Rahmat Hossain** and **Rahamat Hussain** are the same and one identical person vide Affidavit No. 570 dated 08.01.2024 before the court of 1st Class Judicial Magistrate at Alipore.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন আদালত খড়গপুর
T.S. No. 231/2020

চন্ডী চরন গিরি .... বাদীগন
বনাম
শশাংক গিরি দীং .... বিবাদীনি

To,
(৩) অনুকুল গিরি, পিতা- মৃতুঞ্জয় গিরি
(৮) সন্ন্যাসী গিরি পিতা অমুল্য গিরি
সাং + পোঃ - লেঙ্গামারা, থানা- কেশিয়াড়ী,
জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, ... বিবাদীগন

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত আদালতে চন্ডী চরন গিরি পিতা-রাখাল গিরি, সাং + পো: - লেঙ্গামারা, থানা - কেশিয়াড়ী, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, বাদী শ্রেনীভুক্ত হইয়া আপনাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছে। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উপযুক্ত উকিল বাবুগনের দ্বারা হজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে ।

(এ) তপশীল সম্পত্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- কেশিয়াড়ী জে.এল নং ১২. লেঙ্গামারা মৌজার, খতিয়ান নং ২১৩,৩৮১,৩৯০/১,৪৪৮/১,৪৫৯,৪৯৭,৫৪২, ৫৫৪,৫৮৩,৫৮৩/১, ৬১৮, ৬২৮, ৬৩৭/১, ৬৮২, ৬৯১/১, ৭১০, ৯২৩

দাগ নং	শ্রেণী	পরিমান
৭৪৪	জল দোয়েম	২.৬৩ একর

খতিয়ান নং ২১৩, ৮৪৮/১, ৫৫৪, ৬৮২, ৬৯১/১, ৯২৩

দাগ নং	শ্রেণী	পরিমান
৭৪৩	বাস্ত ডাহি	৯০ ডে: মধ্যে ৪৪ ডে:

খতিয়ান নং ২১৩, ৩৭, ৬৫

দাগ নং	শ্রেণী	পরিমান
৭৪৫	জল চাহারা	২৪ ডে:

(বি) তপশীল সম্পত্তি

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- কেশিয়াড়ী জে.এল নং ১২. লেঙ্গামারা মৌজার, খতিয়ান নং ২১৩

দাগ নং	শ্রেণী	পরিমান
৭৪৪	জল দোয়েম	৫৬ ডে:
৭৪৩	বাস্ত	১৩ ডে:
৭৪৫	জল চাহারা	০৪ ডে:

চৌহদ্দী:- উত্তর :- রাস্তা, দক্ষিন: সুভাষ ঘির, পূর্ব: ফনিভুষন ও শশীভুষন, পশ্চিম : সুভাষ ঘির

ইতি , অনুমত্যানুসারে
মদন মিশ্র
সেরেস্তাদার, সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন আদালত, খড়গপুর, ০৫.০১.২০২৪

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

হৃদরোগে আক্রান্তদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ‘এসওপি’

নিজস্ব প্রতিবেদন: হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের জরুরি ভিত্তিতে টেলি মেডিসিনের মাধ্যমে জীবনদায়ী চিকিৎসা পরিষেবা দিতে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর আদর্শ চিকিৎসা বিধি সম্বলিত ‘এসওপি’ তৈরি করেছে। সব সরকারি হাসপাতাল এবং জেলা ও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। বিধিতে বলা হয়েছে, আক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী এক ঘণ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্লক, মহকুমা বা জেলাস্তরের হাসপাতাল থেকে রেফার হয়ে শহরের মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসতেই অনেকটা সময় কেটে যায়। ফলে, অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসা না পেয়ে রোগীর প্রাণের ঝুঁকি তৈরি হয়। তা কাটাতেই ব্লক স্তরের হাসপাতালে হৃদরোগের চিকিৎসায় টেলি-কার্ডিয়োলজি পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের-তে বিশদে জানানো হয়েছে, বুকে ব্যথা নিয়ে কোনও রোগী এলে প্রথমেই তাঁর ইসিজি ও ট্রোপোনিন-টি পরীক্ষার পাশাপাশি বুকের এক্স রে করতে হবে। তার পরে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ মেনে নির্ধারিত চিকিৎসা শুরু করতে হবে। রোগীর যদি আগে কখনও ব্রেন স্ট্রোক বা হার্ট অ্যাটাক হয়ে থাকে কিংবা রোগী যদি কোনও কারণে রক্ত পাতলা করার ওষুধ খান, তা হলে কোন ডোজে, কোন ওষুধ প্রথমে দিতে হবে, তা-ও এসওপি-তে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, ওই চিকিৎসা শুরুর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট হাসপাতালটি যে মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত, সেখানে বিশদে জানাতে হবে। যাতে সেখান থেকে টেলি-মেডিসিন পরিষেবার মাধ্যমে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারেন।

এই ব্যবস্থায় রাজ্যের আটটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ পৌঁছে যাবে জেলার ছোট মাপের হাসপাতালগুলিতে। কিন্তু সেই পরামর্শ পাওয়ার আগে ওই হাসপাতালে আসা, হৃদ্রোগে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা শুরু হতে যাতে কোনও রকম বিলম্ব না হয় তার জন্য এই ব্যবস্থা নিল স্বাস্থ্য দফতর। এমনিতেই শীতকালে হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য চিকিৎসার প্রাথমিক প্রস্তুতিতে যাতে কোনও খামতি না থাকে, সে দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে জেলার হাসপাতালেই প্রথমে চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া হবে। তার পরে তা দেখে বিশেষজ্ঞেরা পরবর্তী পরামর্শ দেবেন।

শিকল সেলের মতো রোগ নিয়ন্ত্রণে থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা বাধ্যতামূলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে থ্যালাসেমিয়া, শিকল সেলের মতো রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে রাজ্য সরকার সন্তানসম্ভবা মা এবং সদ্য- তরুণীদের থ্যালাসেমিয়া পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। স্বাস্থ্যদপ্তর এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছে। যেখানে হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজগুলিতে গর্ভবতী মহিলাদের বাধ্যতামূলকভাবে এইচপিএলসি পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। ব্লক পর্যায়ের স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র, পিপি ইউনিট প্রভৃতি জায়গাতে গর্ভাবস্থার প্রথম পর্যায়ে নমুনা সংগ্রহ করা হবে। পাশাপাশি কম বয়সি মেয়েদের এই রক্ত পরীক্ষা করানোর কথা বলা হয়েছে। রক্ত পরীক্ষার পরে, সন্তানসম্ভবা মায়ের নাম-ঠিকানা নথিবদ্ধ করতে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এইচপিএলসি পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায়- কেউ থ্যালাসেমিয়া, শিকল সেল প্রভৃতি রোগের জিন বহন করছেন কি না। রোগের জিন বহন করলে সন্তানদের এই রোগগুলিতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা খুব বেশি থাকে। তবে সরকারি এই উদ্যোগ নিয়ে প্রশ্নও উঠেছে। প্যারামেডিক্যাল অ্যান্ড মেডিক্যাল টেকনোলজিস্টদের সভাপতি মনোজ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এই পরীক্ষা বিয়ের আগে করার উপর জোর দেওয়া উচিত সরকারের। রক্ত পরীক্ষার জন্য গর্ভাবস্থা পর্যন্ত অপেক্ষা ঠিক নয়। তখন রোগের জিন চিহ্নিত হলে অনেক সময় অসুস্থ সন্তানের জন্ম আটকানো যাবে না।

সরকারি বাস পরিষেবার প্রসারে রাস্তায় নামতে চলেছে ৭০০ বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি বাস পরিষেবার প্রসার ঘটাতে রাজ্য পরিবহণ দপ্তর খুব শীঘ্রই প্রায় ৭০০ সরকারি বাস রাস্তায় নামাতে চলেছে। এর মধ্যে কিছু নতুন বেসার পাশপাশি ডিপোতে থাকা পুরনো বাস রয়েছে। সেই বাসগুলিকে সংস্কার করে নতুনভাবে রাস্তায় নামানো হচ্ছে। এর ফলে সরকারি বাসের অপ্রতুলতা নিয়ে অভিযোগের অনেকটাই নীরসন হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই উদ্যোগের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশের পর এই নিয়ে সদর্থক পদক্ষেপ করা হয়েছে। রাজ্য খুব শীঘ্রই ২৭৫টি বাস পেতে চলেছে। একইসঙ্গে একাধিক পুরনো বাসকে সম্পূর্ণ মেরামতি করে, রং করে রাস্তায় নামানোর জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এর পাশাপাশি পরিবহণ দপ্তর সরকারি বাস পরিষেবা লাভজনক করতে উদ্যোগী হয়েছে। চলতি মাস থেকেই কলকাতা ও শহরতলীর তিনটি সরকারি বাস রুট বেসরকারি সংস্থাকে পরিচালনার জন্য দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি আরও ১২টি রুটকে পিপিপি মডেলে চালানোর ভাবনাচিন্তা করেছে পরিবহণ দপ্তর।

রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের তরফে জানা গিয়েছে, ইডেন সিটি থেকে হাওড়া এস ৪৭ রুট, ব্যারাকপুর থেকে হাওড়া এস৩২ রুটের বাস ও কলকাতা স্টেশন থেকে ছাড়া একটি সরকারি রুটের বাস বেসরকারি সংস্থার হাতে দেওয়া হচ্ছে। তিনটি রুটে মোট ২৫টি বাস ওই বেসরকারি সংস্থাকে পরিচালনার জন্য দেওয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থা কন্ডাকটর ও বাস চালক নিয়োগ করবে। বাসগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে পরিচালক সংস্থার ওপর। প্রতি বাসপিছু সংস্থাকে এককালীন ৫০ হাজার টাকা করে পরিবহণ দপ্তরকে দিতে হয়েছে।

পাশাপাশি প্রতি মাসে নিজেদের লভ্যাংশ থেকে ছয় থেকে আট হাজার টাকা করে দেওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, ১২টি সরকারি রুটের বাস আগামীদিনে পিপিপি মডেলে চালানো হতে পারে। কলকাতায় এখন ১২০টি সরকারি রুট রয়েছে। এই সব বাস রুটে যাতে আগামীদিনে বেশি সংখ্যায় বাস নামানো যায়, সেই লক্ষ্যেই পিপিপি মডেলকে ব্যাপকভাবে প্রয়োগের কথা ভাবনাচিন্তা করছে রাজ্য সরকার।

হাওড়ার মাথায় যুক্ত হল নতুন পালক, চালু হল রাজ্যের দ্বিতীয় মরদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বর্তমান সময় কর্মক্ষেত্রে বা নানা বিধ কারণে অধিকাংশ পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনরা বিদেশে থাকেন। এছাড়াও বিভিন্ন কারণে অনেক ক্ষেত্রেই মৃত্যুর পরেও মৃতদেহ সংরক্ষণে প্রয়োজন হয়। সেই ক্ষেত্রে এতদিন সাধারণ মানুষকে ছুটে যেতে হত কলকাতা পার্ক স্ট্রিট অঞ্চলে অবস্থিত মৃতদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্রে। অনেক সময় সেখানে মৃতদেহ সংরক্ষণের স্থান সঙ্কুলন হওয়ার কারণে অনেককেই সমস্যায় পড়তে হত। সেই বাস্তব সমস্যার সমাধানে হল হাওড়া পুরনিগম এলাকাতে। উত্তর হাওড়ার জি টি রোডের ওপর বুধবার সত্যবলা হাসপাতাল অঞ্চলে ১০টি মৃতদেহ সংরক্ষণে স্থান বিশিষ্ট মরদেহ সংরক্ষণ কেন্দ্রর শুভ উদ্বোধন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, স্থানীয় বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, হাওড়া পুর নিগমের প্রশাসক মণ্ডলীর মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, স্থানীয় প্রাক্তন পুরপিতা তথা বর্তমান প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য রায়চরণ মান্না সহ অন্যান্যরা। সাধারণ মানুষ হাওড়া পুর নিগমের ওয়েবসাইট অথবা ৯১৬৩৬২৬৩৫০ নম্বরে যোগাযোগ করে সেখানে মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যাপারে সমস্ত তথ্য জানতে পারবেন। এই সংরক্ষণ কেন্দ্রটি দ্বারা হাওড়া ছাড়া পার্শ্ববর্তী জেলার মানুষও উপকৃত হবে বলে মনে করছে হাওড়া পুর নিগম।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১১ জানুয়ারি ২০২৪ ২৬ পৌষ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার

আশীর্বাদ প্রাপ্তি। বুধবার গঙ্গাসাগর মেলায় অদিতি সাহার তোলা ছবি।

বিচারপতি সিন্‌হার এজলাসে রাজ্যের হয়ে সওয়াল করতে পারবেন না এজি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার বড় নির্দেশ বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার। এই মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার এজলাসে রাজ্যের হয়ে সওয়াল করতে পারবেন না মুখ্য আইনি উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত, বুধবার এমনই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা। প্রসঙ্গত, এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের হয়ে এখনও মামলা লড়ছেন কিশোর দত্ত। সেই কারণেই এই মামলায় রাজ্যের আইনজীবী হিসাবে সওয়াল করতে পারবেন না তিনি, এদিন এমনটাই স্পষ্ট করেন বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা। বলেন, 'আমি শুনেছি যে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল এই দুর্নীতির মামলায় কোনও এক অভিযুক্তের আইনজীবী হিসেবে

মামলা লড়ছেন। যদি এটা হয় তাহলে সরাসরি একটা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট তৈরি হচ্ছে। এই জন্য আমি রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে ডেকে পাঠিয়েছি।' এর পাশাপাশি বিচারপতি সিন্‌হা এদিন প্রশ্নও তোলেন, এজি হিসাবে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের হয়ে কীভাবে আইনজীবী হিসাবে রয়েছেন কিশোর দত্ত তা নিয়েও। কারণ, রাজ্যের লিগল অ্যাডভাইসার তিনি। তিনি আবার সুজয় কৃষ্ণের আইনজীবী। সেটা কীভাবে হয় এই প্রশ্নও তোলেন বিচারপতি? এরপরই এদিনের শুনানির সময়ে বিচারপতি এজি-র উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, 'আপনি এই মামলায় একজনের হয়ে সওয়াল করছেন। তার সঙ্গে রাজ্যের স্বার্থের সংঘাত হলে সমস্যা হবে। তাহলে সরকারের হয়ে এই মামলায় থাকতে পারেন না।' এরপরই বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, আপনি বাই ডিফল্ট বেরিয়ে যান।' একইসঙ্গে বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তকে উদ্দেশ্যে করে মন্তব্য করেন, ' আপনি এই মামলায় রাজ্যের আইনজীবী হিসেবে লড়তে পারবেন না। কারণ সুবিচার শুধু করলেই হবে না, মানুষকে তা অনুভব করতে হবে।'

জাতীয় সংগীত অবমাননার মামলায় স্বস্তির হাওয়া গেরুয়া শিবিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা চত্বরে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত অবমাননা করার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে। একটি নয়, দুটি মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। বুধবার এই মামলায় ফের স্বস্তির হাওয়া গেরুয়া শিবিরে। বুধবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের সিঙ্গল বেঞ্চ নির্দেশ দেন, আদালতের নির্দেশ ছাড়া ওই মামলায় কোনও চার্জশিট পেশ করা যাবে না। একইসঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের জেরা করা যাবে না বলে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেটাও বহাল রাখা হয়েছে। যেহেতু একটি মামলায় সিঙ্গল বেঞ্চের দেওয়া নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করেছে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা হয়েছে এবং সেই মামলার শুনানি এখনও হয়নি, তাই দ্বিতীয় মামলাতেও কোনও তদন্ত এগোতে পারবে না পুলিশ।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি দুই মামলারই শুনানি হতে পারে সিঙ্গল বেঞ্চে। যদি তার আগে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্যের দায়ের প্রথম মামলার শুনানি হয়ে যায়। মামলাকারীর আইনজীবীরা আগে দাবি করেছিলেন, তদন্ত যাতে স্থগিত করে দেওয়া হয়। তবে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা চলায় তদন্তে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়নি। যদিও আদালত জানিয়ে দেয়, তদন্ত চললেও এই সময়ের মধ্যে বিধায়কদের ডাকা যাবে না বা কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না।

এখানে বলে রাখা শ্রেয়, এই মামলায় বিজেপি বিধায়কদের দাবি ছিল, অপরাধযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে। শাসক শিবিরের দাবি ছিল, বিধানসভা চত্বরে যখন তাঁরা জাতীয় সংগীত গাইছিলেন, তখন অদূরেই স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন বিজেপি বিধায়করা। এই অভিযোগেই এফআইআর দায়ের হল। এরপর গত ডিসেম্বর মাসেই বিধায়কদের গ্রেপ্তার না করার মৌখিক নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

আদালত চত্বর থেকে মারতে মারতে তুলে নিয়ে যাওয়ায় পুলিশের ওপর ক্ষোভ উগরে দিল বার অ্যাসোসিয়েশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালত চত্বর থেকে এক ব্যক্তিকে মারতে মারতে তুলে নিয়ে গেল পুলিশ। এই ঘটনায় নিন্দা প্রকাশ করল বার অ্যাসোসিয়েশন। সূত্রে খবর, বাঁশদ্রোণী থানার এক প্রতারণার মামলায় আত্মসমর্পণ করতে আলিপুর আদালতে এসেছিলেন এক ব্যক্তি। কিন্তু তদন্তকারী অফিসার কেস ডায়েরি জমা দিতে না পারায় আলিপুর আদালতের এসিজেএম-এর এজলাস থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, পরবর্তী দিনে শুনানি হবে। তখনকার মতো ওই ব্যক্তি ও তাঁর আইনীজীবী এজলাস থেকে বেরিয়ে যান। এর কিছু পরেই ওই ব্যক্তির আইনজীবী প্রায় ছুটে এসে এসিজেএম-এর এজলাসে জানান, আদালত চত্বর থেকে পুলিশ ওই ব্যক্তিকে মারতে মারতে আটক করে নিয়ে গিয়েছেন। আর এই নিয়েই তীব্র অসন্তোষ আদালতের আইনজীবী মহলে। ঘটনার প্রতিবাদে বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে শুরু হয় কর্মবিরতি। একইসঙ্গে এই ভাবে ওই ব্যক্তিকে আদালত চত্বর থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার তীব্র নিন্দাও করা হয়। কারণ, আদালত চত্বর থেকে যেন কাউকে গ্রেপ্তার না করা হয়, এই মর্মে অতীতে হাইকোর্টের মৌখিক নির্দেশ রয়েছে। যদি গ্রেপ্তার করতে হয়, তাহলে সিজেএম-এর থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। ঘটনায় অসন্তুষ্ট আইনজীবীরা ইতিমধ্যেই আদালতের সিজেএম ও এসিজেএম-এর নজরে এনেছেন বিষয়টি। আলিপুর আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের সহসম্পাদক সুব্রত সর্দার জানান, 'এই ধরনের নক্কারজনক ঘটনায় আমরা নিন্দা প্রকাশ করছি। তাই আপাতত আমরা কর্মবিরতিতে আছি।'

তবে সিজেএম ও এসিজেএম উভয়েই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেছেন বলে জানান আলিপুর আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের আইনজীবীরা। বাঁশদ্রোণী থানার ওসিকে ইতিমধ্যেই বিচারক ডেকে পাঠানো হয় আদালতে। শেষ পর্যন্ত আটক ব্যক্তিকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ। আলিপুর আদালতে এসে ওই ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয় বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ।

তিলজলায় পিটিয়ে খুন প্রোমোটারকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, তিলজলা: ফের শহরে খুন। তিলজলায় এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল। তিলজলার সাতগাছিয়ায় রবিবার মারধরের ঘটনা ঘটে। এক প্রোমোটারকে বেধড়ক মারধর করেন চারজন মিলে। রবিবার খুনের চেষ্টার অভিযোগও দায়ের হয়। এরপর বুধবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান ওই ব্যক্তি।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত ব্যক্তির নাম সাদেক খান। ৫৩ বছর বয়সি সাদেক মূলত প্রোমোটিংয়ের কাজ করতেন বলে খবর। অভিযোগ, বেশ কয়েক বছর ধরে টাকা চাওয়া নিয়ে একটা ঝামেলা চলছিল তাঁর। এরইমধ্যে রবিবার তাঁর উপর হামলা হয়। এদিকে সূত্রে খবর মিলছে, এখন কাপড়ের ব্যবসা করেন সাদেক। নিহতের পরিবারের অভিযোগ, শুধু মারধরই নয়, ওই ব্যক্তির কাছ থেকে টাকা, সোনার চেন, আংটিও কেড়ে নেন অভিযুক্তরা।

তবে রবিবারের ঘটনা সম্পর্কে নিহতের ভাইপো জানান, 'রবিবার আমার কাকাকে ফোন করে ডাকে। এরপর সেখানেই এলোপাথাড়ি মারতে থাকে। বন্দুকের বাট দিয়ে বেধড়ক মারে। হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। নাকে লাগে। মাথার রক্তও জমাট বেঁধে যায়। আমিও ছুটে যাই। এরপর আমাকেও মারে। আমরা খুনের অভিযোগ দায়ের করেছি।'

ষড়যন্ত্রের তত্ত্বে অনড় শংকর, ইডির স্ক্যানারে আঢ্য পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গ্রেপ্তারি পর্বের শুরু থেকে শংকর ও তাঁর পরিবারের লোকেরা দাবি করে আসছেন, তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার। বুধবারেও এই দাবিতেও অনড় থাকতে দেখা গেল শংকরকে। বুধবার বিকেলে যখন তাঁকে শিয়ালদা বি আর সিং হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়, তখনও তিনি দাবি করেন, ষড়যন্ত্রের শিকার তিনি। এদিকে রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার বনগাঁর দাপুটে তৃণমূল নেতা শংকর আঢ্যর সঙ্গে রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল, তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। যদিও সেই ঘনিষ্ঠতার তত্ত্ব মানতে নারাজ শঙ্কর। এই প্রসঙ্গে তিনি সাফাই গাইতে গিয়ে প্রশ্ন তোলেন, যদি এতটাই ভাল সম্পর্ক হত, তাহলে জ্যোতিপ্রিয় তাঁকে সরালেন কেন তা নিয়েই। গ্রেপ্তারি পর্বের শুরু থেকে শংকর ও তাঁর পরিবারের লোকেরা দাবি করে আসছেন, তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার। সঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'আমার কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। কিন্তু কেন তিনি বলছেন ষড়যন্ত্রের কথা? শংকরের যুক্তি, আমার কোনও চালকল নেই। আমি কোনও ডিলার নই।' এদিকে ইডি সূত্রে খবর, রেশন দুর্নীতির তদন্তে স্ক্যানারে শংকর আঢ্যর পরিবার। এবার ধৃত তৃণমূল নেতার পরিবারের সদস্যদের তলব ইডির। 'নিজের মা, স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ও ভাইয়ের নামে বিদেশি মুদ্রা বিনিময়

শংকর আঢ্য

সংস্থা খুলেছিলেন শংকর আঢ্য। রেশন দুর্নীতির তদন্তে ৯৫টি বিদেশি মুদ্রা বিনিময় সংস্থার হদিস মিলেছে। ৬টি বিদেশি মুদ্রা বিনিময় সংস্থা শংকর ও তাঁর পরিবারের নামে, বাকি সংস্থা ছিল ভুয়ো নামে, আদালতে জমা দেওয়া তালিকায় দাবি ইডির। ইতিমধ্যেই রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে ধৃত বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যকে আদালতে পেশ করে বিস্ফোরক দাবি করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এক-দু কোটি বা পাঁচশো-হাজার নয়, রেশনে দুর্নীতির অঙ্কটা ৯ থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা! এমন কি দুর্নীতির এই অঙ্ক আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে ইডি। এরই পাশাপাশি ইডির তরফ থেকে এও দাবি করা হচ্ছে, ধান-চাল-গম কেনাবেচা নয়, রেশন দুর্নীতির কালো টাকা কোন পথে, কীভাবে ঘুরিয়ে সাদা করা হবে, সেই পরিকল্পনায় শংকর আঢ্যর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কলকাতার মার্কুইস স্ট্রিটে শংকর আঢ্যর কারেন্সি লেনদেনের সংস্থা, আঢ্য ফোরেক্স প্রাইভেট লিমিটেডের অফিস। ফুল ফ্লেজ মানি চেঞ্জার হিসেবে কাজ করে এই কোম্পানি। একইসঙ্গে এও জানানো হয়, রেশন দুর্নীতির কালো টাকা দিয়ে তৃণমূল নেতার এই কোম্পানির মাধ্যমে ঘুরিয়ে কেনা হয়েছে সোনা, বিদেশি মুদ্রা। হাওয়ালার মাধ্যমে বাইরে টাকা পাঠানো হয়েছে।

অস্বস্তি বাড়ল সুজয়কৃষ্ণর, ডিভিশন বেঞ্চেও ধাক্কা কালীঘাটের কাকুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিঙ্গল বেঞ্চের পর ডিভিশন বেঞ্চেও ধাক্কা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের। তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ নিয়ে বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার নির্দেশের উপরে হস্তক্ষেপ করল না বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। কণ্ঠস্বরের নমুনার পরবর্তী প্রক্রিয়ার উপরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ, বুধবার এমনটাই জানিয়ে দিল ডিভিশন বেঞ্চ। প্রসঙ্গত, বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে আবেদন জানিয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। সেই মামলা প্রেক্ষিতেই এদিন এই নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। ফলে ডিভিশন বেঞ্চে গিয়েও সুজয়কৃষ্ণর কোনও সুরাহা হল না। প্রসঙ্গত, বিগত কয়েক মাস ধরে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন 'কালীঘাটের কাকু' সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। এর আগে গত ডিসেম্বর মাসে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসএসকেএম-এ পৌঁছেছিল জোকা ইএসআই হাসপাতালের অ্যাম্বুল্যান্স। কিন্তু সেই দিন এসএসকেএম-এর চিকিৎসকরা জানান, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের শারীরিক অবস্থা ভালো নয়, তাই তাঁকে হাসপাতাল থেকে বের করা যাবে না। পরবর্তীতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সেখানে বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার এজলাসে মামলার রুদ্ধদ্বার শুনানি হয়। শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন ইডি-র কর্তা এবং জোকা ইএসআই-এর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। এই শুনানির পরেই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে বের করার তৎপরতা শুরু হয়। এরপর গত বুধবার রাতে জোকা ইএসআই হাসপাতালে 'কালীঘাটের কাকু' সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। বৃহস্পতিবার ভোর ৩টে ২০ নাগাদ তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। সেই ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন সুজয়কৃষ্ণর আইনজীবী। সুজয়কৃষ্ণর কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তিনি ডিভিশন বেঞ্চে বলেন, 'সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে মামলায় যুক্ত না করেই কণ্ঠস্বর পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন নির্দেশ দেওয়া যায় না।' সেই মামলার শুনানিতেই এদিন এই নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ।

এদিন মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি সৌমেন সেন জানান, আইন অনুযায়ী প্রত্যেক অভিযুক্তের কিছু অধিকার থাকে। আইন অনুযায়ী তিনি এই নমুনা দিতে অস্বীকার করতে পারেন। এরপরই ইডির তরফ থেকে প্রশ্ন হয়, তদন্ত তাহলে শেষ করব কীভাবে? সঙ্গে এও জানানো হয়, 'গোটা রাজ্য আমাদের বিরুদ্ধে। প্রতি পদে তদন্তে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আমাদের তদন্তকারী আধিকারিকদের মারধর করা হচ্ছে। এফআইআর করা হচ্ছে। বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার নির্দেশে কী ভুল রয়েছে? তিনি তো নির্দেশে লিখেছেন যে, কণ্ঠস্বরের নমুনা বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশ ছাড়া বিচারপ্রক্রিয়ায় প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।'

এরপরেই বিচারপতি সৌমেন সেন বলেন, 'সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের নির্দেশ দিয়ে বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা সঠিক কাজ করেননি। বিচারপতির তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে যখন এই একই বিষয়বস্তু নিয়ে মামলা বিচারাধীন তখন বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হার এই নির্দেশ সঠিক নয়। এটা বিচারবিভাগীয় পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে এবং বিচার বিভাগীয় আচরণ বিধির ক্ষেত্রে সঠিক উদাহরণ না। ইডি যদি বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের নির্দেশ সম্পর্কে বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হাকে অবগত না করে তাহলে তারা ভুল কাজ করেছে। একটি বেঞ্চে যখন মামলা বিচারাধীন আছে তখন সেই নির্দেশ বাস্তবায়িত করার নির্দেশ কেন অন্য বেঞ্চ দেবে? ইডি-র উচিত ছিল বিচারপতির তীর্থঙ্কর ঘোষের দ্বারস্থ হওয়া।

কলকাতা বইমেলায় যোগ হল অ্যাপ ক্যাব বুকিংয়ের ব্যবস্থা

শুভাশিস বিশ্বাস

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার অপেক্ষায় শহরবাসী থেকে শুরু করে রাজ্যবাসী। দুর্গাপুজোর পর এই কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলাকে নিয়েই সবথেকে বেশি মাতে আমবাঙালি। মেলার কয়েটা দিন ধরে মানুষের ঢল নামে বইমেলা চত্বরে। এবারেও এই একই ছবি দেখা যাবে বলেই আশা করছে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড। গতবারে এই বইমেলায় এসেছিলেন প্রায় ২৬ লক্ষ মানুষ। এবারে এই অঙ্কও ছাপিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন গিল্ড কর্মকর্তারা। এই একই ধারনা পোষণ করছেন, পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীও। কারণ, এবারের বইমেলা চলবে ১৮ থেকে ৩১ জানুয়ারি। আর এই ১৪ দিনের মধ্যে বেশ কয়েকটি ছুটিও রয়েছে বলে জানান পরিবহণমন্ত্রী। ছুটির দিনে যেহেতু বই মেলায় মানুষের ঢল নামে সেই কথায় মাথায় রেখেই পরিবহণমন্ত্রী জানান, ২০২৪-এর বইমেলায় বইপ্রেমীরা গতবারের থেকেও বেশি ভিড় করবেন এটাই স্বাভাবিক। আর সেই কারণে এবার পরিবহণের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু

উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। তার মধ্যে নজর কাড়ছে বইমেলায় প্রি-পেইড ট্যাক্সি বুথ। এই ব্যাপারে কথাও হয়ে গেছে উবের-এর সঙ্গে এমনটাই জানান পরিবহণমন্ত্রী। আর এই অ্যাপ ক্যাব পরিষেবা প্রদানের জন্য পিক আপ পয়েন্টের ব্যবস্থাও করা হয়েছে ময়ূখ ভবনের বিপরীতে বিধাননগর সুইমিং পুলের কাছে। শুধু তাই নয়, মেলার জন্য রাখা হচ্ছে অতিরিক্ত ২০০ বাস। এই বাসগুলি চলাচল করবে করুণাময়ী থেকে শিয়ালদা, হাওড়া স্টেশন, পর্ণশ্রী, শকুন্তলা পার্ক, ঠাকুরপুকুর, গড়িয়া, কামালগাজি, টালিগঞ্জ মেট্রো, বারাসাত, বালি হল্ট, বারুইপুর, ব্যারাকপুর, যাদবপুর, সাঁতরাগাছি, উল্টোডাঙা, রথতলা, বেলগাছিয়া ও ডানকুনির মধ্যে। এই প্রসঙ্গে এও রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী এও জানান, যে সব জায়গায় মেট্রো পৌঁছাতে পারেনি সেই সব জায়গা থেকে মানুষ যাতে সহজে বইমেলা আসতে ও যেতে পারেন তাঁর জন্যই পরিবহণ দপ্তরের এই বিশেষ ব্যবস্থা।

বইমেলা সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর যাতে স্টলে যাঁরা থাকেন তাঁদের ফিরতে যাতে কোনও অসুবিধা না হয় সেজন্যও রাত ১০টা পর্যন্ত চালু থাকবে বইমেলা উপলক্ষ্যে বিশেষ এই বাস পরিষেবা। ২০০ বাসই শুধু নয়, আরও বেশ কিছু রিজার্ভ বাস রাখা হচ্ছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকেও। এদিকে এই বইমেলায় আসার জন্য অটোও মেলে উল্টোডাঙা থেকে। বইমেলা ও উল্টোডাঙায় যেখান থেকে অটো আসবে সেখানেও ভাড়ার একটি চার্ট রাখা হবে বলেও জানান পরিবহণমন্ত্রী। সঙ্গে এ আশ্বাসও দিয়েছেন, কোনও অটোচালক ভাড়া নিয়ে সমস্যা তৈরি করলে অভিযোগ জানানো যাবে পরিবহণ দপ্তরেই। এই ধরনের অভিযোগ পেলে নেওয়া হবে কড়া পদক্ষেপও।

তবে প্রতিবারই বইমেলা চত্বরে বইপ্রেমীদের বড় সমস্যায় ফেলে নেট সংযোগ। এই প্রসঙ্গে পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড-এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, নেট সংযোগে এবার যাতে সমস্যা না হয় তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কারণ, নেট সংযোগ না থাকলে অ্যাপ ক্যাব বুক করা তো দূর অস্ত, ফোনালাপ করা বা অনলাইন পেমেন্টের ক্ষেত্রেও বড় সমস্যা তৈরি হয়। ফলে পরিবহণ পরিকাঠামোর সঙ্গে বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে এই নেটওয়ার্কের দিকেও। কারণ, নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় সমস্যা তৈরি হলে ভেঙে পড়বে কলকাতা বুক ফেয়ার উপলক্ষ্যে অ্যাপ ক্যাবের দেওয়া এই বিশেষ পরিষেবাও।

রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন কালীঘাটে রামপুজো করতে চেয়ে হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২২ জানুয়ারি উদ্বোধন হবে রামমন্দির। আর এই নিয়ে শুধু অযোধ্যা নয়, গোটা দেশেই সাজো সাজো রব পড়ে গিয়েছে। কিন্তু, এবার অযোধ্যায় রাম মন্দিরের উদ্বোধনের দিনে কালীঘাটের ৬৬ পল্লি ক্লাবের কাছে রাম পুজোর আয়োজনে অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ, এই বিষয়কে সামনে রেখে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন মামলাকারীরা। মামলার আবেদন গ্রহণ করেছে আদালত।

২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিজেপি নেতৃত্ব আগেই নির্দেশ দিয়েছিলেন, এই দিনে নেতাদের নিজেদের এলাকায় কোনও মন্দিরে প্রাণপ্রতিষ্ঠার সরাসরি সম্প্রচারের পাশাপাশি, রামপুজোর আয়োজন করতে হবে। সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করতে হবে। সেই নির্দেশ মেনে মাসখানেক আগে কালীঘাট বহুমুখী সেবা সমিতি নামে একটি ক্লাব পুলিশের কাছে কালীঘাটের ৬৬ পল্লি ক্লাবের কাছে রামপুজোর আয়োজন করতে চেয়ে আবেদন করে। কিন্তু পুলিশ তাদের অনুমতি দিচ্ছে না, এই অভিযোগে বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন রাজ্য বিজেপির মিডিয়া সেলের প্রধান তুষারকান্তি ঘোষ। তাঁর আবেদন, ২২ জানুয়ারি সকাল থেকে এলইডি স্ক্রিনে অযোধ্যায় রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান দেখানোর সঙ্গেই রাম পুজো, প্রসাদ বিতরণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তুষারবাবুর অভিযোগ, এক মাস আগে আবেদন করা হলেও কালীঘাট বহুমুখী সেবা সমিতি নামে ক্লাবের উদ্যোগে ওই পুজোর অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ। সেই মামলার আবেদন গ্রহণ করেছেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। আগামী সপ্তাহে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

সম্পাদকীয়

অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হবে বামপন্থীদের

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প হিসাবে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে তুলে ধরার এক অদম্য চেষ্টাও সিপিএম শুরু করে দিল বলা যায়। আড়ালে-আবডালে এমন কথা ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মীনাক্ষী যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন, তা মনে রাখলে সিপিএম-ই ভালো করবে। বামেদের ৩৪ বছরের শাসন ভাঙতে কার্যত একা মমতার 'ফায়ার ব্র্যান্ড' ভাবমূর্তির সাক্ষী থেকেছে বাংলা। রাজ্যের মানুষের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন জননেত্রী। সেখানে সিপিএমের মতো একটি সংগঠিত দলের নতুন নেত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ মীনাক্ষী। তিনি জননেত্রী হয়ে ওঠেননি। তুলনা বা এমন ভাবনা তাই বেমানান। তবে বাম-রাজনীতিতে মীনাক্ষী যে বেশ পা চালিয়ে উঠে আসছেন তা বলাই যায়। প্রশ্ন হল, মীনাক্ষীদের জনপ্রিয়তা বা তরুণ নেতৃত্বকে সামনে এনে সিপিএম কি ভোটের বাক্সে কাজ হাসিল করতে পারবে? অন্যভাবে বললে, মীনাক্ষীদের দেখতে ও বক্তব্য শুনতে রবিবার যাঁরা ব্রিগেডের ময়দান ভরালেন, লোকসভা নির্বাচনে তাঁরা সবাই সিপিএম প্রার্থীদের ভোট দেবেন তো? রবিবার প্রবল উৎসাহের সঙ্গে এমন আশঙ্কা নিয়ে বাড়ি ফিরেছে ব্রিগেড ফেরত জনতাই। কারণ ২০১৯-এর লোকসভা ও ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের ফলাফল। দুটি নির্বাচনের আগেই এমন ভরা ব্রিগেডের সাক্ষী থেকেছিল বাংলা। কিন্তু দু'টি ভোটেই খাতা খুলতে পারেনি সিপিএম। ফলে সিপিএমের ক্ষেত্রে একটা চালু কথা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে, যা চোখে দেখা যায় (ভিড়), তা ভোটে দেখা যায় না। তবে কি শীতের কলকাতায় বিনা পয়সায় কোনও 'মেগা শো' দেখতে আসাই বামেদের ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে? নাকি, 'বামের ভোট রামে' তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে? ফের উত্তরের মুখে দাঁড়িয়েছে সিপিএম। মীনাক্ষীদের দিয়ে ভোট ফিরবে কি না; সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ। এসব বাদ দিয়েও সিপিএমের বোধহয় সবচেয়ে বড় 'শত্রু' সিপিএম নিজেই। একসময় জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী হতে না দিয়ে নিজেরা এখন বিরল প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। আবার কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারে যোগ না দিয়ে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ানোর সুযোগও হাতছাড়া করেছিল তারাই। দ্বিচারিতা এখনও তাড়া করছে এই দলটাকে। একদিকে বলছে, দেশ বিক্রি করে দিচ্ছে মোদি সরকার। অন্যদিকে, বিজেপি'র সঙ্গে তৃণমূলকে একাসনে বসিয়ে আক্রমণ শানাচ্ছে! সিপিএমের চোখে দু'দলই 'সমান শত্রু'। দেশ বিক্রি, সংবিধান লঙ্ঘন আর দুর্নীতির অভিযোগ এক হল! সবচেয়ে বড় কথা হল, বিজেপি'র বিরুদ্ধে 'ইন্ডিয়া' জোটে রয়েছে কংগ্রেস- তৃণমূল- সিপিএম। এই কারণে বাংলায় একজোট হয়ে লড়ার বার্তা দিয়েছিলেন মমতা। কিন্তু সিপিএম তা মানতে নারাজ। সঙ্গতভাবেই বিজেপি প্রশ্ন তুলেছে, এখানে অর্থাৎ রাজ্যে বিরোধিতা করে জোটে একসঙ্গে থাকা কি দ্বিচারিতা নয়? একইভাবে এরাজ্যের কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে লড়ার বার্তা দিলেও কেরলে এই সিপিএমই রাহুল গান্ধী, অধীর চৌধুরিদের দলের সঙ্গে কোনও সমঝোতায় যেতে নারাজ।

আনন্দকথা

চাঁদনি ও দ্বাদশ শিবমন্দির

কালীবাড়িটি কলিকাতা হইতে আড়াই ক্রোশ উত্তরে হইবে। ঠিক গঙ্গার উপরে। নৌকা হইতে নামিয়া সুবিস্তীর্ণ সোপানাবলী দিয়া পূর্বাস্য হইয়া উঠিয়া কালীবাড়িতে প্রবেশ করিতে হয়। এই ঘাটে পরমহংসদেব স্নান করিতেন। সোপানের পরেই চাঁদনি। সেখানে ঠাকুরবাড়ির চৌকিদারেরা থাকে। তাহাদের খাটিয়া, আমকাঠের সিন্দুক, দুই-একটা লোটা সেই চাঁদনিতে মাঝে মাঝে পড়িয়া আছে। পাড়ার বাবুরা যখন গঙ্গাস্নান করিতে আসেন, কেহ-কেহ সেই চাঁদনিতে বসিয়া খোশগল্প করিতে করিতে তেল মাখেন। যে-সকল সাধু-ফকির, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী অতিথিশালায় প্রসাদ পাইবেন বলিয়া আসেন, তাঁহারাও কেহ-কেহ ভোগের ঘণ্টা পর্যন্ত এই চাঁদনিতে অপেক্ষা করেন।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

রাহুল দ্রাবিড়

১৯৪৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শিবু সোরেনের জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বাবুলাল মারান্ডির জন্মদিন।*
১৯৭৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রাহুল দ্রাবিড়ের জন্মদিন।*

ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থায় 'ড্রোন অধ্যায়'-এর সূচনা

ডঃ মনসুখ মান্ডব্য
কেন্দ্রীয় সার ও রসায়ন মন্ত্রী

পথের দুপাশেই সবুজ বিস্তীর্ণ পাঞ্জাবের কৃষিক্ষেত্র। যাত্রাপথে হঠাৎই কানে এলো বনবন করে ঘুরে চলা এক যান্ত্রিক শব্দ। কৌতুহলবশতঃ নেমে পড়লাম গাড়ি থেকে। দেখি দুজন গ্রাম্য কৃষক ড্রোনের সাহায্যে কৃষি ক্ষেত্রে তরল ন্যানো ইউরিয়া ছড়িয়ে যাচ্ছেন। বিস্ময়ের সঙ্গে আমি আনন্দ অনুভব করলাম এই ভেবে যে ড্রোন প্রযুক্তির মতো একটি নতুন ও অত্যাধুনিক ব্যবস্থাকে গ্রামের এক বিশেষ প্রান্তের কৃষকরা কিভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছেন। আমার মনে হল যে ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে এখন সূচনা হয়েছে এক 'ড্রোন অধ্যায়'-এর, যার হাত ধরে দেশে ড্রোন বিপ্লব অনতিবিলম্বে ঘটে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কৃষকদের কাছে জানতে পারলাম যে তাঁদের গ্রামে 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা'-র মাধ্যমে কৃষি ক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যবহার সম্পর্কে তাঁরা যাবতীয় তথ্য ও খুঁটিনাটি সংগ্রহ করেছেন। কৃষি জমিতে তরল সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই নতুন প্রযুক্তি যে খুবই সুফলদায়ী একথাও জানতে পারলাম তাঁদের কাছ থেকে।

গ্রামীণ ভারতের কৃষি ক্ষেত্র ছিল একসময় গরু বা মোষের গাড়ির সাহায্যে আবাদ নির্ভর। এরপর আসে ট্রাক্টর ব্যবহারের যুগ। আর এখন আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারছি কৃষি বিপ্লবের এক নতুন ঢেউ বা জোয়ার। প্রযুক্তির হাত ধরে ইতিমধ্যেই আমরা অতিক্রম করে এসেছি এতটাই কৃষি দূরত্ব। দেশের কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ তথা রূপান্তর প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তির প্রয়োগ ও ব্যবহার একটি সফল ও কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। হাতে করে কীটনাশক বা সার ছড়ানোর দিন এখন অতীত, একই সঙ্গে অতীত হ্যান্ড পাম্পের সাহায্যে কৃষি ক্ষেত্রে সার ও কীটনাশক প্রয়োগের দিনগুলি। ড্রোন প্রযুক্তি এখন দক্ষতার সঙ্গে চিরাচরিত কৃষি পদ্ধতির ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সম্ভব করে তুলেছে। কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই আধুনিক ব্যবস্থা খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দিক থেকেও অভূতপূর্ব সাফল্য এনে দিয়েছে। বলা বাহুল্য 'বিকশিত' তথা 'আত্মনির্ভর ভারত' গঠনের পথে এ হল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

১৯৬০-এর দশকের সবুজ বিপ্লবের আমরা সাক্ষী থেকেছি। নতুন নতুন কৃষি উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম, এইচওয়াইভি বীজ, কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার ব্যবহারের দশক ছিল সেটি। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সারের আরও সুষম ব্যবহারের বিষয়টি একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। কারণ, পরিবেশ সুরক্ষার কাজে আমাদের আরও সজাগ ও সচেতন হয়ে ওঠার সময় এটি। কৃষি ক্ষেত্রে ফলন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ সুরক্ষা, মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং কৃষি জমির উর্বরতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গটিও বিশেষ প্রয়োজন বলে আমরা অনুভব ও উপলব্ধি করি। এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকার 'প্রধানমন্ত্রী প্রণাম' এবং 'গোবর্ধন' কর্মসূচির মতো কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে কৃষি জমিতে জৈব, ন্যানো এবং অর্গানিক সারের ব্যবহারের ওপর আরও বেশি করে জোর দেওয়া হয়। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছে 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সমৃদ্ধি কেন্দ্র'। এর মূল উদ্দেশ্য হল, এই নতুন নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করে তোলার পাশাপাশি কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। দেশে উৎপাদিত ন্যানো সার এককথায় যুগান্তকারী এক উদ্ভাবন। কারণ, একদিকে তা যেমন প্রচলিত রাসায়নিক সারের বিকল্প, অন্যদিকে তেমনি তার প্রয়োগ ও ব্যবহার পরিবেশবান্ধবও বটে। ৪৫ কিলোগ্রাম ওজনের একটি ইউরিয়া সারের ব্যাগের পরিবর্তে এক বোতল তরল ন্যানো ইউরিয়া অনেক বেশি সুফলদায়ী। কারণ, কৃষি জমির গুণমান রক্ষা এবং শস্যের ফলন বৃদ্ধি ছাড়াও এই ধরনের সার ব্যবহারের উপকারিতা অনেক। একদিকে যেমন বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে এই সার ব্যবহার সম্ভব, অন্যদিকে তেমনি কৃষি জমিতে তার প্রয়োগ ও ব্যবহারের বিষয়টি কোন অংশেই জটিল বা সময়সাপেক্ষ নয়। কৃষি ক্ষেত্রে ড্রোনের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব করে তোলার ক্ষেত্রে পরবর্তী যে চ্যালেঞ্জটি ছিল তা হল এর প্রয়োগকে আরও দক্ষ করে তোলা, ড্রোন ব্যবহারের উপযোগী এক পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি এবং ড্রোন ব্যবহারের উপযোগিতা সম্পর্কে দেশের কৃষকদের শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার উদ্যোগ।

ভারতের অপেক্ষাকৃত নতুন স্টার্ট আপ সংস্থাগুলির উদ্যোগে 'কিষাণ ড্রোন' ব্যবহারের দক্ষ কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে তরল সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকর বলেও প্রমাণিত হয়েছে। ড্রোনের সাহায্যে মাত্র কয়েক মিনিটে এক একর জমিতে সার ও কীটনাশক প্রয়োগ কৃষকদের কাছে এককথায় আশীর্বাদ বিশেষ। কারণ, এতে তাঁদের পরিশ্রম অনেকাংশে লাঘব হয়েছে। সময় সাশ্রয়ের ফলে তাঁরা এখন অন্যান্য উৎপাদনশীল কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে আয় ও উপার্জন বৃদ্ধির পাশাপাশি এক উন্নততর জীবনযাপনেরও স্বাদ গ্রহণ করতে পারছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর এক বিশেষ চিন্তাদর্শই হল দেশে নারী সমাজের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দেশে মহিলা পরিচালিত উন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করা। এবছর ৩০ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী 'নমো ড্রোন দিদি' কর্মসূচির সূচনা করেন। 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা'কালে তিনি নির্দিষ্ট সুফলভোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতাতেও মিলিত হন। প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল নির্বাচিত ১৫,০০০ স্বনির্ভরগোষ্ঠীর কাছে ড্রোন প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়া। এর ফলে, ঐ ড্রোনগুলি তাঁরা কৃষকদের কাছে ভাড়া দিতে পারবেন। নতুন পরিস্থিতিতে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির আর্থিক সুরাহাও অনেকাংশে বাস্তবায়িত হবে। এই নতুন উদ্ভাবন প্রচেষ্টায় জমিতে তরল সার ও কীটনাশক প্রয়োগের জন্য একদিকে যেমন কৃষকরা খুব সহজেই ড্রোনকে কাজে লাগাতে পারবেন, অন্যদিকে তেমনি নারী ক্ষমতায়নের পাশাপাশি দেশের পল্লী অঞ্চলের সমৃদ্ধিও সম্ভব হয়ে উঠবে। এর সুবাদে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হবে ড্রোন উৎপাদন প্রচেষ্টা। ফলে, দেশের যুব ও নারী সমাজের কাছে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও আরও বেশি মাত্রায় উন্মুক্ত হবে। কারণ, ড্রোন উৎপাদনের সাথে সাথে তা সুদক্ষ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হবে ড্রোন পাইলট এবং ড্রোন মেকানিকদের। ফলশ্রুতিতে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলগুলিতে কর্মসংস্থানের সুরাহার পাশাপাশি গ্রাম ও শহরাঞ্চলের অর্থনীতিতে অগ্রগতির এক নতুন জোয়ার আসবে। যে কোন অভিনব উদ্যোগের সফল বাস্তবায়নের পেছনে রয়েছে দক্ষ ও ফলপ্রসূ প্রচার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা। গত ১৫ নভেম্বর থেকে সারা দেশে যে 'বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা' শুরু হয়েছে তার অন্যতম মূল আকর্ষণই হল ড্রোন ও ড্রোনপ্রযুক্তি। এই যাত্রাকালে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ড্রোন সম্পর্কে ৫০ হাজারেরও বেশি হাতেকলমে উপস্থাপনা স্থান পেয়েছে। এই ধরনের প্রযুক্তির প্রদর্শন ও উপস্থাপনা কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছে। কৃষিকাজে এই নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য তাঁরা সকলেই এখন কম-বেশি উৎসুক।

পরিশেষে বলা চলে, ভারতের কৃষি ক্ষেত্র এখন স্বপ্নের পাখা মেলে উন্নয়নের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। দেশে শুরু হয়েছে 'ড্রোন মুহূর্ত' নামে এক বিশেষ অধ্যায়, যা একজন ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আমার মধ্যে গর্ব এবং পূর্ণতার যে অনুভূতি এনে দিয়েছে তা এককথায় অভূতপূর্ব। ভারতের এই উন্নয়ন যাত্রার একজন অন্যতম শরিক বলে আমি নিজেকে মনে করছি। আমরা এখন প্রকৃত অর্থে বিশ্বের দ্রুতগতিতে বিকাশশীল অর্থনীতির একটি দেশে বসবাসকারী নাগরিক।

প্রাক্তন পুলিশকর্তা তুষার তালুকদারের সাক্ষাৎকার

অশোক সেনগুপ্ত

প্রশ্ন ১- বাংলাদেশের সঙ্গে আপনার পরিবারের যোগসূত্র কী?
উত্তর: আমাদের দেশ ছিল ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার একটি গ্রামে। মায়ের দেশ ছিল শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ মহকুমায়। সে সময় বৈবাহিক সূত্রে ময়মনসিংহ-শ্রীহট্টের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বাবা ছিলেন পরিবারের প্রথম কলেজ পড়ুয়া। কাজ পেয়েছিলেন মিলিটারি টেস্ট অডিট বিভাগে। পরে যেটা চিহ্নিত হয় ডিফেন্স অডিট হিসাবে। বদলির চাকরির সুবাদে আমাদের পাঁচ ভাইয়ের জন্ম ভারতের পাঁচ শহরে। আমার জন্ম পুনায় (পুনে), ১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর।

প্রশ্ন ২- পূর্ববঙ্গের কোনও স্মৃতি মনে আছে?
উত্তর: আমার বাবা কলকাতার কাঁকুলিয়া রোডে সিআইটি-র কাছ থেকে প্লট কিনে বাড়ি করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল পাঁচ পুত্র এখানে থেকে পড়াশোনা করবে। আমার একেবারে বাল্যকালে, ১৯৪০ নাগাদ বাবা মারা গেলেন। ১৯৪২-এ মহাযুদ্ধের আতঙ্কে অনেকে নিরাপদ স্থানে যেতে শুরু করলেন। মা নগদ অর্থ, তাঁর অলঙ্কার আর আমাদের ছোটছোট পাঁচ ভাইকে নিয়ে ময়মনসিংহের বাড়িতে গেলেন। কিন্তু আমরা থাকব না, চলে যাব জেনে আত্মীয়রা সেই টাকা-গয়না কার্যত লুঠ করে নিলেন। অবশ্যই সেটা সুখস্মৃতি নয়।

প্রশ্ন ৩- কী পরিস্থিতিতে চলে এলেন?
উত্তর: খুব সামান্যই মনে আছে। একটা হিন্দুবিরোধী মনোভাব তৈরি হয়েছিল স্থানীয় মুসলমানদের মনে। তাঁরা অনেকেই (যাঁরা আমাদের ফাইফরমায়েস খাটতেন) মা-কে বললেন কলকাতায় ফিরে যেতে। না গেলে প্রাণহানির আশঙ্কার কথাও ওঁরা মাকে বোঝালেন। রাতের অন্ধকারে তাঁদের সহায়তা নিয়েই মা আমাদের হাত ধরে ফের চলে এলেন কলকাতায়।

প্রশ্ন ৪- উদ্বাস্তুদের কথা কিছু মনে পড়ে?
উত্তর: ওরা তো প্রায় তখন থেকেই আসতে শুরু করেছে। আমাদের বাড়িতে আসত 'মা একটু ভাতের ফ্যান দাও' বলে কী কাতর প্রার্থনা! একদিন রাতে এরকম এল একদল। মা কিছু রুটি আমার হাতে একটা কাগজে মুড়ে দিয়ে বলল, যা দিয়ে আয়। আমি ওদের কাছে যাওয়ামাত্র ১০-১২টা হাত এগিয়ে এল। আধো অন্ধকারে ভয় পেয়ে আমি ওদের হাতে না দিয়ে রুটি মেঝেতে ফেলে দিলাম। ট্রমাটিক মনে হয়েছিল। হাঁপাতে হাঁপাতে মা-কে গিয়ে বললাম, 'মা, আমার ভয় করছে!' এর পর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দলে দলে অসহায় শরনার্থীরা এসেছে ভারতে। ওদের বেশির ভাগই ছিলেন নানা শিবিরে। অনেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়।

তবে, দেশভাগের পরেই উদ্বাস্তু শব্দটার সঙ্গে আমাদের পরিচয়। স্কুলে রিফিউজি বন্ধু অনেক ছিল। তাদের আত্মীয়স্বজন কেউ কেউ হকারি করতেন। ভালোবেসে নয়, বাধ্য হয়ে। তারপর থেকেই অনেক ফাঁকা জায়গা রিফিউজিরা জবরদখল করে কলোনি তৈরি করেন। তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াই খুবই সংগত;মা-মাসিরা এমনই আলোচনা করতেন। তা সত্ত্বেও, চোখে পড়ত ছিন্নমূল অসহায় মানুষদের অপরিসীম দুর্দশা। আমরা খুব বাল্যকাল থেকেই বুঝতে পেরেছি, এই দুর্দশা এঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এঁরা কেউই স্বেচ্ছায় ভিটেমাটি ছেড়ে কলকাতার রাস্তায় খাবারের খোঁজে আসেননি।

প্রশ্ন ৬- বাংলাদেশ স্বাধীন হল। এ সময়কার কোনও স্মৃতি?

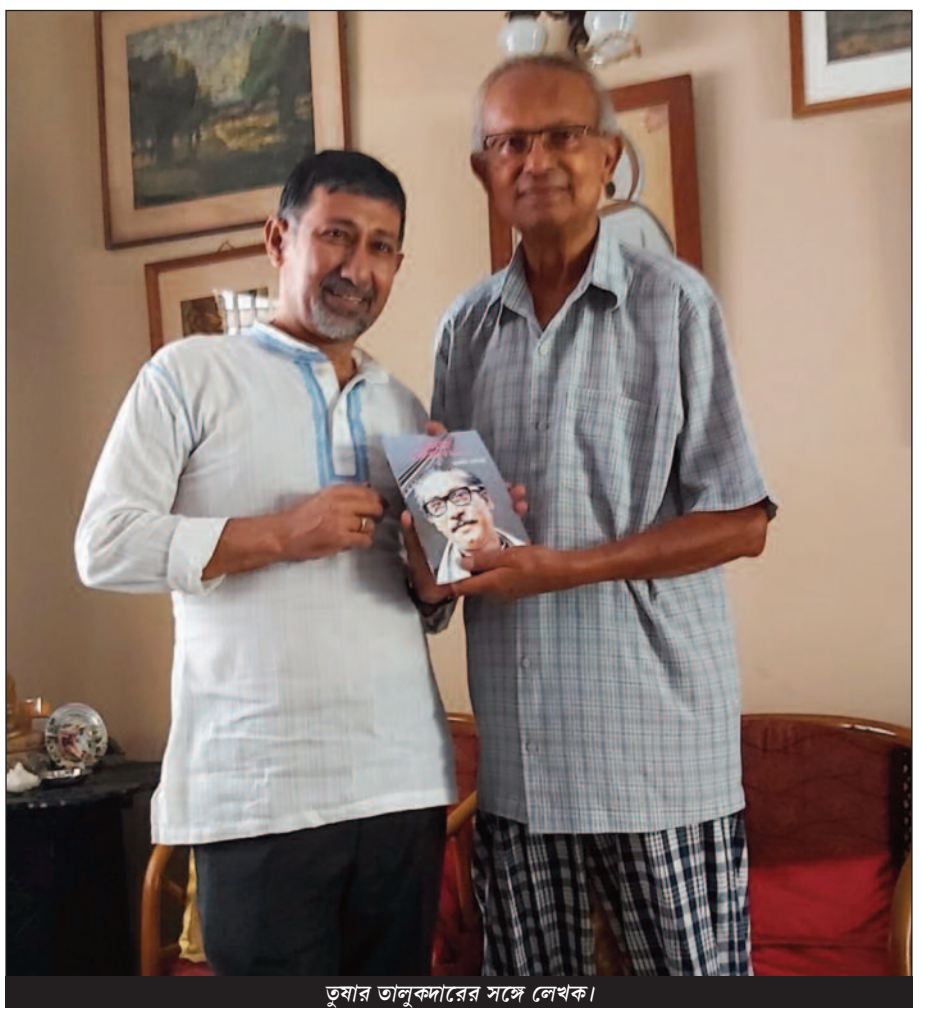

তুষার তালুকদারের সঙ্গে লেখক।

উত্তর: 'বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ওখানে অনেক সমস্যা হচ্ছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে দেশে ফিরিয়ে আনা প্রায় শেষ। এর ফলে অনেক প্রশাসনিক সমস্যা হচ্ছে ও দেশে। সে জন্য স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল বেশ কিছু অফিসারকে ওদের দেশে ডেপুটেশনে পাঠাতে। সরকার এই প্রস্তাবে রাজি হয়। সেইমতো আইএএস এবং আইপিএস অফিসারদের একটা তালিকা তৈরি হয়। শুনলাম আমাকেও বাংলাদেশে যেতে হবে। এ-কথা শুনেই আমি চমকে উঠলাম। বাংলাদেশে পোস্টিং! কী ব্যাপার, সেখানে কী কাজ করতে হবে? বাংলাদেশ যদিও আমার পিতৃপুরুষের দেশ, কিন্তু সে-দেশের সঙ্গে আমার কোনও পরিচয়ই নেই। যদিও এক ওপরওয়ালা বললেন, 'এমন কিছু ব্যাপার নয়। যে-কাজ এখানে করছ, সেই কাজই ওখানে করতে হবে। কোনও একটি জেলায় এসপি হিসেবে কাজ করতে হবে। এখান থেকে কিছু আইএএস এবং আইপিএস অফিসারকে বাছাই করা হয়েছে, তার মধ্যে তুমিও আছ। আর হ্যাঁ, ওখানে টাকাপয়সার দিক থেকে তোমার অনেক সুবিধা হবে। অনেক বেশি টাকাপয়সা পাবে।'

তার আগে আমাদের কিছু ব্রিফিং হল রাজভবনে। রোজই রাজভবনে যেতে হত। সেখানে শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, অন্য রাজ্যের বাঙালি আইএএস, আইপিএস , সব মিলিয়ে আমরা প্রায় ৩০ জন হাজির। আমাদের খুব সিরিয়াস ব্রিফিং আরম্ভ হল। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিব, বিদেশ সচিব, প্রতিরক্ষা সচিব থেকে আরম্ভ করে কেউ আর আসতে বাকি রইলেন না। সবাই এসে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা, আমাদের কী কাজ করতে হবে, কীভাবে করতে হবে- এসব বোঝালেন। আমাদের মধ্যে একটু বয়স্ক অফিসাররা নানা ওজর-আপত্তি তুলতেন। আমার মনে কোনও প্রশ্ন ছিল না। একটা অন্য ধরনের আনন্দ, উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, আমাকে কোনও জেলায় পোস্টিং দিতে চাইলে বলব ময়মনসিংহেই দেওয়া হোক। সেখানেই আমার পিতৃপুরুষের আদি নিবাস।

কিন্তু এতসব জল্পনা-কল্পনা, প্রস্তুতিতে জল ঢেলে গোটা পরিকল্পনাটাই ভারত সরকারকে বাতিল করতে হল। পাকিস্তান চীনের মাধ্যমে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এই পরিকল্পনার কথা তুলে খুবই হইচই বাধাল। তাদের বক্তব্য, সেনা প্রত্যাহার করে ভারত সরকার অন্যভাবে নিজের শাসন জারি করতে চায় বাংলাদেশে।

প্রশ্ন ৬- এর পর আর বাংলাদেশে যাননি?
উত্তর: হ্যাঁ। বাংলাদেশ স্বাধীন হল। ১৯৭৩-'৭৪এ আমি তখন পুলিশ অফিসার। ট্রেনে-বাসে করে গেলাম পিতৃভূমি দেখতে। দেখলাম শৈশবে দেখা প্রায় সব স্মৃতি মুছে গেছে। আত্মীয়রা নেই। জমিজমা সব দখল হয়ে গেছে। বাড়িঘর ভেঙ্গে তৈরি হয়েছে নতুন ঘর।

প্রশ্ন ৭- এই যে এত কোটি কোটি হিন্দু ভিটে ছেড়ে ওপার বাংলা থেকে ভারতে চলে এলেন, কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
উত্তর: দেশভাগ, হিন্দুদের এভাবে দেশান্তরী হওয়া, এসবের জন্য তো হিন্দুরাই দায়ী! বছরের পর বছর হিন্দুরা মুসলমানদের অচ্ছুৎ করে রেখেছে। এই মুসলমানরা আরব থেকে আসেনি। স্থানীয় বাসিন্দা এরা। এদের ছায়া মারাত না হিন্দুরা। এই অস্পৃশ্যতা, বর্ণাশ্রম ওরা মেনে নিতে পারেনি। এর জন্য প্রবল ক্রোধ জমে ছিল ওদের মনে। ওদের মনে হয়েছিল একমাত্র উচ্চবর্ণের দাসত্ব করাই বুঝি ওদের ভবিতব্য। অথচ, মুসলমানরা নিজেরা বলত, আমরা তো সবাই এক বলে মনে করি! এই যুগসঞ্চিত ক্রোধ একটা নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি করল। দেশভাগও অনেকটা এর জন্যই। জিন্না পৃথক রাষ্ট্রের দাবি করলেন। স্বাধীনতা পেয়ে শান্তিতে ক্ষমতা ভোগ করবেন ভেবে হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও রাষ্ট্রনায়কদের একটা বড় অংশ এই দেশভাগের দাবি সমর্থন করলেন। হিন্দু-মুসলমান হয়ে উঠেছিল দাবার ঘুঁটি।

প্রশ্ন ৮- কিন্তু অনেকে মনে করেন যেভাবে পূর্ববঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান, পরবর্তীকালে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের উৎখাত করা হয়েছে, তা ক্ষমাহীন অপরাধ। আপনি কি সেই দীর্ঘ ঘটনাবলী আর হিন্দুদের অস্পৃশ্যতা এক নিক্তিতে মাপবেন?
উত্তর: না, প্রতিক্রিয়া কখনও ক্রিয়ার পরিমাপে হয় না। যুগসঞ্চিত ক্ষোভ যুক্তি মানে না। মুসলমানদের নির্মমতা, নিষ্ঠুরতার মধ্যে তাই আমি খুব দোষ দেখি না।*

প্রশ্ন ৯- আপনি নিজে হিন্দু?
আমি মানবতার পূজারি। (চেয়ারের ডান পাশে টেবিলের ওপর রাখা পেতলের বুদ্ধমূর্তি দেখিয়ে বললেন), উনি বলেছেন সবচেয়ে প্রয়োজন ক্ষুধার অন্ন। মানুষের ধর্ম মানবধর্ম। অন্য তকমা লাগালেই বিপদ। এই ধর্মই হচ্ছে যত নষ্টের, যত কষ্টের কারণ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পানাগড়ে খুনে ধৃত আরও ১, মৃতের কাকিমার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক!

অশ্লীল ভিডিও ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড়ের রেলপারে সারদাপল্লি এলাকায় ৩ জনের খুনের ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল কাঁকসা থানার পুলিশ। এই নিয়ে মোট ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হল। ধৃতের নাম প্রসেনজিৎ বিশ্বকর্মা (৩০)। বুধবার ধৃতকে মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিমরনের কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বকর্মার সঙ্গে প্রসেনজিতের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল কয়েক বছর ধরে। এমনকি রিঙ্কি বিশ্বকর্মার অশ্লীল ছবি প্রসেনজিতের মোবাইলে থাকায় পরে সেই ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। এলাকা সূত্রে জানা গিয়েছে, রিঙ্কি বিশ্বকর্মার সঙ্গে প্রসেনজিতের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থাকার কারণে সিমরনদের বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত ছিল। যার কারণে ঘটনার দিন বাড়ির পোষা কুকুরগুলো চিৎকার করেনি। ফোনের সূত্র ধরে পুলিশ প্রসেনজিৎকে গ্রেপ্তার করলেও, কে বা কারা ১০ নভেম্বর ৩ জনকে খুন করেছিল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত নভেম্বর মাসের ১০ তারিখ পানাগড়ের রেলপারে সারদাপল্লিতে বিশ্বকর্মা নামের এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে সিমরন বিশ্বকর্মা (২৩), তাঁর দিদা সীতা দেবী (৭০) ও মামা সোনু বিশ্বকর্মার (২৩) মৃতদেহ উদ্ধার হয়। সোনুর দেহ বাড়ির একপাশে বাথরুমের সামনে ও সিমরন ও তাঁর দিদার দেহ দু'টি আলাদা ঘরেতে খাট থেকে উদ্ধার হয়। কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় এবং ঘটনার তদন্তে নামে।

রেলপারের বাসিন্দা ধনঞ্জয় বিশ্বকর্মা স্ত্রীকে নিয়ে অসম বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়িতে সিমরন ছিলেন। ঝাড়খণ্ড থেকে তাঁর দিদা ও মামা তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। ঘটনার দিন সিমরনের কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বকর্মা দাবি করেছিলেন, একজন হেলমেট পরা ব্যক্তি বাইকে চেপে তাদের বাড়িতে আসেন। সিমরন তাঁর হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরে তিনি সিমরনের ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যান। তিনি বাড়িতে কাজে ব্যস্ত থাকায় এর বেশি কিছু জানেন না।

কাঁকসা থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে ফোনের সূত্র ধরে প্রায় দেড় মাস পর চলতি মাসের ২ তারিখ সিমরনের কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বকর্মাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের দাবি, তাকে পরের দিন মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ হেপাজতে নিয়ে ওই এলাকারই যুবক মহম্মদ জুনেদের নাম জানতে পারে। জুনেদ সিমরনকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল যা সিমরন প্রত্যাখ্যান করেন বলে জানা যায়। সেই কারণে তাঁর ওপর সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ গত শনিবার জুনেদকে গ্রেপ্তার করে রবিবার মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ হেপাজতে নেয়। রিঙ্কি ও জুনেদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ প্রসেনজিতের নাম জানতে পারে। এরপরেই কাঁকসা থানার পুলিশ সারদাপল্লির বাড়ি থেকে মঙ্গলবার রাতে প্রসেনজিৎকে গ্রেপ্তার করে।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রক্ত সংকট মেটাতে রক্তদান শিবির করলো বারাসাত ইলেকট্রিকাল গুডস ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার বারাসাত অ্যাসোসিয়েশন মাঠে শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন, বারাসাত পুরসভার পুরপিতা অভিজিৎ নাগ চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। শিবিরে ৪৬ জন রক্ত দান করেন।

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে ৩২ ঠিকা শ্রমিকের কাজ হারানোর দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: এবার কর্মহীন হয়ে পড়লেন কাঁকসার রাজবাঁধ চটি সংলগ্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থার বটলিং প্ল্যান্টের ৩২ জন ঠিকা শ্রমিক। বুধবার ঠিকা শ্রমিকরা প্ল্যান্টের গেটের সামনে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ঝান্ডা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই তাঁদের কাজ গিয়েছে বলে অভিযোগ ঠিকা শ্রমিকদের।

শ্রমিকদের অভিযোগ, তাঁরা এদিন সকালে কাজে যোগ দিতে গেলে যে ঠিকা সংস্থার অধীনে তাঁরা চাকরি করেন, সেই ঠিকা সংস্থার আধিকারিক তাঁদের আর কাজে নেওয়া হবে না বলে জানানোর পরই শ্রমিকরা একজোট হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। তাঁদের অভিযোগ, তাঁরা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সক্রিয় কর্মী। গত ৩ বছর ধরে তাঁরা ওই বটলিং প্ল্যান্টে কাজ করেন। দু' বছর আগেই তৃণমূলের এক নেতা একই ভাবে তাঁদের কাজ থেকে বার করে দিয়েছিলেন। পরে বিষয়টি তাঁরা পুলিশকে লিখিত ভাবে জানানোর পর তাঁদের পুনরায় কাজে নেওয়া হয়।

তাঁদের দাবি, ফের দলেরই কারও হুকুমে ফের তাঁরা কর্মহীন হয়ে পড়েছে। কাজ না পেলে তাদের সংসার চালাতে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। তাই যতদিন না তাঁদের পুনরায় কাজে যোগদান করানো হবে, ততদিন তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অন্যদিকে যে বেসরকারি ঠিকা সংস্থার অধীনে তাঁরা কাজ করতেন সেই ঠিকা সংস্থার এক আধিকারিকের দাবি, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি চন্দন রায় তাঁকে ওই শ্রমিকদের সরিয়ে তাঁর বদলে নিজের অনুগামীদের কাজে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়ার পরেই তিনি ওই ৩২ জনকে ছাঁটাই করেছেন। যদিও এই বিষয়ে চন্দন রায়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ফোনে দাবি করেন, শ্রমিকরা তাঁকে এই বিষয়ে কিছুই জানাননি। বিষয়টি তিনি খোঁজ নিয়ে জানাবেন।

অণ্ডালের বিদ্যালয়ে চুরিতে গ্রেপ্তার শিক্ষিকার গাড়িচালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার এক স্কুলেরই শিক্ষিকার গাড়ির চালক। তিনদিনের মাথায় স্কুলে থাকা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কিনারা করল পুলিশ। প্রথমে সন্দেহভাজন এক যুবককে নিজেদের হেপাজতে নেয় পুলিশ। মঙ্গলবার সকাল বেলা স্কুল খুলতেই যুবককে আটক করা হয় এবং পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ধৃত যুবক ওই বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকার গাড়ির চালকের কাজে করত। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, সে বাঁকুড়া জেলার তেঘরিয়া মেটেলি এলাকার বাসিন্দা, নাম সঞ্জিত গড়াই। ধৃত ব্যক্তি চুরির কথা স্বীকার করেছে বলে দাবি পুলিশের। তবে চুরি যাওয়া টাকা পয়সা উদ্ধার হয়নি। বুধবার ধৃত যুবক সঞ্জিতকে দুর্গাপুর আদালতে তোলা হয়। ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য পেতে আদালতের কাছে ধৃতের ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলার অণ্ডাল থানা এলাকায় ট্র্যাফিক কলোনি সংলগ্ন এলাকায় অণ্ডাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। নগদ টাকা ও বেশ কিছু নথি চুরি হয় বলে জানান বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সঞ্চিতা চক্রবর্তী। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে অণ্ডাল থানার পুলিশ।

ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চের সমীপে
কোম্পানি পিটিশন (আইবি) নং ৩৩/কেবি/২০২৩

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ...... আর্থিক পাওনাদার / আবেদনকারী
এবং
প্রতিমা পান্ডে .... ব্যক্তিগত জামিনদার/রেসপনডেন্ট
-এর বিষয়ে

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত বিষয়ে ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের আদেশ অনুসারে, এতদ্বারা রেসপনডেন্ট কে নোটিশ দেওয়া হল যে এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চের (কোর্ট-১) সম্মুখে শুনানির পরবর্তী তারিখ সিপি নং ৩৩/কেবি/২০২৩ -এ ২২ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখে। **উপরে উল্লিখিত হিসাবে রেসপনডেন্ট কে প্রদত্ত তারিখে এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।**

তারিখ: ০৬/০১/২০২৪ অ্যাডভোকেট রাহুল অডি (পিটিশনারের পক্ষে অ্যাডভোকেট)
স্থান: কলকাতা ঠিকানা: নিকো হাউস ২ হেয়ার স্ট্রিট ২য় ফ্লোর কলকাতা ৭০০০০১

ফর্ম জি - মঙ্গলম ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ (ইন সিআইআরপি)-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণ
এনবিএফসি হিসাবে কাজ করে এবং লোহা ও ইস্পাত এবং অন্যান্য পণ্যের ব্যবসা করে
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনস, ২০১৬ -এর রেগুলেশন ৩৬এ এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

প্রাসঙ্গিক বিবরণ

১.	প্যান এবং সিআইএন নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	মঙ্গলম ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড AABCM6772D U65993WB1989PTC047573
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১৩/২ এ, প্রিয় নাথ মল্লিক রোড প্রথম তল কলকাতা পঃবঃ ৭০০০২৬ ভারত
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	নেই
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	পানাগড়, জেলা বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩.৬৪ একর পরিমাপের সিডির নিজস্ব জমি
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবার উৎপাদন ক্ষমতা	ইনস্টল করা ক্ষমতা উপলব্ধ নেই। সিডিটি আগে একটি নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিং কোম্পানি ছিল এবং তারপরে লোহা ও ইস্পাত এবং অন্যান্য পণ্যের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। গত ১০ বছর ধরে এই কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।
৬.	গত আর্থিক বছরে বিক্রি হওয়া প্রধান পণ্য / পরিষেবাগুলির পরিমাণ এবং মূল্য	নেই
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	০
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবরণী (সময়সূচী সহ), ঋণদাতাদের তালিকা সহ আরও বিবরণ ইউআরএল-এ উপলব্ধ	সিডি সম্পর্কিত বিস্তারিত cirp.manglamfiscalservices@gmail.com -তে ইমেল পাঠিয়ে জানা যাবে
৯.	কোডের ধারা ২৫ (২) (এইচ) এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতা ইউআরএল এ উপলব্ধ:	cirp.manglamfiscalservices@gmail.com -তে ইমেল মাধ্যমে সংগ্রহ করা যাবে।
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	২৬.০১.২০২৪
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের সাময়িক তালিকা প্রকাশের তারিখ	০৫.০২.২০২৪
১২.	সাময়িক তালিকার বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১০.০২.২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের তারিখ	২০.০২.২০২৪
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে তথ্য স্মারকলিপি, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন পরিকল্পনার জন্য অনুরোধ জারির তারিখ	২৫.০২.২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৬.০৩.২০২৪
১৬.	ইওআই দাখিলের ইমেল আইডি প্রক্রিয়া	cirp.manglamfiscalservices@gmail.com

স্বা/- শ্রী অভিষেক গুপ্তা
রেজলিউশন প্রফেশনাল (আরপি)
আরপি-এর রেজিস্ট্রেশন নম্বর : IBBI/IPA-003/IP-N00135/2017-2018/11499
তারিখ: ১১.০১.২০২৪ আরপি-এর রেজিস্টার্ড অফিস : সিকে-১০৪, সেক্টর ২, সল্টলেক কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৯১
স্থান: কলকাতা মঙ্গলম ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড (ইন সিআইআরপি)-এর পক্ষে

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড
CIN : L15122WB2007PLC162762
রেজিঃ অফিস: হায়াত রিজেন্সি কলকাতা,
জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬, পঃবঃ, ভারত
ফোন: ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৪/৪৬, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬,
ইমেল আইডি: investorrelations@ahleast.com; ওয়েবসাইট: www.ahleast.com

অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্যের নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেডের (কোম্পানি) অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইওজিএম) বৃহস্পতিবার, ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি)/অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মিনস (ওএভিএম), কোম্পানির ইওজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা ব্যবসাগুলিকে লেনদেন করার জন্য।
২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে এমসিএ দ্বারা জারি করা সাধারণ সার্কুলার অনুসারে এই বিষয়ে অন্যান্য সার্কুলার এবং ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ তারিখের সেবি সার্কুলার, এই বিষয়ে অন্যান্য সার্কুলারগুলির সাথে পড়ুন, কোম্পানির ইওজিএম-এর নোটিশ পাঠানো হয়েছে বুধবার, ১০ জানুয়ারি, ২০২৪ ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে শুধুমাত্র সেই সদস্যদের জন্য যাদের ই-মেল ঠিকানা কোম্পানি বা আরটিএ এবং ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত এবং যারা শুক্রবার, ৫ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ধারণ করেছেন। ইওজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে উপলব্ধ www.ahleast.com, www.bseindia.com, www.nseindia. com, www.evoting.nsdl.com এবং http://evoting.kfintech.com থেকে।
দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য নির্দেশনা এবং ইওজিএম চলাকালীন ই-ভোটিং
কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১০৮-এর বিধান অনুসারে, কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪ এবং সেবি লিস্টিং রেগুলেশন, ২০১৫ এবং সাধারণ সভাগুলিতে সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (এএম) এর প্রবিধান ৪৪-এর বিধি ২০-এর সাথে পড়ুন। কোম্পানি রিমোট ই-ভোটিং (ইওজিএম-এর আগে ভোট দেওয়ার সুবিধা) প্রদান করবে এবং ইওজিএম চলাকালীন সদস্যদের ই-ভোটিং দেবে যে সমস্ত রেজোলিউশনে এনএসডিএল-এর মাধ্যমে ব্যবসার ক্ষেত্রে ই-ভোটিং এজেন্সি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইওজিএম-এ লেনদেন করতে হবে।
সকল সদস্যদের আরও জানানো যাচ্ছে যে :
১. দূরবর্তী ই-ভোটিং সোমবার, ২৯ জানুয়ারি, ২০২৪ সকাল ৯টায় শুরু হবে এবং বুধবার, ৩১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখ বিকাল ৫টায় শেষ হবে। দূরবর্তী ই-ভোটিং মডিউলটি তারপরে ই-ভোটিংয়ের জন্য অক্ষম করা হবে এবং উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমতি দেওয়া হবে না এবং একবার সদস্য দ্বারা একটি রেজোলিউশনে ভোট দেওয়া হলে, পরবর্তীতে তাদের এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
২. বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ বৃহস্পতিবার, ২৫ জানুয়ারি, ২০২৪।
৩. সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার হস্তান্তর বই শুক্রবার, ২৬ জানুয়ারি, ২০২৪ থেকে বৃহস্পতিবার, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
৪. যে কোনো ব্যক্তি, যিনি কাট অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার ৫ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখের পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেছেন এবং কোম্পানির মেম্বার হয়েছেন, তিনি evoting@nsdl.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগ ইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। যাইহোক, যদি কোনো ব্যক্তি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএল-এর সাথে নিবন্ধিত হন তবে ভোট দেওয়ার জন্য পূর্বের আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন।
৫. যে সদস্যরা ইওজিএম-এর আগে দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন তারাও ইওজিএম-এ উপস্থিত থাকতে পারেন কিন্তু তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। একজন ব্যক্তি যার নাম সদস্যদের রেজিস্টারে বা আরটিএ/ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে কাট-অফ তারিখে নথিভুক্ত করা হয়েছে তিনি ইওজিএম-এ দূরবর্তী ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।
৬. [illegible] einward.ris@kfintech.com
যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা https://evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউএস) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা শ্রীমতি মৌপিয়া দাশগুপ্ত, সহকারী ম্যানেজার-কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স cscorporate@sarafhotels. com যোগাযোগ করতে পারেন অথবা আরও বিস্তারিতের জন্য evoting@ nsdl.com-এ ইমেল পাঠাতে পারেন।

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
সৌমেন চ্যাটার্জি
চিফ লিগাল অফিসার অ্যান্ড কোম্পানি সেক্রেটারি
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১ জানুয়ারি ২০২৪

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক
(একটি সরকারী সংস্থা)
Paschim Banga Gramin Bank
(A Government Enterprise)
প্রধান কার্যালয়- নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জি পাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া, ৭১১১০১
ফোন নং- ২৬৬৭ -০০৫২ / ৬০৭৮ / ৯৩২৭ ১৯৯৬১, ফ্যাক্স নং- ২৬৬৭ -০০৫১ / ৯৫৮৯
বর্ধমান আঞ্চলিক অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
ই-মেইল: burdwanro.rm@mail.pbgb.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য), পরিশিষ্ট- ৪, [রুল-৮(১)]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নেবর্ণিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্ত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণকে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক, উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহনের তারিখ থেকে ৬০ দিনের ভিতর ফেরত দিতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ কে বিশেষভাবে ও জনগণকে সাধারণভাবে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির প্রতিকী দখল নিয়েছেন উক্ত রুলের রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সাব সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে, নীচে বর্ণিত তাঁদের নামের সাপেক্ষে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন ও এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে নীচে উল্লিখিত টাকার অঙ্ক ও তদুপরি সুদ **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্কের** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
এক্টের সেকসন ১৩-এর সাব-সেকসন ৮-এর বিধানের প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	শাখার নাম	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা: গৌর বাউরি, স্বত্বাধিকারী- মা দুর্গা ফায়ার ব্রিকস,** পিতা- নারিক বাউরি, ঠিকানা: নকরাজোরিয়া, সমগ্র দেন্দুয়া, পোস্ট- সালানপুর, থানা-সালানপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩৫৭, পশ্চিমবঙ্গ। **জামিনদার: ১) শ্রীমতী মঞ্জু বৌরি,** স্বামী- গৌর বাউরি, ঠিকানা নকরাজোরিয়া, সমগ্র দেন্দুয়া,পোস্ট- সালানপুর, থানা-সালানপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩৫৭, পশ্চিমবঙ্গ। এবং **২) গণেশ বাউরি,** পিতা- রবি বাউরি, ঠিকানা: নকরাজোরিয়া, সমগ্র দেন্দুয়া,পোস্ট- সালানপুর, থানা-সালানপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন-৭১৩৩৫৭, পশ্চিমবঙ্গ।	ইলামবাজার শাখা	জমি ও তথায় থাকা নির্মিত ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- শ্রীরামপুর, জেএল নং- ২৫, খতিয়ান নং-২৪৭, দাগ/প্লট নং-১০৬, পরিমাপ- ৬৪ শতক বা ০.৬৪ একর, জমির প্রকৃতি- ডাঙ্গা (ব্যবহারের উদ্দেশ্য- শিল্প), দেন্দুয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে, থানা- সালানপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, মা দুর্গা ফায়ার ব্রিকস এর স্বত্বাধিকারী গৌর বৌরির নামে, বন্ধকী দলিল নং আই-০৭৯৮২ সাল-২০০৯ এবং আই-০২২৪০২০১০ সাল-২০১৫। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** পূর্ব- উজ্জ্বল এবং প্রণবের পুকুর এবং জমি, পশ্চিম- রীতা সেন এবং সন্তোষ মাহাতো এবং লালন মণ্ডলের জমি, উত্তর- শ্রীমতী ফুলমনি মাহাতোর জমি, দক্ষিণ- ১০ ফুট চওড়া রাস্তা দ্বারা।	ক) ১০.০১.২০২৪ খ) ১৯.০৮.২০২৩ গ) (১) ২৪,২৮,১২৩.১৮ টাকা (চব্বিশ লক্ষ আঠাশ হাজার একশো তেইশ টাকা এবং আঠারো পয়সা মাত্র) ১৩/০৬/২০২৩ অনুযায়ী (৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত সুদ চার্জ করা হয়েছে), (২) ৪,০৬,০৫৯.০০ টাকা (চার লক্ষ ছয় হাজার উনষাট টাকা মাত্র) ০১/০৪/২০২৩ অনুযায়ী (৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত সুদ চার্জ করা হয়েছে), (৩) ২,২৩,৮২১.০০ টাকা (দুই লক্ষ তেইশ হাজার আটশো একুশ টাকা মাত্র) ০১/০৪/২০২৩ অনুযায়ী (৩১/০৩/২০২৩ পর্যন্ত সুদ চার্জ করা হয়েছে) + প্রযোজ্য সুদ, খরচ এবং চার্জ।

তারিখ: ১০.০১.২০২৪ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: বর্ধমান পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৯.০২.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : "আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।"

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ০৯.০২.২০২৪ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১,৭৬,০৫,০৬০.০০ টাকা ১৯.১০.২০২৩** অনুযায়ী অনাদায়ী সুদ এনপিএ অ্যাকাউন্ট ঘোষিত হওয়ার পর এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স পুরুলিয়া কেমিক্যালস প্রা. লি. ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা - শ্রী রাজেশ কুমার লাঠ, ব্যক্তিগত জামিনদাতা - ১) শ্রী হরিশ কুমার লাঠ ২) শ্রী সতীশ লাঠ, প্রত্যেকের ঠিকানা** - দুর্গা গোপাল কমপ্লেক্স, ২৮৮, এন সি দাসগুপ্ত রোড, হোল্ডিং নং ১২, ২য় তল, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২৩১০১ **সিডিউল** - সংরক্ষিত মূল্য - **৭৫,৮৯,০০০.০০ টাকা**, বায়না জমা - **৭,৫৮,৯০০.০০ টাকা**, বর্ধিতকরণ মূল্য - **১০,০০০.০০ টাকা**।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দ্বিতল অ্যাপার্টমেন্ট নির্মিত শ্রী রাজেশ কুমার লাঠ (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা) এর নামে, শ্রী হরিশ কুমার লাঠ (ব্যক্তিগত জামিনদাতা) এবং শ্রী সতীশ লাঠ (ব্যক্তিগত জামিনদাতা) মোট পরিমাণ ৪৫৪৭ বর্গফুট (২২২.২০ বর্গফুট দ্বিতীয়তলে এবং ৪৩২৪.৮০ বর্গফুট তৃতীয় তলে) এবং ৬২০০ বর্গফুট খোলা টেরেস অবস্থিত মৌজা - পুরুলিয়া, জেএল নং ২৯২/২, আরএস খতিয়ান নং ২৪২৪, আরএস প্লট নং ১০৮৪৭ এবং ১০৮৪৮, পুর হোল্ডিং নং ১১ ওয়ার্ড নং ১৯ মধ্য বাজার, পুরুলিয়া, উল্লেখ্য বন্ধকদত্ত দলিল নং ০৫৬০৬-২০১০ সালের অনুযায়ী।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০২.০২.২০২৪ (স্বত্ব দখলীকৃত) **SARB FILE NO. 18563/JN, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১৩২৯৭**

দ্রষ্টব্য : জামিন আবেদন নং টিএসএ/১০/২০২৩ বিচারাধীন ডিআরটি ১ কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীনে

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস এর ওয়েবসাইট- www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল https:-//ibapi.in দেখুন।

তারিখ-১১.০১.২০২৪
স্থান-কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
আসানসোল প্রধান শাখা
৩৫৭ এবং ৩৫৮, জি.টি. রোড, আসানসোল
জেলা- পশ্চিম বর্ধমান (পঃবঃ)
পিন - ৭১৩ ৩০১
ই-মেইল: a659@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বেকার এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), আসানসোল প্রধান শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি **১৮,৩৪,৩৫১.০০ টাকা (আঠার লক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশো একান্ন টাকা মাত্র)** ০৬.০১.২০২৪ অনুযায়ী এবং **১৪.০১.২০২৪** থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ **দেবাশীষ দাস (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- শ্রী স্বপন কুমার দাস, ফ্ল্যাট নং ৩ই, ৪র্থ তল, ব্লক বি, 'গণপতি এনক্লেভ', শান্তি নগর, বার্নপুর, পোস্ট- বার্নপুর, থানা- হীরাপুর, জেলা- বর্ধমান - এর থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য, যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বেকার এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), আসানসোল প্রধান শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)**-এর পাওনা, ৩০.০১.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা আছে তা আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**" ভিত্তিতে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)-র বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা ঙ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ১. দেবাশীষ দাস (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** পিতা- শ্রী স্বপন কুমার দাস ফ্ল্যাট নং ৩ই, ৪র্থ তল, ব্লক বি, 'গণপতি এনক্লেভ', শান্তি নগর, বার্নপুর, পোস্ট- বার্নপুর, থানা- হীরাপুর, জেলা- বর্ধমান **২. শুভ্র দাস (সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা)** স্বামী- শ্রী দেবাশীষ দাস, ফ্ল্যাট নং ৩ই, ৪র্থ তল, ব্লক বি, 'গণপতি এনক্লেভ', শান্তি নগর, বার্নপুর, পোস্ট- বার্নপুর, থানা- হীরাপুর, জেলা- বর্ধমান **৩. মিথিলেশ কুমার সিং (জামিনদার)** পিতা-রবীন্দর সিং গিরমিন্ট কোলিয়ারি, ১০ নম্বর কলোনি, পরিহারপুর, জামুড়িয়া, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩৭৩। **খ) আসানসোল প্রধান শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩-ই চতুর্থ তলে, ব্লক 'বি' উক্ত 'গণপতি এনক্লেভ' ভবনে, ২ বেডরুম, ১ ড্রয়িং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ ব্যালকনি, ২ টয়লেট ইত্যাদি সমন্বিত, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৩৪ বর্গফুট সমুদয় ফিটিংস, ফিক্সচারস বৈদ্যুতিক ফিটিংস, সংযোগ সকলের ব্যবহার, ভোগদখলের অধিকার সমন্বিত এবং একটি কার পার্কিং স্পেস একতলায় উক্ত ব্লকে এরিয়া ১০০ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ উক্ত জমি, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-১০৬২ তারিখ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১১, **শ্রী দেবাশিস দাস,** পিতা শ্রী স্বপন কুমার দাস এবং **শ্রীমতি শুভ্রা দাস** স্বামী দেবাশিস দাস-এর অনুকূলে সম্পাদিত অবস্থিত জেলা - বর্ধমান, থানা- হীরাপুর, সাব-ডিভিশন এবং এডিএসআর অফিস - আসানসোল, মৌজা - নরসিংহবাঁধ, জেএল নং ২১, সিএস প্লক নং ৯৯৪, সিএস খতিয়ান নং ৬১৫, আরএস প্লট নং ১৯৮৪, আরএস খতিয়ান নং ৭৭৮ (৭৭৯/১) পরিমাণ ১৮ (আঠার) কাঠা জমি ২ অংশে বিভাজিত অর্থাৎ ব্লক এ এবং ব্লক বি তদস্থিত ৫ তলা (জি-৪) পাকা ভবন প্রতিটি ব্লকে বিভিন্ন বসবাসের ইউনিট, গ্যারাজ দ্বিচক্রযান এবং কার পার্কিং স্পেস, দোকানঘর সংশ্লিষ্ট ভবন পরিচিত 'গণপতি এনক্লেভ' অবস্থিত শান্তিনগর, বার্নপুর, হোল্ডিং নং ৪৮২/৪১০, শান্তিনগর এএমসি ওয়ার্ড নং ৩৯ অধীন। **'গণপতি এনক্লেভ' এর চৌহদ্দি :** উত্তরে : বংশী কুশওয়াহার ভবন, দক্ষিণে - সড়ক এবং পরবর্তীতে (১) রাজনারায়ণ কুর্মি, (২) রাম রঞ্জন সিদ্ধান্ত (৩) ত্রিশূল শর্মা (৪) গোপীচাঁদ সিং (৫) প্রিমল সাউ এবং (৬) রাম সিং-এর ভবন পূর্বে : (১) রাখহরি দত্ত (২) প্রদীপ দাসগুপ্ত (৩) প্রহ্লাদ মন্ডল এবং অন্যান্য পশ্চিমে : (১) ধরম নাথ সাউ এবং (২) অশোক গোপ সমন্বিত।	**১৮,৩৪,৩৫১.০০ টাকা** (আঠারো লক্ষ চৌত্রিশ হাজার তিনশো একান্ন টাকা মাত্র) **১৩.১০.২০২২** অনুযায়ী তদুপরি ১৪.১০.২০২২ থেকে আরও সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয়।	**ক) ১৭,৫০,০০০.০০ টাকা (*)** (সতেরো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,৭৫,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা মাত্র) **গ) ৪০,০০০.০০ টাকা** (চল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **ঙ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ ও সময় : ১৫.০১.২০২৪ থেকে ২৫.০১.২০২৪ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ৩০.০১.২০২৪; সময় - সকাল ১০.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৭.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com,** ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "**১৮০০১০২৫০২৬**" এবং "**০১১-৪১১০৬১৩১**" -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ) / সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) / বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ০৯.০১.২০২৪ / স্থান : আসানসোল অনুমোদিত অফিসার /ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

এই প্রথম গঙ্গাসাগরে পরিষেবা দেবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ইতিহাসে এই প্রথমবার সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী উদ্যোগে গঙ্গাসাগরে ক্যাম্প করা হচ্ছে। সেখানে গঙ্গাসাগরে আসা পূণ্যার্থীদের সব ধরনের পরিষেবা দিতে পালা করে থাকবেন সভাধিপতি সহ অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা ছাড়া রাজ্যের এই প্রথম কোনও জেলা পরিষদ গঙ্গাসাগরে এমন পরিষেবা দিতে চলেছে বলে জানালেন নারায়ণ গোস্বামী।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গঙ্গাসাগর মেলায় মানুষের সব ধরনের পরিষেবা দিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরাবরই উদ্যোগী হয়েছেন। প্রতিবারই বিভিন্ন দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও আধিকারিকদের পাঠিয়ে পূণ্যার্থীদের পরিষেবা দেওয়ার কাজের তদারকি করান। এবারও তার অন্যথা হয়নি। এবার বাড়তি পাওনা হিসেবে তিনি নিজে গিয়ে সেখানকার কাজের তদারকি করে এসেছেন। মেলা চলাকালীন কোন পূণ্যার্থীর যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে রাজ্য সরকারের দেওয়া সেই পরিষেবা যাতে আরও ভালো হয় তার জন্য অনুমতিক্রমে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদও মানুষের হয়ে পরিষেবা দেওয়ার লক্ষে গঙ্গাসাগরে শিবির করছেন, সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী জানান, ক্যাম্পে ভক্ত সহ পূণ্যার্থীদের খাওয়া দাওয়া, চিকিৎসা, ওষুধ, বিশ্রাম সহ সব ধরনের ব্যবস্থা করছে। থাকছে শিশুদের জন্যও বেবিফুড, শুকনো খাবার, ওষুধ থেকে শুরু করে সব ধরনের ব্যবস্থা। ১৩ তারিখ সভাধিপতি নিজে গঙ্গাসাগরের ক্যাম্পে থেকে পরিষেবা প্রদান করবেন। প্রতিদিন সেখানে থেকে পরিষেবা দেবেন জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ আরশাদ উদ জামান, জনস্বাস্থ্যের কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহা। থাকবেন জেলা পরিষদের অন্যান্য কর্মাধ্যক্ষ, আধিকারিক, ডাক্তার, নার্স সহ অন্যান্যরা। নারায়ণ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের দলনেত্রী যে ভাবে গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে ভাবেন ও পরিষেবা দেন তা নজিরবিহীন। সেই কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এই প্রথম আমরা এমন উদ্যোগ নিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথেই পূণ্যার্থীদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ বদ্ধপরিকর বলে জানান নারায়ণ গোস্বামী।

ডাম্পার ও বাইকের সংঘর্ষে বাইক আরোহীর মৃত্যু, প্রতিবাদে পথ অবরোধ পুরশুড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আবারও মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা হুগলি জেলার পুরশুড়ায়। ডাম্পার ও বাইকের সংঘর্ষ বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম কল্যাণব্রত বেরা (৫৫)। বাড়ি পুরশুড়া থানার গোলদিঘরুই এলাকায়। ঘটনার জেরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। ট্রাফিক সিগন্যাল, বাসস্ট্যান্ড-সহ পথ নিরাপত্তার দাবি তোলেন। পুলিশ গিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। সামন্তরোড মোড় দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা। মাঝেমধ্যেই এলাকায় দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে সামন্তরোড মোড় সংলগ্ন রাস্তায় ট্রাফিক সিগন্যাল, অতিরিক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার, বাসস্ট্যান্ড, রাস্তা পারাপারের জন্য কাটিং ও আন্ডারপাসের দাবি জানাচ্ছেন। এদিন হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পথ নিরাপত্তার দাবি পূরণের লিখিত আশ্বাসের দাবি জানান। ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পুরশুড়া থানার পুলিশ খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলে অবরোধ উঠে যায়। স্থানীয় বাসিন্দা দীপঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, এই এলাকায় বারবার দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে। মোড়টি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা। এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশাসনিক অফিস, বাজার রয়েছে। এলাকার মানুষ ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পারাপার করেন। এই পথ দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। তারপরেও প্রশাসনের কোন হুঁশ নেই। বাধ্য হয়ে এদিন আমার পথ অবরোধ করেছি। সবমিলিয়ে এখন ওই এলাকায় পথ দুর্ঘটনা কমাতে পুলিশ প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয় সেই দিকে তাকিয়ে এলাকার মানুষ।

বধূর দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগে ধৃত স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ি পলাতক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রহস্যজনক অবস্থায় নববধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়াল পুরাতন মালদা থানার মৌলপুর খাসপাড়া এলাকায়। বুধবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন মৃত গৃহবধুর পরিবারের লোকেরা। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করেছেন জামাই সহ শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। এই ঘটনার পর তদন্তে এসে পৌঁছয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তদন্তকারী পুলিশ কর্তারা। পুরো বিষয়টি নিয়ে মৃতের স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ি লোকেদের বিরুদ্ধে পুরাতন মালদা থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃতের পরিবার। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আনজুরা খাতুন (১৯)। তাঁর বাপের বাড়ি,পুখুরিয়া থানার এলাহাবাদ গ্রামে। মৃত গৃহবধূর পরিবার পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, ছ' মাস আগে তাদের মধ্যে ভালোবাসা সম্পর্ক হয় এবং পরবর্তীতে দুই পরিবারের তরফে তাঁদের সামাজিক ভাবে বিয়ে হয়। বিয়েতে নগদ ৮০ হাজার টাকার সহ অলংকারও দেওয়া হয়। বিয়ের পর থেকেই মেয়ের কাছে টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি হয় এবং মাঝেমধ্যে মারধর করত। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, জামাই মারধর করছেন বলে ওই গৃহবধূ তাঁর মাকে ফোন করে জানান এবং তাঁর একঘণ্টা পরেই খবর আসে যে আনজুরা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এদিন মৌলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক ভাবে ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করে পুরাতন মালদার বিডিও। মৃত গৃহবধূর পরিবারের পক্ষ থেকে জামাই এবং শাশুড়ি-শ্বশুরের নামে অভিযোগ করা হয়েছে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে সামিরুল শেখ নামে ওই গৃহবধূর স্বামীকে গ্রেপ্তার করে এবং শ্বশুরবাড়ির বাকি লোকজন পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিধায়কের জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: বুধবার গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পানশিউলি নদীঘাটে আয়োজন করা হয়েছিল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্মদিনের অনুষ্ঠান। দুপুরে অনুষ্ঠানে যোগ দেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর উপস্থিতিতে কাটা হয় জন্মদিনের কেক। নদী পাড়ে জন্মদিন উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে দুপুরে ৬০০ জনের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। দলের গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এলাকার বিধায়ক হওয়ার পাশাপাশি দলের অভিভাবক, তাই এদিন দলের পক্ষ থেকে প্রিয় নেতার জন্মদিনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বাঁকুড়ায় 'চেন্নাই এক্সপ্রেস'!

শিউলিবোনা গ্রামে মাটির দেওয়ালে আঁকা ট্রেন

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার শিউলিবোনা গ্রামের মাটির দেওয়ালে চেন্নাই এক্সপ্রেস। আসলে ট্রেনের আদলে মাটির বাড়ি। আবার কোনও দেওয়ালে আঁকা রয়েছে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউবের লোগো। আদিবাসী গ্রামে সচরাচর এমন ছবি দেখা যায় না।

পাহাড়ের নীচে ছবির মতো গ্রাম শিউলিবোনা। পর্যটকরা কম বেশি এই গ্রাম 'উইস লিস্টে' রাখেন। আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রাম থেকেই খুব সুন্দর ভাবে দেখা যায় শুশুনিয়া পাহাড়। বাঁকুড়া জেলার ছাতনা ব্লকের শিউলিবোনা গ্রামে প্রাকৃতিক এবং আঞ্চলিক সৌন্দর্য ছাড়াও একটি বিশেষত্ব রয়েছে। গ্রামের সব-কটি না হলেও অধিকাংশ বাড়ি মাটির তৈরি। মাটির বাড়িগুলির দেওয়ালে আঁকা রয়েছে রঙিন ছবি। কোথাও ফুল, বাগান, পশু-পাখি আবার কোথাও শিকারের গল্প। কিন্তু সবচেয়ে অবাক করা হল আস্ত একটি ট্রেন।

একটি মাটির বাড়ির পুরো দেওয়াল জুড়ে আঁকা রয়েছে একটি ট্রেন। বড় বড় করে ইংরেজি হরফে লেখা 'চেন্নাই এক্সপ্রেস'। শীতের শিউলিবোনায় 'চেন্নাই এক্সপ্রেস' এবং এই ছবিগুলি মূল আকর্ষণ। আদিবাসী অধ্যুষিত এই গ্রামে ছিল একসময় জলকষ্ট থেকে শুরু করে যাতায়াতের সমস্যা। আদিবাসী শিশুরা পেত না পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ। কিন্তু এক সাধক পর্ণকুটির বানিয়ে শিউলিবোনা গ্রামে বসবাস শুরু করেন। গ্রামবাসীরা তাঁকে জহারধারতী বাবা বলে ডাকতেন। তাঁর আসার পর থেকেই গ্রামের রূপ পরিবর্তন হয়েছে। তৈরি হয়েছে রাস্তা, দূর হয়েছে জলকষ্ট।

বর্তমানে শিউলিবোনা গ্রাম ধীরে ধীরে একটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে দেওয়াল অঙ্কন যেন 'চেরি অন টপ'। শিউলিবনা গ্রামে আদিবাসী দেওয়াল চিত্রে চিরাচরিত শিল্পকলার পাশাপাশি লেগেছে বিশ্বায়নের ছোঁয়া। তবে একেবারে নিখুঁত গ্রামবাংলার স্বাদ পেতে হলে এই পাহাড়ের পাদদেশের গ্রামে যেতেই হবে।

গ্রামবাসী এবং অঙ্কনকারি এক মহিলা অঞ্জলি মুর্মু জানান, অঙ্কন করতে ব্যবহার করা হয়েছে খড়ি মাটি এবং রান্নার হাঁড়ির গায়ে থাকা ভুঁসো কালি। তাছাড়াও বাজার থেকেও কিনে আনা হয়েছে কিছু রং। বছরের শুরুতেই এই গ্রামে খেরওয়াল তুকৌ উৎসব হয় অর্থাৎ আদিবাসীদের মিলন উৎসব। তখনও গ্রামের মাটির বাড়ির দেওয়ালে আঁকা হয়েছিল বেশ কিছু ছবি। গ্রামটি যাতে সুন্দর দেখায় এবং আসন্ন বাদনা পরবকে মাথায় রেখে এই দেওয়াল অঙ্কন করা চলছে বলে জানান তিনি।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI Bank of India Relationship beyond banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১ বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

শায়েস্তানগর ব্রাঞ্চ, শায়েস্তানগর, বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, ৭৪৩৪২৭

প্রতি
শ্রী গৌরাঙ্গ রায়
পিতা রবীন্দ্রনাথ রায়
মালঙ্গাপাড়া, স্বরূপনগর, উত্তর ২৪ পরগনা ৭৪৩২৮৬
(ঋণগ্রহীতা)

বিষয় : দাবি নোটিশ

আপনাদের অনুরোধক্রমে ব্যাঙ্ক কর্তৃক ১২০০০০০ টাকা ঋণসুবিধা মঞ্জুর করা হয়। সংশ্লিষ্ট নোটিশের তারিখ অনুযায়ী মঞ্জুরিকৃত ঋণসুবিধাদি এবং বকেয়া পরিমানের বিস্তারিত নিম্নে প্রদত্ত হল :-

প্রাপ্ত সুবিধাদি	মঞ্জুরির সীমা টাকা	বকেয়া পরিমাণ টাকা (০৩.০১.২০২৪ পর্যন্ত)
(ক) সম্পত্তি বন্ধকি ঋণ এ/সি নং : ৪৩২৭৬২৬১০০০০০০২	৭০০০০০ টাকা	৭০৭২২০ টাকা
(খ) স্টার সুবিধা এক্সপ্রেস পার্সোনাল লোন (এসএসইপিএল) এ/সি নং : ৪৩২৭৬০৮১০০০০০০৭	৫০০০০০ টাকা	৫০৭৯১৮.৮৩ টাকা

আপনাদের উক্ত ঋণসুবিধাদির ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া ঋণখেলাপির কারণে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে ২৮.১১.২০২৩** তারিখ থেকে গণ্য করা হয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/নিয়মাবলি অধীনে।
উক্ত উল্লিখিত কারণে আমরা নোটিশ মারফত অবগত করছি সম্পূর্ণ দায়বদ্ধ বকেয়া **১২১৫১৩৮.৮৩ টাকা (চুক্তি মোতাবেক বকেয়া নোটিশের তারিখ পর্যন্ত) এবং পরবর্তী সুদ ১২.১০ শতাংশ বার্ষিক হারে এবং ১১.৩৫ শতাংশ সম্পত্তির জামিনে ঋণ (৪৩২৭৬২৬১০০০০০০২) এবং এসএসইপিএল (৪৩২৭৬০৮১০০০০০০৭)** যথাক্রমে যৌগিকভিত্তিতে মাস অন্তর এবং ব্যাঙ্কের তরফে সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সমুদয় পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এই নোটিশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
আপনাদের কাছ থেকে উক্ত সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায় না হলে আমাদের পক্ষে আপনাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অন্যান্য সম্পত্তির দ্বারা আদায়ের জন্য আইনি প্রক্রিয়ায় ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল/আদালতের মাধ্যমে যাবতীয় শুল্ক, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি সহ আপনাদের কাছ থেকে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে।
অনুগ্রহ করে অবগত হোন কোনও বাধ্যবাধকতা বা কোনও অবরোধ ব্যতীতই ব্যাঙ্কের পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার রয়েছে।

স্থান : শায়েস্তানগর — **আপনাদের বিশ্বস্ত,**
তারিখ : ০৩.০১.২০২৪ — **শাখা ম্যানেজার**
সিসি : ১. সতীরাণী রায় (জামিনদাতা-বন্ধকদাতা)
২. রবীন্দ্রনাথ রায় (জামিনদাতা)

প্রতি
সতীরানী রায় (জামিনদাতা-বন্ধকদাতা)
স্বামী - রবীন্দ্রনাথ রায়
মালঙ্গাপাড়া, স্বরূপনগর, উত্তর ২৪ পরগনা ৭৪৩২৮৬
(জামিনদাতাগণ)-বন্ধকদাতাগণ
মহাশয়া,

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. আপনি অবগত যে ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করেছে যা মোট **৭০০০০০ টাকা, শ্রী গৌরাঙ্গ রায় (প্রধান দেনাদার)**, যার জন্য আপনি জামিনদাতা হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং **২২-০২-২০২৩** তারিখে গ্যারান্টি পত্র কার্যকর করেছেন যে মূল দেনাদারের দ্বারা উল্লিখিত পরিমাণের যথাযথ পরিশোধ এবং তার উপর সমস্ত সুদ, খরচ, চার্জ এবং বকেয়া এবং জমা হওয়া খরচের গ্যারান্টি সহ। নোটিশের তারিখ অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধার বিবরণ এবং তার অধীনে বকেয়া পরিমাণ নিম্নরূপ :

প্রাপ্ত সুবিধাদি	মঞ্জুরির সীমা টাকা	বকেয়া পরিমাণ টাকা (০৩.০১.২০২৪ পর্যন্ত)
(ক) সম্পত্তি বন্ধকি ঋণ এ/সি নং : ৪৩২৭৬২৬১০০০০০০২	৭০০০০০ টাকা	৭০৭২২০ টাকা

২. আপনারা অবগত আছেন যে উক্ত মূল ঋণগ্রহীতা কর্তৃক উক্ত জামিন পত্র দ্বারা আমাদের কাছ থেকে গৃহীত বিভিন্ন ঋণসুবিধাদি এবং আপনারা সংশ্লিষ্ট ঋণসুবিধাদি পরিশোধের বিষয়ে ব্যাঙ্কের অনুকূলে নিম্নোক্ত জামিন/সম্পত্তিসমূহ বন্ধক/দায়বদ্ধ রেখেছেন :-
(ক) স্থাবর সম্পত্তি জমি এবং তদস্থিত একতলা ভবন অবস্থিত মৌজা : মালাঙ্গাপাড়া, জেএল নং ৩৭, দাগ নং ২৮৪, তৌজি নং ৩৪৯১, আরএস খতিয়ান নং ১০৭২, নিজস্ব খতিয়ান নং ২৪১৭, হাল কৃষি খতিয়ান নং ৪২২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৮৪, সতীরানি রায় এর নামে স্থানীয় স্বরূপনগর বাংলানি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : স্বরূপনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৮৬ উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং : ১-২৪৪০/১৯৯৮ তারিখ ১৩.১১.১৯৯৮। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** মণীমোহন সরকারের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** বিকাশ বৈরাগীর ভবন, **পূর্বে :** পঞ্চায়েত সড়ক, **পশ্চিমে :** পঞ্চানন বকশীর সম্পত্তি সমন্বিত।
৩. আপনাদের উক্ত ঋণসুবিধাদির ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া ঋণখেলাপির কারণে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে ২৮.১১.২০২৩** তারিখ থেকে গণ্য করা হয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/নিয়মাবলি অধীনে।
৪. আমরা আপনাকে আরও জানাচ্ছি যে ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য আমাদের বারবার দাবি/অনুরোধ করা সত্ত্বেও, মূল দেনাদার/রা এখনও পর্যন্ত তা পরিশোধ করেননি। অতএব, আপনি গ্যারান্টার/দের হিসাবে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ হয়েছেন।
৫. উক্ত কারণে আমরা এতদ্বারা উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে **৭০৭২২০ টাকা (চুক্তি মোতাবেক বকেয়া নোটিশের তারিখ পর্যন্ত) এবং পরবর্তী সুদ ১২.১ শতাংশ বার্ষিক যৌগিকহারে মাস অন্তর, সকল শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত**, ব্যর্থ হলে আপনাদের সম্পূর্ণ ঝুঁকি ও ব্যয়ে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, দায়বদ্ধ সম্পত্তির বিনিময়ে যাবতীয় বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৬. ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া সমুদয় প্রযোজ্য সুদ, সমুদয় শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য আদায় দিতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, আপনারা আপনাদের জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন সংশ্লিষ্ট সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে এবং বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি লিজ, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির মাধ্যমে হস্তান্তর করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
৭. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়েছে, তা প্রথমে আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং খরচ এবং/অথবা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ এবং দ্বিতীয়ত উপরে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে। এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অর্থের অবশিষ্টাংশ, যদি থাকে, ব্যাঙ্কের সম্পূর্ণ বকেয়া (ব্যাঙ্কের কাছে আপনার অন্য যে কোনও পাওনা সহ, ঋণগ্রহীতা বা গ্যারান্টার হিসাবে) সম্পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যাওয়ার পরে, আপনাকে অর্থ প্রদান করা হবে।
৮. যদি উল্লিখিত বকেয়াগুলি সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত অর্থ থেকে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা না হয়, তাহলে আমরা ঋণ পুনরুদ্ধারের আগে আইনি/পুনরুদ্ধারের পদক্ষেপগুলি দায়ের সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার আমাদের অধিকার সংরক্ষণ করি। ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/আদালত, আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদির সাথে বকেয়া অবশিষ্ট পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য।
৯. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুযায়ী, এই নোটিশটি প্রাপ্তির পরে, আপনি বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, উপহারের মাধ্যমে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলি হস্তান্তর বা কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করা থেকে বিরত থাকবেন বন্ধক বা অন্যথায়।
১০. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার জন্য ব্যাংকের যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার এবং উপরোক্ত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন।
১১. উল্লেখ করা বাহুল্য যে এই নোটিশটি ব্যাঙ্কের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো বাধা ছাড়াই আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে।

স্থান : শায়েস্তানগর — **আপনাদের বিশ্বস্ত,**
তারিখ : ০৩.০১.২০২৪ — **চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**

প্রতি
রবীন্দ্রনাথ রায়
(জামিনদাতা যে তার সম্পত্তি/সম্পদসমূহ জামিন হিসেবে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ করেনি সংশ্লিষ্ট বকেয়া আদায়ের ক্ষেত্রে)
মালঙ্গাপাড়া, স্বরূপনগর, উত্তর ২৪ পরগনা ৭৪৩২৮৬
মহাশয়,

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. আপনি অবগত যে ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধা প্রদান করেছে যা মোট **৭০০০০০ টাকা, শ্রী গৌরাঙ্গ রায় (প্রধান দেনাদার)**, যার জন্য আপনি জামিনদাতা হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং **২২-০২-২০২৩** তারিখে গ্যারান্টি পত্র কার্যকর করেছেন যে মূল দেনাদারের দ্বারা উল্লিখিত পরিমাণের যথাযথ পরিশোধ এবং তার উপর সমস্ত সুদ, খরচ, চার্জ এবং বকেয়া এবং জমা হওয়া খরচের গ্যারান্টি। নোটিশের তারিখ অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ক্রেডিট সুবিধার বিবরণ এবং তার অধীনে বকেয়া বকেয়া পরিমাণগুলি নিম্নরূপ :

প্রাপ্ত সুবিধাদি	মঞ্জুরির সীমা টাকা	বকেয়া পরিমাণ টাকা (০৩.০১.২০২৪ পর্যন্ত)
(ক) সম্পত্তি বন্ধকি ঋণ এ/সি নং : ৪৩২৭৬২৬১০০০০০০২	৭০০০০০ টাকা	৭০৭২২০ টাকা

২. আপনাদের উক্ত ঋণসুবিধাদির ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া ঋণখেলাপির কারণে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে ২৮.১১.২০২৩** তারিখ থেকে গণ্য করা হয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/নিয়মাবলি অধীনে।
৩. আমরা আপনাকে আরও জানাচ্ছি যে ব্যাঙ্কের কাছে বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য আমাদের বারবার দাবি/অনুরোধ করা সত্ত্বেও, মূল দেনাদার/রা এখনও পর্যন্ত তা পরিশোধ করেননি। অতএব, আপনি গ্যারান্টার/দের হিসাবে উল্লিখিত বকেয়া পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ হয়েছেন।
৪. উক্ত কারণে আমরা এতদ্বারা উক্ত আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে **৭০৭২২০ টাকা (চুক্তি মোতাবেক বকেয়া নোটিশের তারিখ পর্যন্ত) এবং পরবর্তী সুদ ১২.১ শতাংশ বার্ষিক যৌগিকহারে মাস অন্তর, সকল শুল্ক, চার্জ এবং ব্যয় এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত**, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট আইন অধীনে ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল/আদালতের নিকট সমুদয় বকেয়া আদায়ের জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার অধিকার রয়েছে এবং প্রকৃত সকল শুল্ক, ব্যয় ইত্যাদি এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সুদ সহ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্থান : শায়েস্তানগর — **আপনাদের বিশ্বস্ত,**
তারিখ : ০৩.০১.২০২৪ — **চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সার্কেল সস্ত্র মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড
পো. বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, (পব), ইমেল : cs8283@pnb.co.in

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট তারিখ অনুযায়ী নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ/গুলি ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি(সমূহ) স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জাননো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন না করেন। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি/সমূহের কোনরূপ লেনদেন **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের** সমুদয় বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট নাম খ) শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ
১.	ক) **নূর টেলিকম স্বত্বা : এন এম এস জাহাঙ্গির** খ) **দৌলতাবাদ শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : কুলবেড়িয়া,জেএল নং ১২৮, আরএস প্লট এবং এলআর প্লট নং ৫৪৭, মোট এরিয়া পরিমাণ ১৭.৫০ ডেসিমেল, গুরুদাসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : দৌলতাবাদ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, নং ক) বিক্রয় দলিল উল্লেখ্য নং ৫৪১০-১৯৮৫, নূর আলম পিতা নুরুল হক এর নামে পুরানো খতিয়ান নং ১৬৬১ নতুন খতিয়ান নং ১৬৮৩, খ) বিক্রয় দলিল উল্লেখ্য নং : ৫৪১১-১৯৮৮ সালের নুরুজ্জামান পিতা নুরুল হক এর নামে পুরানো খতিয়ান নং ১৬৬১ নতুন খতিয়ান নং ১৬৮১ গ) বিক্রয় দলিল উল্লেখ্য নং ৫৪১২-১৯৮৮ সালের নুরুজ্জোহা পিতা নুরুল হক এর নামে, পুরানো খতিয়ান নং ১৬৬১ নতুন খতিয়ান নং ১৬৮২, ঘ) বিক্রয় দলিল উল্লেখ্য নং ৫৪১৩-১৯৮৮ সালের নুরু নবি (প্রয়াত) পিতা নুরুল হক এর নামে পুরানো খতিয়ান নং ১৬৬১, ১৭৩৪; ঙ) বিক্রয় দলিল উল্লেখ্য নং : ১৭৮-১৯৯৯ সালের নুরুদ্দিন মহম্মদ সেলিম জাহাঙ্গির পিতা নুরুল হক এর নামে, পুরানো খতিয়ান নং ৭৭০ নতুন খতিয়ান নং ১৯৫০, চ) বিক্রয় দলিল উল্লেখ্য নং ৩৫০৮ -১৯৯৯ সালের সম্পত্তি ১) মহ নুরুজ্জোহা মন্ডল, ২) মহ নুরুজ্জামান মন্ডল, ৩) মহ নূর আলম মন্ডল এর নামে সকলের পিতা নুরুল হক, পুরানো খতিয়ান নং ৭৭০ নতুন খতিয়ান নং ১৬৮১, ১৬৮২, ১৬৮৩, ছ) হেবা দলিল উল্লেখ্য নং : ১০০৫৪-২০০৬ সালের সম্পত্তি ১) মহ নুরুজ্জামান শেখ ২) নূর আলম শেখ, ৩) নুরুদ্দিন মহম্মদ সেলিম জাহাঙ্গির সকলের পিতা নুরুল হক এর নামে পুরানো খতিয়ান নং ১৮১৭ নতুন খতিয়ান নং ১৬৮১, ১৬৮৩। **স্বত্বাধিকারী :** ১. নুরুদ্দিন মহম্মদ সেলিম জাহাঙ্গির, ২. মহ নুরুজ্জোহা মন্ডল, ৩. মহ নুরুজ্জামান শেখ ওরফে মন্ডল, ৪. নূর আলম শেখ সকলের পিতা নুরুল হক। গ্রাম : কেওয়াতলা, পো এবং থানা : দৌলতাবাদ, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২৩০২, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : জলঙ্গী রোড, দক্ষিণে : সামসুল মন্ডলের খালি জমি, পূর্বে : ওয়াল শেখ এর ভবন, পশ্চিমে : সামসুল মন্ডলের ভবন সমন্বিত।	ক) ০৭.১০.২০২৩ খ) ০৮.০১.২০২৪ গ) ৮,৬৪,৪৪৮.৩৮ টাকা (আট লাখ চৌষট্টি হাজার চারশ আটচল্লিশ টাকা এবং আটত্রিশ পয়সা) টাকা ৩০.০৯.২০২৩ অনুযায়ী এবং ৩০.০৯.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ০৮.০১.২০২৪
স্থান : কুলবেড়িয়া, দৌলতাবাদ
জেলা - মুর্শিদাবাদ
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া BOI Bank of India Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধাননগর সেক্টর -২এ, দুর্গাপুর
জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩২১২, ফোন নং - ০৩৪২-২৬৬৫৭০৩

দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)দ্রষ্টব্য]

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (প্রতিষ্ঠানের নাম)** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের অধীনে ১৩(২) ধারা অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণকে বকেয়া পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি/জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	ক) দখলের তারিখ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) বকেয়া পরিমাণ
১	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী মন্টু কুমার জৈন এবং শ্রীমতি স্নেহা সারিয়া খ) শাখা : পুরুলিয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি (জমি এবং ভবন) অবস্থিত বেসমেন্ট ফ্লোর, রোশন প্লাজা, বিটি সরকার রোড, মৌজা-নাদিহা, জেএল নং ২৯১/৩, আরএস খতিয়ান নং ১০৭৩, সিএস প্লট নং - ১৫০৭, আরএস প্লট নং -১০২৩, হোল্ডিং নং : ১৮২৯, ১৮৩০, ১৮৩১, ১৮৩২, ওয়ার্ড নং -০৫, পো- পুরুলিয়া, থানা-পুরুলিয়া টাউন, জেলা-পুরুলিয়া,পিন- ৭২১১০১ পরিমাণ এরিয়া ৩০১৫ বর্গফুট, সম্পত্তির চৈহদ্দি : উত্তরে : গৃহ নির্মাণ সরঞ্জামের দোকান, দক্ষিণে : শ্রীমতি সুধা রানি কুন্ডুর ভবন, পূর্বে : পথ/লেন হোসাইনি মহল্লার, পশ্চিমে : ভবতারণ সরকার রোড।	ক) ০৬.০১.২০২৪ খ) ২৪.০৫.২০২৩ গ) ২২,৬২,৮৯২.০০ টাকা (বাইশ লাখ বাষট্টি হাজার আটশ বিরানব্বই টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
২	ক) ঋণগ্রহীতা : শ্রী করুণেশ কুমার তিওয়ারি খ) শাখা : আপকার গার্ডেন	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি এরিয়া ৩.০ কাঠা (২১৬০ বর্গফুট বা ৫.০ ডেসিমেল) আরএস এবং এলআর প্লট নং ৬০৬, আরএস খতিয়ান নং ৮১, এলআর খতিয়ান নং ১৪৩৮, জেএল নং ৩২, বাস্তু জমি মৌজা- কন্যাপুর, পাঁচগাছিয়া, পশ্চিম বর্ধমান, আনন্দম রেসিডেন্সি, আসানসোল গোরাংদি, পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩৩৩৪, পশ্চিমবঙ্গ, নুনি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, চৌহদ্দি : উত্তরে : অভয় এবং শারদা সুমনের জমি, দক্ষিণে : রাজেশ কুমার ঝা এর জমি, পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : রাজেশ কুমার ঝা এর জমি সমন্বিত।	ক) ০৬.০১.২০২৪ খ) ০৮.০৯.২০২৩ গ) ২৩,২১,১০৩.৯৭ টাকা (তেইশ লাখ একুশ হাজার একশ তিন টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৩	ক) ঋণগ্রহীতা : মহ আদনান জাবেদ, সহ-ঋণগ্রহীতা : মহ জাবেদ আলম খ) শাখা : বার্ণপুর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত আরএস প্লট নং ৪৪৭, এলআর প্লট নং ৬৯৫, আরএস খতিয়ান নং ৪৪০, এলআর খতিয়ান নং ১৩৯০, এরিয়া ৫ ১/২ খাতা, মৌজা- গোপালপুর, জেএল নং ১০, থানা-আসানসোল, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৫ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : আসানসোল-বরাকর রোড (জিটি রোড), পূর্ব : এমডি জাবেদ আলম এর সম্পত্তি, পশ্চিম : মহ সোহরাব আলির সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) ০৬.০১.২০২৪ খ) ৩১.১০.২০২৩ গ) ১২,৮৬,৯৭১.২৫ টাকা (বারো লাখ ছিয়াশি হাজার নশো একাত্তর টাকা এবং পঁচিশ পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৪	ক) মেসার্স তারামা মিনারেল, স্বত্বা : শ্রীমতি শ্যামা চ্যাটার্জি, খ) বার্নপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত আরএস এবং এলআর প্লট নং ১০৯৩, ১১২৮, ১১২৯, এলআর খতিয়ান নং ১৭৭৪, এরিয়া ০.২৯ একর, মৌজা-পানুরিয়া, জেএল নং ১, থানা- বারাবনি, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, চৌহদি : উত্তরে : এস চ্যাটার্জির খালি জমি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : মেসার্স তারামা এন্টারপ্রাইজ, পশ্চিমে : নিমাই মাজি, ভি এস চ্যাটার্জির খালি জমি সমন্বিত।	ক) ০৮.০১.২০২৪ খ) ৩১.১০.২০২৩ গ) ১৭,৩০,৩০৭.৫৬ টাকা (সতের লাখ তিরিশ হাজার তিনশ সাত টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৫	ক) শ্রীমতি মেহেরুন্নেসা বিবি এবং শ্রী আকতারুজ্জামান, ঠিকানা : গ্রাম : নলহাটি, নজরুল পল্লি, পো এবং থানা : নলহাটি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২২০, পশ্চিমবঙ্গ। খ) রামপুরহাট শাখা।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন শ্রীমতি মেহেরুন্নেসা বিবি স্বামী আকতারুজ্জামান এর নামে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ, জেলা বীরভূম, থানা : নলহাটি, মৌজা : নলহাটি, জেএল নং ৫৩, নলহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ০৬ অধীন, প্রেমিসেস এবং হোল্ডিং নং ২২/০২, খতিয়ান নং ১৪৪৭, এলআর খতিয়ান নং ৮৮০৩, প্লট নং ১৫২০, পরিমাণ মোট এরিয়া : ১৬ ডেসিমেল অর্থাৎ ৬৯৬৯.৬ বর্গফুট (আনুমানিক), পরিবর্তিত এরিয়া (বাস্তু জমি) ০৫ ডেসিমেল অর্থাৎ ২১৭৮ বর্গফুট (আনুমানিক) এবং একতলা ভবন চৌহদ্দি : উত্তরে : আরসাদ শেক এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : কলেজ শেখ এর সম্পত্তি, পূর্বে : সামাদ শেখ এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : পথ পরবর্তীতে ডাবলু শেখ এর সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) ০৯.০১.২০২৪ খ) ১৫.০৩.২০২৩ গ) ৪,০৭,২৩৭.৯৭ টাকা (চার লাখ সাত হাজার দুশো সাঁয়ত্রিশ টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৬	ক) শ্রী মনোজ পান্ডে ঠিকানা : নলহাটি কলেজ মোড়ের নিকট, পো এবং থানা : নলহাটি, জেলা : বীরভূম, পিন : ৭৩১২২০, পশ্চিমবঙ্গ। খ) রামপুরহাট শাখা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন শ্রী মনোজ পান্ডে, পিতা রাজেন্দ্র প্রসাদ পান্ডে এর নামে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ, জেলা : বীরভূম, থানা : নলহাটি, মৌজা : করিমপুর, জেএল নং : ৫২, নলহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৩ অধীন, প্রেমিসেস/হোল্ডিং নং ২৭৪, খতিয়ান নং ৫৫৬ এবং ৬৭৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৭৭, প্লট নং ৩৫৪, পরিমাণ মোট এরিয়া ২.৩৩ ডেসিমেল অর্থাৎ ১০১৪.৯৪৮ বর্গফুট (আনুমানিক), তদস্থিত দোতলা ভবন, চৌহদ্দি : উত্তরে :সুনীল মাসকারার খালি জমি, দক্ষিণে : শ্রী সন্তোষ পান্ডের খালি জমি, পূর্বে : স্নেহলতা হেমব্রম এর সম্পত্তি, পশ্চিমে: গোপাল শেখ এর সম্পত্তি সমন্বিত।	ক) ০৯.০১.২০২৪ খ) ২৭.১০.২০২৩ গ) ৮,৬০,৬৭৬.৮৯ টাকা (আট লাখ ষাট হাজার ছশো ছিয়াত্তর টাকা এবং উননব্বই পয়সা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ
৭	ক) শ্রী মহ রহমাতুল্লা খ) সিউড়ি শাখা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত নার্সিং হোম জমি, নির্মাণ, ভবন- সম্পত্তি মহ রহমাতুল্লার নামে অবস্থিত এলআর প্লট নং ৫০১, এলআর খতিয়ান নং ১০৪৩, জেএল নং : ৫৪, মৌজা : পশ্চিম গোপালপুর, থানা : নলহাটি, জেলা : বীরভূম, নলহাটি পুরসভা অধীন। চৌহদ্দি : উত্তরে : মালিকের খালি জমি, দক্ষিণে : মালিকের নার্সিং হোম, পূর্বে : খালি জমি, পশ্চিমে : বাইপাশ রোড সংযুক্ত নার্সিং হোমের পাশ দিয়ে।	ক) ০৯.০১.২০২৪ খ) ২৬.১০.২০২৩ গ) ১,৬২,৮১,০০০.০০ টাকা (এক কোটি বাষট্টি লাখ একাশি হাজার টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ

তারিখ : ১১.০১.২০২৪
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সুজন চক্রবর্তীর উদ্দেশে বিতর্কিত পোস্ট সাংসদের !

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের একে অপরকে আক্রমণের বহর বাড়ছে। কখনও কখনও আক্রমণের মাত্রাও ছাড়িয়ে যাচ্ছে কয়েকগুণ। এবার সারমেয়র ছবি দিয়ে সিপিএম নেতাকে নজিরবিহীন আক্রমণ তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারের। রাজনৈতিক মহলের মতে, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীকে উদ্দেশ করেই নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে এই পোস্ট করেন।

একটি সারমেয়র ছবি পোস্ট করে কিছু তথ্য তুলে ধরা হয়। ছবির নীচে লেখা হয়, 'চোরের মায়ের বড় গলা।' সিপিএম নেতাকে লক্ষ্য করে এই আক্রমণ মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেই পোস্টে অপরূপা দাবি করেন, সুজন চক্রবর্তীর বাড়িতে একটি পোষ্য ছিল। সেই সারমেয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পুলিশ ডগ স্কোয়াডে চাকরি করত। নিয়ম অনুযায়ী সারমেয়দের মালিককে এক্ষেত্রে বেতন দেওয়া হয়। অপরূপা এরপর দাবি করেন, সেই সারমেয় পেনশন পেত। সারমেয় বেতন এবং পেনশন নিতেন সুজন চক্রবর্তী বলে দাবি করেন তিনি।

যদিও গোটা অভিযোগের মধ্যে কোথাও সুজন চক্রবর্তীর ছবি তিনি ব্যবহার করেননি। তবে অনেকেই মনে করছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর উদ্দেশে তিনি এই পোস্ট করেছেন। যদিও তাঁর তোলা পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। দুর্নীতি সহ একাধিক বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। সেই প্রেক্ষিতেই সিপিএম নেতাকে পালটা সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্রমণ তৃণমূল সাংসদের বলেই ধারণা রাজনৈতিক মহলে।

১০০ দিন কাজ প্রকল্পে কলাগাছ রোপণের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গাজোল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ১০০ দিন কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে কলাগাছ রোপণ করার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের রসিকপুর এলাকার অন্তত সাতজন উপভোক্তা এই প্রকল্পের কলাগাছের চারা না পেয়ে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

তাঁদের অভিযোগ, ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে কলাবাগানের উপভোক্তা হিসাবে তাঁদের নাম বরাদ্দ হয়েছিল। পরবর্তীতে ২০২১-২২ অর্থ বর্ষে তাঁদের এই প্রকল্পের কাজ করার জন্য একটি করে সাইনবোর্ড দেওয়া হয় নিজস্ব জমিতে টাঙানোর জন্য। পরবর্তীতে আর কোনও সহযোগিতা মেলেনি। এমনকি দেওয়া হয়নি কোনও কলাগাছের চারাও। ফলে এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে যে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন গাজোল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রসিদপুর গ্রামের সাতজন উপভোক্তা।

রসিকপুর গ্রামের উপভোক্তাদের দাবি, নিজেদের জমি দেখিয়ে মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্ম নিশ্চয়তা প্রকল্পে কলাবাগানের চারা রোপণের আবেদন তাঁরা করেছিলেন। পুরো কাজটি একশো দিন কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অদ্ভুত ভাবেই এই প্রকল্পে তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত হলেও পরবর্তীতে পাওয়া যায়নি। গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন জানিয়েছেন, 'বিষয়টি অনেক পুরনো হলেও এখন সেটি নতুন করে জানা গিয়েছে। আমরা এব্যাপারে জেলা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।'

গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন জানিয়েছেন, 'গতবছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমি সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছি। তবে এই কাজটি অনেক বছর আগের সেই সময় পঞ্চায়েতে আমি ছিলাম না। এখন নতুন করে তৃণমূল পরিচালিত গাজোল পঞ্চায়েত সমিতি গঠন হয়েছে। তবে গাজোল ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে কয়েকজন উপভোক্তার জমিতে শুধু সাইনবোর্ড লাগানো আছে। কলাগাছ লাগানো হয়নি। কী ভাবে এত বড় গাফিলতি হল তা অবশ্যই খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

Notice Inviting E-tender

E-tenders are invited for 1) computers and 2) CCTV. For submitting e-tenders please visit www.wbtenders.gov.in
Last date for submission of e-tenders is 27.01.2024.
Sd/-
Principal
Sammilani Mahavidyalaya, Kolkata

বনভূমিতে আগুন লাগানোর ঘটনায় শোরগোল গোঘাট জুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বনভূমি ধ্বংসের অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। যারা এই সবুজায়ন বা বনভূমি ধ্বংসের সঙ্গে যুক্ত তাদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে এলাকার মানুষ। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির আরামবাগের গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বুঁইতা এলাকায়। জানা গেছে, আরামবাগ মহকুমার গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বুঁইতা এলাকায় শ্মশান চুল্লির পাশে বনসৃজন প্রকল্পের গাছ লাগিয়ে বিস্তৃণ এলাকা জুড়ে বনভূমি তৈরি করা হয়। বছর দুয়েক আগে গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত এই বনভূমি তৈরি করেছিল। অশ্বথ, বট, শিশুগাছ, আম, জাম সহ বিভিন্ন রকমের ফলের গাছও লাগানো হয়। স্থানীয় পরিবেশপ্রেমীরাও ওই জায়গায় গাছ লাগান। তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের গাছ। যা বাঁচানোর জন্য নিজেদের বাবা ও মায়ের নামেও ওই বনভূমিতে গাছ বসাতেন। এমনটাই জানাচ্ছেন গোঘাটের পরিবেশ প্রেমী অসিত মুখার্জি। তিনি বলেন, গাছগুলিকে নৃশংসভাবে আগুনে পুড়িয়ে কি আনন্দ পেয়েছে জানি না। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ঈশ্বরই বিচার করবেন। তবে মানুষকে সচেতন হতে হবে। স্থানীয়রাই প্রথম দেখেন বনভূমিতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। নষ্ট হয়ে গিয়েছে বনভূমির গাছপালা। সবুজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। গাছের গোড়ায় আগুন লাগায় শুকিয়ে গিয়েছে গাছের ডাল পালা। এই ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে এলাকার মানুষ। কে বা কারা রাতের অন্ধকারে এই বনভূমিতে আগুন লাগিয়েছে তা জানা যায়নি। তবে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছে এলাকার মানুষ তপনবাবু। সবুজায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই গাছ লাগানো হয়। মূলত পরিবেশ সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখার জন্যই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। গাছগুলি প্রায় ১২ থেকে ১৫ ফুট পযন্ত লম্বা হয়ে যায়। চারিদিক সবুজের ছোঁয়ায় পরিবেশ মনোরম হয়ে ওঠে। শীতের মরসুমে পাতা ঝড়তে থাকে। এই রকম পরিস্থিতিতে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা গাছগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয়। বহু গাছ আগুনের জেরে নষ্ট হয়ে যায়। এই বিষয়ে গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শান্তনা মান্না বলেন, গোঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সবুজায়ন করার জন্য গাছগুলো লাগানো হয়েছিল। গাছ কাটার জন্য কোনও অনুমতি দেওয়া হয়নি। প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছি। পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মনোরঞ্জন পাল বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। ৫০ থেকে ৬০ টি গাছ নষ্ট হয়ে গেছে। গোঘাটের সিপিআইএম নেতা অভয় ঘোষ বলেন, লুট করা যাদের স্বভাব তারা গাছ কাটবে। তাদের থামানো যাবে না। কঠোর আইনত পদক্ষেপ নিলে তবেই গাছ ধ্বংস বন্ধ হবে। বনদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে বনদপ্তর আধিকারিক আনারুল ইসলাম জানান, খুব দুঃখজনক ঘটনা। তবে এটি পুলিশ প্রশাসনের বিষয়। সবমিলিয়ে গাছে আগুন লাগানোর ঘটনায় নিন্দার ঝড় জেলা জুড়ে।

সিসিটিভি বন্ধ করে লকারের সোনা গায়েবের অভিযোগে ধৃত ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: লকার থেকে সোনা গায়েব করার অভিযোগ উঠল খোদ ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। শুধু অভিযোগ, সিসিটিভি বন্ধ করে সোনা হাতিয়ে নিলেন বেসরকারি স্বর্ণ ঋণ প্রদানকারী সংস্থার ম্যানেজার। এই ঘটনার ১২ দিন পর অভিযুক্তকে হাতেনাতে পাকড়াও করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপাড়ার জেকে স্ট্রিটের একটি স্বর্ণ ঋণ প্রদানকারী সংস্থায়। জানা গিয়েছে, গত ২৯ ডিসেম্বর উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয় সংস্থার পক্ষ থেকে। সেই অডিটে গরমিল ধরা পড়ায় দায়ের হয় লিখিত অভিযোগ। বলা হয় কোটি টাকার সোনার হিসাব মিলছে না। এরপর থেকে ম্যানেজার সঞ্জীব দত্ত নিখোঁজ ছিলেন। পুলিশ তাঁর খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালায়। শেষে একটি ফোন কলই ধরিয়ে দেয় তাঁকে। পুলিশ সূত্রে খবর, পালানোর পর থেকেই মোবাইল ফোন সুইচ অফ করেন দেন অভিযুক্ত। কিন্তু তাঁর ফোনের একটি কল লিস্ট ঘেঁটে দেখার পর একটি কল দেখেই সন্দেহ হয় পুলিশের। তখনই তৎপর হয় উত্তরপাড়ার থানার পুলিশ। একটি দল গঠিত হয় অভিযুক্তকে হাতেনাতে পাকড়াও করার জন্য।

এরপর দিঘার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। তবে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেও প্রথমে হাতে আসেননি সঞ্জীব। দিঘার বিভিন্ন হোটেলে তল্লাশি চালাতে থাকে তারা। এরপর মঙ্গলবার সকালে সঞ্জীব দত্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। বিকেলে উত্তরপাড়া থানায় নিয়ে আসে। স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। বুধবার শ্রীরামপুর আদালতে পেশ করা হয় তাঁকে।

Nalikul Purba Gram Panchayat
Nalikul, Haripal, Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the experienced & bonafied resourceful contractor for different development works of **NIT No.: 013/NPG/2023-24 (Sl.- 1 to 4) & Memo No.: 007/NGP/2024, Date: 09.01.2024.** Fund: 5th FC (Tied) and 6th FC (Untied). **NIT No.: 014/NPG/2023-24 (Sl.- 1 to 2) & Memo No.: 008/NGP/2024, Date: 09.01.2024.** Fund: 6th FC (Untied). Bid Submission Start Date (Online): **10.01.2024 at 17:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date (Online): **22.01.2024 up to 17:00 Hrs.** Bid Opening Date (Online): **29.01.2024 at 11:00 Hrs.** For more details visit **www. wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Nalikul Purba Gram Panchayat

SHORT TENDER NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY
NABADWIP, NADIA
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabdwip Nadia.
Tender title:-NIT NO:-NM/PWDT/NIT-052A/2023-2024 TO NM/PWDT/NIT-052F/2023-2024. Tender ID:-
2024_MAD_641998_1,
2024_MAD_641998_2,
2024_MAD_641998_3,
2024_MAD_641998_4,
2024_MAD_641998_5,
2024_MAD_641998_6.
Type of Work:- Construction of Bus Stand
Bid Submission start Date:- 11-01-2024, Bid Submition End Date:-02-02-2024 at 5.00 PM.
N.B.: Any other information may be had on enquiry from office of **Nabadwip Municipality** in working day and Govt. Website : https://wbtenders.gov.in also given https://nabadwipmunicipality.in
Chairman
Nabadwip Municipality

E-TENDER NOTICE
Tender are invited by the undersigned against **NIT No.-02/2023-24 dt. 05.01.2024** for Repairing, renovation of floor, wall etc., misc. aluminium allied work and painting (both exterior & interior wall) of Administrative building, of Estimated value Rs. 7,43,688.00. The last date of issue of Tender Paper is on 25.01.2024. The details information available in website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Officer-in-Charge
WBCADC, Deganga Project

Garibpur Gram Panchayat
Domkal Development Block
Jitpur, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender
e-Tender Notice is hereby invited from experienced and resourceful bidders for execution different development works vide **NIT No. 05/PRODHAN/GARIBPUR GP/2023-24, Date: 08.01.2024,** are invite from **08.01.2024** to **23.01.2024** of Garibpur GP, for 4 (Four) nos. Civil Works up to **02:00 PM.** Details information visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Garibpur Gram Panchayat

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
টেন্ডার নোটিস নং ঃ [illegible] তারিখ ০৯.০১.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি/খড়্গপুর-৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য [illegible] ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে [illegible]। কাজের বিবরণ ঃ [illegible] টেন্ডার মূল্য ঃ ২০,৬২,৯৬০.৯২ টাকা। প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ ৪১,৩০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য। খোলার তারিখ ঃ ৩০.০১.২০২৪। সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ ১২ মাস। দাখিলের তারিখ ঃ ৩০.০১.২০২৪ [illegible]। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-1013)

NIT No. SFDC/MD/NIT-38(e)/2023-24 {2nd Call}, SFDC/MD/NIT-39(e)/2023-24 {2nd Call} & SFDC/MD/NIT-40(e)/2023-24 {2nd Call}
SFDC Ltd. invites 03 (three) nos.e-tender for the work "**(i)** Dry dock of fish landing centre at Haripur, **(ii)**Reclamation with Protection work,road with drain & dry dock in connection with construction of fishing harbor at Namkhana, **(iii)** 25 MT Ice Plant in connection with construction of fish landing centre at Haripur". Bid submission end date on **02/02/2024 up to 4.00 p.m.** Technical Bid opening date on **06/02/2024 at 4.00 p.m.** For details, please visit our website - www.wbsfdcltd.com or https://wbtenders.gov.in.

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৯.০১.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ঃ ১; টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৭৮-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/III/শিয়ালদহ-এর আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার রানাঘাট-এর অধীনে আকাইপুর হল্ট, বঙ্কিম নগর হল্ট, বাথনা কৃত্তিবাস হল্ট, ভায়না হল্ট, কুপারস হল্ট, ময়ূর হাট হল্ট, নব রায়নগর হল্ট, পাঁচবেড়িয়া হল্ট, শান্তিপুর জংশন-এ পাইপ লাইনের দ্বারা জল সরবরাহের প্রস্তাব। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯২,৮৫,৬৯৯.৫৫ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৪৬,৪০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ২; টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৭৯-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** সিনিয়র ডিইএন/III/শিয়ালদহ-এর আওতাধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার বহরমপুর কোর্ট-এর অধীনে ভাবতা, নিউ বলরামপুর হল্ট, পীরতলা হল্ট, রেজিনগর, সারগাছি, সিরাজনগর হল্ট, সোনাডাঙা এবং ধুবুলিয়া-তে পাইপ লাইনের দ্বারা জল সরবরাহের প্রস্তাব। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৯৩,৪৭,০৩৭.০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,৪৬,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ক্র. নং. ১ এবং ২-এর জন্য ০৫.০২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং. ১ এবং ২-এর জন্য ০৬ (ছয়) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। SDAH-336/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide **Rampara-II GP/2023-24**, With Vide Memo **No. II GP/2023-24, Dated: - 09-01-2024,** The Last date for online submission of tender is **27/01/2024 upto 09.00 A.M.** For details please visit website: - **htpp://wbtenders. gov.in**
Sd/-, Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 25/EO/2023-24
E-Tenders are invited for 1 nos Civil works. Bid Submission start- **09/01/2024**, Ends- **25/01/2024.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

Office of the SAHEBNAGAR GRAM PANCHAYAT
Sahebnagar, Jalangi, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender **No. MSD/SAHGP/ Jalangi/07/5th SFC (Tied)/2023-24 vide Memo No. 576/1(12)/ SAHGP, Date-10/01/2024.** Last date of submission of bid (online)- **27/01/2024 upto 10.00 am.** For details please visit website- **http://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign
Sd/- Prodhan
Sahebnagar G.P. Jalangi Block

CHAKMANIK GRAM PANCHAYAT
E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no:
1) **Chak/10/Untied/24 Date : 09.01.2024**
2) **Chak/11/Tied/24 Date : 09.01.2024**
3) **Chak/12/Tied/24 Date : 09.01.2024**
At different place within at CHAKMANIK GRAM PANCHAYAT under B/Budge II Block, South 24 Pgs. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan
Chakmanik Gram Panchayat
Chakmanik, Bawali, South 24 Parganas

'সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশুনার উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কাজ করছেন'

মন্তব্য করলেন সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা বিষয়ক মন্ত্রী তজমুল হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী লাগাতার খেলাধুলা, সংস্কৃতিক পরিবেশ সহ সর্বক্ষেত্রে যে ভাবে উন্নয়ন করছেন তা নজিরবিহীন। সংখ্যালঘু ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশুনার উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী কাজ করছেন। তার নির্দেশেই আমরা কাজ করছি। বুধবার বারাসাত কাছারি ময়দানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৩-২০২৪ এর উদ্বোধন করতে এসে এমনই মন্তব্য করেন সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা বিষয়ক মন্ত্রী তজমুল হোসেন। এদিন তিনি এই প্রতিযোগিতার অন্যতম উদ্যোক্তা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদকে অভিনন্দ জানিয়ে বলেন, এই প্রতিযোগিতা উত্তর উত্তর আরও বৃদ্ধি পাবে রাজের মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর কল্যাণে। এদিন তিনি প্রতিযোগীদেরকেও উৎসাহিত করেন। এদিন নারায়ণ গোস্বামী বলেন, রাজ্যের এক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন মাদ্রাসাগুলিতে জঙ্গি কার্যকলাপ হয়। তবে রাজ্যে পালা বদলের পর রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় এসে মাদ্রাসা শিক্ষার অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছেন। মাদ্রাসা শিক্ষার মান ক্রমান্নয়ে বেড়ে চলেছে বলে দাবি করেন নারায়ণ গোস্বামী। এদিন একেএম ফারহাদ জানান, ১৪ তম জেলা মাদ্রাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় জেলার ৯৪টি মাদ্রাসার ৪টি বিভাগের ৬১ ইভেন্টে ৭৫০ ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে যারা প্রথম হবেন তারা আগামী ১৫-১৭ জানুয়ারি মালদা ও মুর্শিদাবাদে রাজ্যস্তরে প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। তিনি আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর আনুকুল্যে মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলার প্রবণতা বেড়েছে। বিশেষ করে ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ বেড়েছে। সেই লক্ষেই এবছরে প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এদিন মন্ত্রী ও কর্মাধ্যক্ষ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বীবেদি, সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজী, নিমাই ঘোষ, সুনীল মুখার্জি, মাদ্রাসা বোর্ডের উপ সচিব আজিজার রহমান সহ অন্যান্যরা।

নাবালিকা ছাত্রীকে নিয়ে পালানোর অভিযোগ প্রৌঢ় শিক্ষকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: বারো বছর বয়সি নাবালিকাকে নিয়ে পালানোর অভিযোগ সাতান্ন বছরের এক স্কুল শিক্ষক। এ নিয়ে ইতিমধ্যেই তোলপাড় শুরু হয়েছে হাওড়ার শ্যামপুর থানার আন্টিলাপাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, ওই এলাকার এক সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীর বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক দেবব্রত মান্নার। দেবব্রতবাবুর সঙ্গে ওই ছাত্রীর পরিবারের যাতায়াতও ছিল। দাদুর বয়সি দেবব্রতবাবুর সঙ্গে ওই ছাত্রীর সম্পর্ক নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই কেউ তেমন মাথা ঘামাননি। কিন্তু গত সোমবার ওই ছাত্রী স্কুলে যাওয়ার নাম করে বের হয় এবং আর বাড়ি ফেরেনি। সারাদিন খোঁজখবর করেও কোনও হদিশ না পেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই শ্যামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ছাত্রীর পরিবার।

দেবব্রতবাবুর বিরুদ্ধে ছাত্রীকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। এদিকে দু'জনেরই ফোন সুইচ অফ বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই শিক্ষকের পোশাক বেশভূষা দেখে বোঝাই যায় না তাঁর বয়স সাতান্ন। এলাকায় রীতিমতো হিরোর ইমেজেই থাকেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সব রকম সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে পাশাপাশি খোঁজ চালানো হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং. ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৮.০১.২০২৪। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা- ৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৮০-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে বজবজ ইয়ার্ড লাইনে ব্রীজ নং. ২-সিএইচ-এর রি-গার্ডারিং-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৫১,৬৩,৪৪২.০০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,২৫,৮০০.০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০২.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। টেন্ডার নথি এবং বিশদ **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। ভারতীয় রেলওয়ের প্রামাণ্য সাধারণ শর্তাবলী চুক্তি ২০২২ অনুসারে ই-টেন্ডার ফর্মের মূল্য শূন্য। SDAH-335/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ঃ ১২_২০২৩-২৪, তারিখ ০৯.০১.২০২৪। ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার / ইঞ্জিনিয়ারিং (গতি শক্তি ইউনিট), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/ সিপিডব্লুডি/এসইবি/ এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** ডেপুটি সিপিএম/ জিএসইউ/হাওড়ার অধীনে মশাগ্রাম স্টেশনে দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ে থেকে পূর্ব রেলওয়ের মধ্যে সংযুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে খাদান থেকে মশাগ্রামে (প্রায় ২.২ টিকেএম) এবং আপ লুপ সরিয়ে জৌগ্রামে আপ এইচবিসি এবং আপ লুপ (প্রায় ১.০ টিকেএম)-এর মধ্যে পিএফ-এর ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে জৌগ্রাম মেশিনে গুঁড়ো করা ট্র্যাক ব্যালাস্ট পাথর সরবরাহ, স্তূপাকারে জমা ও সেস-এর ওপর ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৪০,৫৫,৪৩০.০০ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ২,৭০,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** ০.০০। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৬ (ছয়) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.০১.২০২৪ তারিখ দুপুর ২ টো। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রদেয় বায়না অর্থ এবং টেন্ডার নথির মূল্য প্রদান ঃ ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতেই গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড্ ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। HWH-437/2023-24
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/404/23-24/2nd Call Dated 10.01.2024	Erection, Testing, commissioning of Mini Mast Light with 4 nos of 110 watt LED Flood Light incliding Allied work at various important places of ward no.-5 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 4,23,224.00

Bid Submission end date: **31.01.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman,
Rajpur-Sonarpur Municipality

BELDANGA MUNICIPALITY
Murshidabad
NOTICE
It is hereby notified that SWM Rules, 2016 byelaw has prepared by Beldanga Municipality. As per BOC decision the stake holders of the Municipal areas are requested to accept the byelaw or to make objection, if any, in the matter within 10 (ten) days of publication of the bye law at the office notice board.
Chairman, Beldanga Municipality

BANASHYAMNAGAR GRAM PANCHAYAT
Patharprtima Block, District South 24 Parganas
ABRIDGED NIT
On behalf of **Banashyamnagar Gram Panchayat** of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids **for Construction of CC & BP Road NIT No28/BNGP/Untied/2024 to 31/BNGP/Untied/2024. 4 Nos @ 292705/-,293452/- 7 Nos Tube well 20/BNGP/Tie/2024** to **26/BNGP/Tied/2024 7nos @ 201139/- -Two nos Toilet @ Rs-290089/- 32/bngp/Untied/2024** to **33/bngp/untied/2024**. The Estimated Cost excluding GST & L. Cess. **The period of bid submission is 10:00 AM of 10th Jan. 2024 to 10:00 AM of 27th Jan 2024.** For details, please visit to **wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan,
Banashyamnagar Gram Panchayat

কেন্দ্রের বঞ্চনার অভিযোগ, প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বাংলার প্রতি কুৎসা, অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য ১০০ দিনের বকেয়া কাজের টাকা ও আবাস যোজনার পাওনা টাকার দাবিতে বাইক মিছিল করল গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের পেটবিন্ধি অঞ্চল তৃণমূল। প্রায় ২৫০টি বাইক নিয়ে তৃণমূলের মিছিলটি পুরো পেটবিন্ধি অঞ্চল পরিক্রমা করে। মিছিল থেকে বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বিজেপির অপপ্রচার ও কুৎসার প্রতিবাদ জানানো হয়। পাশাপাশি দাবি তোলা হয় রাজ্যের একশো দিনের বকেয়া ও আবাস জোযনার টাকা প্রদানের। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর-২ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি টিঙ্কু পাল, রাজ্য তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি স্বপন পাত্র, পেটবিন্ধি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শঙ্কর প্রসাদ দে, ব্লক নেতৃত্ব দীপক চৌধুরী,অমৃত ঘোষ, সুব্রত পাল, যুব নেতৃত্ব দেবব্রত বাগ এবং অঞ্চল, বুথ নেতৃত্ব সহ কর্মী-সমর্থক। মিছিল শেষে অঞ্চল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত প্রধান শঙ্কর প্রসাদ দে জানান, কেন্দ্র সরকারের একাধিক জনস্বার্থ বিরোধী নীতি ও বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে এদিনের এই বাইক মিছিল হয়।

লোকসভা নির্বাচনের আগে নদিয়ায় বিজেপির ভারত বিকাশ সংকল্প যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: লোকসভা নির্বাচনের আগে নদিয়ায় শুরু হল বিজেপির ভারত বিকাশ সংকল্প যাত্রা। কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি, রাজ্যের গ্রাম অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে এবং যে সমস্ত প্রকল্প এখনও পর্যন্ত সাধারণ মানুষ অবগত নয়, সেই সমস্ত প্রকল্পের কথা সাধারণ মানুষের দ্বারে পৌঁছে দিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এই উদ্যোগ। যার জেরে আপামর গ্রামবাসী ভারতবর্ষের কোনায় কোনায় যাঁরা বসবাস করছেন, তাঁরা কী ভাবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির আওতায় আসতে পারেন এবং বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা পেতে পারেন, তারই প্রচার করা হবে এই ভারত বিকাশ সংকল্প যাত্রার মধ্য দিয়ে। যেহেতু নদিয়ার ফুলিয়া কৃত্তিবাস এলাকা রামায়ণের বাংলা রচয়িতা কবি কৃত্তিবাসের জন্মভিটে, তাই কৃত্তিবাস উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে বুধবার বিকেলে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ট্যাবলো সহযোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির সুবিধা এবং আরও যে সমস্ত প্রকল্প যা মানুষের অজানা, সেগুলি সাধারণ মানুষকে জানাতে এই ভারত বিকাশ সংকল্প যাত্রা বিজেপির। এদিনের এই সংকল্প যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, কল্যাণী বিধানসভার বিধায়ক অম্বিকা রায় সহ নদিয়া জেলার একাধিক বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। এদিন নাম সংকীর্তন সহকারে বাইক র‍্যালি এবং ট্যাবলো নিয়ে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সংকল্প যাত্রার র‍্যালি পৌঁছে গিয়ে সাধারণ মানুষকে জানাবে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা।

দলীয় নির্দেশে উত্তরণ ২০২৪ পালন মধ্যমগ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ও রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির অনুমতিক্রমে গত ১ জানুয়ারি থেকে মধ্যমগ্রাম ২০ নম্বর ওয়ার্ডে শুরু হয়েছে দলীয় কর্মসূচি। চলবে আগামী ৩০ তারিখ পর্যন্ত। ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস, যুব তৃণমূল ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে যৌথ উদ্যোগে শুরু হয়েছে উত্তরণ ২০২৪। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছিলেন বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা বারাসতের সাংসদ ড. কাকলি ঘোষ দস্তিদার, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, মধ্যমগ্রাম শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ নন্দী সহ অন্যান্যরা। মধ্যমগ্রাম শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক দেবদূত রায় জানান, নিত্যদিনের কর্মসূচি মোতাবেক থাকছে ফুটবল প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির। ২০২৩ বর্ষের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রছাত্রী সংবর্ধনা, ২০২৪ সালের মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান, বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন সহ নানান কর্মসূচি। আর প্রতিদিন সন্ধ্যা থেকে থাকছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত
মথুরাপুর- ২নং পঞ্চায়েত সমিতি
Mail ID: d.bakultala@gmail.com
E-TENDER & OFFLINE TENDER NOTICE
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প রুপায়নের জন্য (5th SFC Fund হইতে) যে দরপত্রগুলি আহ্বান করছেন, তাহার NIT No. DBGP/5th SFC/UNTIED FUND/ROAD/E-NIT-09/2023-24, DBGP/5th SFC/UNTIED FUND/REPAIRING ROAD/E-NIT-10/2023-24,DBGP/5th SFC/ UNTIED FUND/REPAIRING OF TUBEWELL PLATFORM/E-NIT-11/2023-24,DBGP/5th SFC/Office Equipments/2023-24/12 Date 10/01/2024 বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** এবং দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যোগাযোগ করুন।
প্রধান/
দিঘীরপাড় বকুলতলা গ্রাম পঞ্চায়েত

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021
ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT / NIQ No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
161/GPW/ WBFDC/2023-24	Supply of Safety Article for Labourers at MTPS/DVC under Mejia URF Range.	11.01.2024	24.01.2024

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Shankarpur-I Gram Panchayat
Vill.+P.O.: Shankarpur, P.S.: Baruipur, Dist.: South 24 PGS., Pin-743610
Notice Inviting Tender
e-Tender is invited from the experiecned bidders for execution of different development works vide **NIT No.: 22, Memo No.: 17/SGP-I/23-24, Date: 10.01.2024. Scheme- 1 No., NIT No.: 23, Memo No.: 18/SGP-I/23-24, Date: 10.01.2024. Scheme- 4 Nos. NIT No.: 24, Memo No.: 19/SGP-I/23-24, Date: 10.01.2024. Scheme- 8 Nos. Fund: 15th FC (Tied, 1st Installment 2023-2024) & 15th FC (Tied, 2nd Installment 2023-2024).** Date of publish of Tender: **10.01.2024 from 05:30 PM.** Last Date of Submission: **23.01.2024 upto 02:00 PM.** Date of opening of Tender: **25.01.2024 at 02:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Shankarpur-I Gram Panchayat

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 210, KOLKATA, THURSDAY, 11 JANUARY 2024, PAGE 8

প্রকাশ্যে এল কিষান ও আইয়ারের দল থেকে বাদ পড়ার আসল কারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজে এবং দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ওয়ানডে সিরিজে শ্রেয়াস আইয়ার ছিলেন ভারতের সহ-অধিনায়ক। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই সিরিজে তিন ম্যাচ খেলে দুটি অর্ধশতক করেন ঈশান কিষান। অথচ আগামীকাল আফগানিস্তানের বিপক্ষে শুরু হতে যাওয়া তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে কিষান, আইয়ারের কেউই ভারতীয় দলে নেই!

না, কিষান ও আইয়ার চোটে পড়েননি। অনেকে মনে করতে পারেন, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বছর হওয়ায় নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্ট অনেককেই বাজিয়ে দেখতে চাইছে। তাই কিষান-আইয়ারকে বিশ্রাম দিয়ে অন্যদের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা এমন কিছু নয়।

ভারতের বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, শাস্তিস্বরূপ কিষান ও আইয়ারকে আফগানিস্তান সিরিজের দলে রাখা হয়নি। প্রায় ১৪ মাস পর রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ফেরার খবরে কিষান-আইয়ারের বাদ পড়ার কারণ অনেকটাই আড়ালে চলে গিয়েছিল।

তা কী অপরাধ করেছেন তাঁরা? দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের টেস্ট দলে কিষানকে রেখেছিলেন অজিত আগারকারের নেতৃত্বাধীন ভারতের নির্বাচক প্যানেল। তবে সিরিজ শুরুর সপ্তাখানেক আগে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বাড়িতে ফেরার কথা বলে বিসিসিআইয়ের কাছে ছুটি চেয়ে নেন। কিন্তু ২৫ বছর বয়সী উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান দেশে না ফিরে যান দুবাইয়ে। সেখানে মহেন্দ্র সিং ধোনির সঙ্গে একটি পার্টিতে মৌজ-মাস্তিতে মেতে ওঠেন।

এরপর দেশে ফিরে 'কৌন বানেগা ক্রোড়পতি' (কে হতে চায় কোটিপতি) নামের টিভি কুইজ শোতে অংশ নেন। সেখানে কিষানের সঙ্গে ছিলেন ভারতের নারী ক্রিকেট দলের ওপেনার স্মৃতি মান্দানা। জনপ্রিয় এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক বিখ্যাত বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন।

বাড়ি ফেরার কথা বলে পার্টি ও কুইজ শোতে অংশ নেওয়াকে কিষানের 'মিথ্যাচার' মনে হচ্ছে নির্বাচক কমিটির প্রধান আগারকারের। যে কারণে শাস্তি হিসেবে তাঁকে আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে বাদ দেওয়া হয়। আইয়ারের বাদ পড়ার কারণ আলাদা। ২৯ বছর বয়সী এই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে দুটি টেস্টেই খেলেছেন। কিন্তু চার ইনিংস মিলিয়ে করেছেন মাত্র ৪১ রান। আইয়ারের শট বাছাই নিয়ে তাঁর ওপর বেজায় চটেছিলেন নির্বাচকেরা। যে কারণে সফর শেষে দেশে ফিরেই আইয়ারকে রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে বলেছিলেন।

কিন্তু আইয়ার নির্বাচকদের কথায় রাজি হননি। মুম্বাইয়ের এ ব্যাটসম্যান প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে বিশ্রাম চান। বিসিসিআই তাদের প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট রঞ্জি ট্রফিকে সব সময়ই গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। অথচ সেই টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে খেলতে আইয়ার অনীহা দেখানোয় শাস্তি হিসেবে তাঁকেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে বিবেচনা করেননি আগারকার।

আগারকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি কড়া ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, যাঁরা টেস্ট ও প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটকে গুরুত্বসহকারে নেবেন না, জাতীয় দলের কোনো সংস্করণেই তাঁদের জায়গা হবে না।

নির্বাচকেরা আরও জানিয়েছেন, শুবমান গিলের কঠোর পরিশ্রম ও রিংকু সিংয়ের পারফরম্যান্স তাঁদের নজর কেড়েছে। সম্প্রতি টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডেতে অভিষেক হওয়া রিংকু শিগগিরই টেস্ট দলেও সুযোগ পাবেন।

আইয়ার অবশ্য রঞ্জি ট্রফির দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে খেলবেন। আগামী শুক্রবার শুরু হতে চলা অন্ধ্র প্রদেশের বিপক্ষে ম্যাচে তাঁকে দলে রেখেছে মুম্বাই। তবে কিষান তাঁর রাজ্য দল ঝাড়খন্ডের হয়ে রঞ্জি ট্রফিতে খেলবেন কি না, এখনো জানা যায়নি।

বুমরা-সিরাজরা এগোলেন আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়েও

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিউল্যান্ডসের উইকেটে পুরো ফায়দা লুটেছিলেন ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার পেসাররা। ব্যাটসম্যানদের জীবন অতিষ্ঠ করে ক্রিকেট ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম টেস্ট উপহার দিয়েছেন তাঁরা। আজ প্রকাশিত সর্বশেষ আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়েও প্রভাব পড়েছে সেটির। কেপটাউন টেস্টের পারফরম্যান্স দিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ে বলার মতো এগিয়েছেন যশপ্রীত বুমরা, মোহাম্মদ সিরাজ ও লুঙ্গি এনগিডি।

কেপটাউন টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট নেওয়া ভারতীয় পেসার যশপ্রীত বুমরা সতীর্থ রবীন্দ্র জাদেজাকে পেছনে ফেলে উঠে এসেছেন চারে। এক ধাপ এগিয়েছেন বুমরা।

ম্যাচের প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া আরেক ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ সিরাজ উঠে এসেছেন ক্যারিয়ারসেরা অবস্থানে। ১৩ ধাপ এগিয়ে সিরাজ উঠে এসেছেন ১৭ নম্বরে। দক্ষিণ আফ্রিকার এনগিডি ৯ ধাপ এগিয়ে

উঠেছেন ২৮ নম্বরে।

তবে ওই ম্যাচে ৪ উইকেট নিলেও পিছিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার আরেক পেসার কাগিসো রাবাদা। তাঁকে তিনে ঠেলে দুইয়ে উঠে এসেছেন অস্ট্রেলিয়ার প্যাট কামিন্স। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক সিডনি টেস্টে ৬ উইকেট নেওয়ার পুরস্কার পেয়েছেন।

সিডনিতে ৫ উইকেট নেওয়া কামিন্সের সতীর্থ জশ হ্যাজলউড চার ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন সাতে। হ্যাজলউডের কারণে অবশ্য শীর্ষ ১০ থেকে ছিটকে গেছেন তাঁর সতীর্থ নাথান লায়ন। এক ধাপ পিছিয়ে ১১-তে নেমেছেন এই অফ স্পিনার।

সিডনিতে দুই ইনিংসেই ৫০ ছাড়ানো অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান মারনাস লাবুশেন তিন ধাপ এগিয়ে উঠেছেন চারে। ব্যাটিংয়ে ১০ ধাপ এগিয়ে ১৭-তে উঠেছেন পাকিস্তানের উইকেটকিপার, ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ রিজওয়ান। নিউল্যান্ডসের মাইনফিল্ডে অসাধারণ এক সেঞ্চুরি পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকান ব্যাটসম্যান এইডেন মার্করাম ৯ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ২০তম স্থানে।

এগিয়েছেন ভারতের দুই অভিজ্ঞ ব্যাটসম্যান বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাও। কোহলি তিন ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ছয়ে, চার ধাপ এগিয়ে রোহিত উঠেছেন ১০-এ।

ব্যাটিং, বোলিং ও অলরাউন্ডার; তিন বিভাগেই শীর্ষে কোনো পরিবর্তন নেই। নিউজিল্যান্ডের কেইন উইলিয়ামসন, ভারতের রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজা ধরে রেখেছেন নিজেদের জায়গা।

ধর্ষণের মামলায় ৮ বছরের কারাদণ্ড লামিচানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ধর্ষণের দায়ে নেপালের সাবেক অধিনায়ক সন্দীপ লামিচানেকে আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন নেপালের একটি আদালত। পাশাপাশি তাঁকে ৩ লাখ নেপালি রুপি জরিমানার সঙ্গে ভুক্তভোগীকে ২ লাখ রুপি ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে দ্য কাঠমান্ডু পোস্ট।

২৩ বছর বয়সী লামিচানেকে এক সময় নেপাল ক্রিকেটের পোস্টার বয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো। এ লেগ স্পিনারের মাঠের সাফল্যে হিমালয়ের কোলের দেশটির খেলার মর্যাদাও তুলে ধরেছিল।

২০২২ সালে কাঠমান্ডুর একটি হোটেলে একজন তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হয় লামিচানের বিরুদ্ধে। তবে এরপর জামিনে মুক্ত পান তিনি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও ফেরেন।

গত ডিসেম্বরে এ মামলায় লামিচানেকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। তবে এর আগে ধারাবাহিকভাবে শুনানিতে বিলম্ব হয়েছিল, যাতে

লামিচানে খেলার সুযোগও পান। অবশেষে বুধবার এ মামলার রায় ঘোষণা করা হলো।

কাঠমান্ডুর জেলা আদালতের কর্মকর্তা রামু শর্মা বার্তা সংস্থা এএফপিকে বলেন, 'আদালত তাকে আট বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন।'

তবে লামিচানে এ মামলায় গ্রেপ্তার ছিলেন না, রায় ঘোষণার সময় আদালতেও ছিলেন না। তাঁর আইনজীবী সরোজ ঘিমিরে এএফপিকে বলেছেন, লামিচানে 'এ রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন।'

লামিচানে বরাবরই তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন। জনগণের সমর্থনও পেয়েছেন তিনি। তবে নেপালের হয়ে তাঁর খেলা চালিয়ে যাওয়া অনেককে ক্ষুব্ধও করে তুলেছে। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে বারবার পিছিয়ে যাওয়ার পর লামিচানের মামলা সম্পন্ন হলো।

২০২২ সালের ২১ আগস্ট কাঠমান্ডুর জেলা অ্যাটর্নি অফিস লামিচানের বিরুদ্ধে ১৭ বছর বয়সী এক মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা করে। এ ছাড়া লামিচানের বিরুদ্ধে একই বছরের ৬ সেপ্টেম্বর গুয়াশালা মেট্রোপলিটন পুলিশ সার্কেলে মামলা করেছিল ভুক্তভোগী মেয়েটি।

লামিচানে তখন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (সিপিএল) খেলতে দেশের বাইরে ছিলেন। ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গত বছরের ৬ অক্টোবর নেপালের পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আদালত অবশ্য ধর্ষণের শিকার হওয়া মেয়েটি সে সময় 'মাইনর' বা ১৮ বছরের কম বয়সী ছিলেন, তা নাকচ করে দিয়েছেন।

মেসি পিএসজির প্রতি সম্মান দেখায়নি পিএসজি: সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি: পিএসজি ছাড়ার পর ক্লাবটির প্রতি 'সম্মান' দেখাননি লিওনেল মেসি, এমন কথাই বলেছেন নাসের আল খেলাইফি। পিএসজি সভাপতি গতকাল ফরাসি রেডিও আরএমসির সঙ্গে আলাপচারিতায় আর্জেন্টাইন তারকাকে নিয়ে এমন নেতিবাচক মন্তব্য করেন।

বার্সেলোনা ছেড়ে ২০২১ সালে পিএসজিতে যোগ দেন মেসি। ফরাসি ক্লাবটিতে দুই মৌসুম কাটিয়ে ৭৫ ম্যাচে ৬৭ গোল করেন, দুবার জিতেছেন ফরাসি লিগও। কিন্তু যে লক্ষ্য নিয়ে মেসিকে এনেছিল পিএসজি, সেই আরাধ্য চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততে পারেনি। ক্লাবটির সমর্থকেরা অনেকবারই মাঠে দুয়ো দিয়েছেন মেসিকে।

আর্জেন্টাইন এই ফরোয়ার্ড নিজেও এর আগে ক্লাবটির হয়ে খেলার সময় নিজের অসন্তোষের কথা বলেছেন। গত বছর ক্লাব কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে সৌদি আরবে যাওয়ায় মেসিকে নিষিদ্ধও করেছিল পিএসজি। শেষ পর্যন্ত গত বছর জুলাইয়ে পিএসজি ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন মেসি।

পিএসজি সভাপতি নাসের আল খেলাইফি আরএমসিকে বলেন, 'আমরা তখনই কথা বলি, যখন সেখানে থাকি, চলে যাওয়ার পর কথা বলি না। আমি তাকে (মেসি) অনেক সম্মান করি। কিন্তু কেউ যদি পিএসজি ছেড়ে যাওয়ার পর ক্লাবটি নিয়ে বাজে কথা বলে, তাহলে সেটি ভালো নয়। এটা সম্মান দেওয়া হলো না। সে মানুষ হিসেবে খারাপ নয়, কিন্তু ব্যাপারটা আমার ভালো লাগেনি। আর এই কথাটা শুধু তার জন্য নয়, সবার জন্যই।' খেলাইফি আরও বলেছেন, 'আমি চাই, খেলোয়াড়েরা সেখানে (পিএসজি) থাকতে কথা বলুক, চলে যাওয়ার পর নয়। এটা আমাদের ধরন নয়।'

পিএসজিতে কাটানো দুই মৌসুম নিয়ে গত বছর আগস্টে মুখ খুলেছিলেন মেসি। মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে প্রথম আলাপচারিতায় বলেছিলেন, 'আগেই বলেছি, আমি প্যারিসে যেতে চাইনি, বার্সেলোনাও ছাড়তে চাইনি। ব্যাপারগুলো হঠাৎ করেই ঘটে গেল। আর আমাকেও এমন জায়গায় মানিয়ে নিতে হয়েছে, যে জায়গাটা আমি এত দিন যেখানে যেভাবে বেড়ে উঠেছি, তার চেয়ে একদমই আলাদা। সেটা খেলাধুলা এবং শহর;দুটি দৃষ্টিকোণ থেকেই। এটা আমার জন্য কঠিন ছিল, তবে এখন (মায়ামিতে) যা ঘটছে, ব্যাপারটা তার উল্টো।'

২০২২ সালের ডিসেম্বরে কাতারে বিশ্বকাপ জিতে নেওয়া মেসি সে সময় ইএসপিএনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, পিএসজিতে পরিবার নিয়ে বেশ কঠিন সময় কেটেছে তাঁর, 'পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আমরা এটাই (ইন্টার মায়ামি) খুঁজছিলাম। গোটা ক্যারিয়ারজুড়ে যেভাবে উপভোগ করে এসেছি, দুই বছর কঠিন সময় কাটানোর পর আমরা সেই উপভোগ্য সময়টাই ফেরত আনতে চেয়েছি। সত্যটা হলো (পিএসজিতে) আমাদের কঠিন সময় কেটেছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমরা এমন এক জায়গায় এসেছি, যেখানে শুধু খেলার কারণেই সুখী নই, পরিবার এবং সন্তানদের নিয়ে প্রাত্যহিক জীবনটাও উপভোগ করছি।'

মেসির প্রতি হতাশ হলেও তাঁকে নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি পিএসজি সভাপতি খেলাইফির।

আজ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দুই ক্রিকেটার নিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি: খেলতে পারবেন না বিরাট কোহলি। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে কোহলি না খেললে কাদের দেখা যাবে? আপাতত দু'জন নিশ্চিত। তাঁদের নাম জানিয়েছেন দলের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ই। বাকি কারও নাম বলেননি তিনি।

খেলার আগের দিন সাংবাদিক বৈঠকে দ্রাবিড় বলেন, ''আমাদের হয়ে রোহিত (শর্মা) ও যশস্বী (জয়সওয়াল) ওপেন করবে। আমাদের যা দল তাতে প্রয়োজন মতো প্রথম একাদশ বদল করা যায়। জয়সওয়াল যে ভাবে খেলেছে তাতে আমি খুব খুশি। রোহিত-যশস্বী খেললে ওপেনিংয়ে ডান হাতি-বাঁ হাতি জুটি থাকে। তাতে দলেরই সুবিধা।''

ভারতীয় দলে জায়গা পাওয়ার পর থেকে ভাল খেলেছেন যশস্বী। ১৫টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৪৩০ রান করেছেন তিনি। ৩৩.০৭ গড় ও ১৫৯.২৫ স্ট্রাইক রেট টি-টোয়েন্টিতে বেশ ভাল। অন্য দিকে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে টি-টোয়েন্টিতে বিরাটের পরেই সর্বাধিক রানের মালিক রোহিত। ১৪৮টি ম্যাচে ৩৮৫৩ রান করেছেন তিনি। ৩১.৩১ গড় ও ১৩৯.২৪ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন তিনি। এই জুটির উপরেই ভরসা রাখতে চান দ্রাবিড়। চলতি মাসে জুন মাসে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে এটাই ভারতের শেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তাই এক সিরিজ দেখে বিশ্বকাপের দল নির্বাচন করতে রাজি নন দ্রাবিড়রা। তাঁরা নজর রাখবেন আইপিএলের দিকেও। দ্রাবিড় জানিয়েছেন, আফগানিস্তান সিরিজ ও আইপিএল দেখে তার পরেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দয় ঘোষণা করবে ভারত।

রশিদকে ছাড়াই ভারতের বিপক্ষে ভালো খেলার আশা আফগানদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত-আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে আগামীকাল। আফগানিস্তানের জন্য তিন ম্যাচের সিরিজটা বড় উপলক্ষই। টি-টোয়েন্টিতে ভারতের বিপক্ষে এটাই আফগানদের প্রথম দ্বিপক্ষীয় সিরিজ। সে সিরিজটা দলের সবচেয়ে বড় তারকা রশিদ খানকে ছাড়াই খেলতে হবে আফগানিস্তানকে। দলটির অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরান আজ জানিয়েছেন, চোটে ভোগা লেগ স্পিনারকে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাচ্ছেন না তাঁরা।

রশিদ অবশ্য মাঠের বাইরে অনেক দিন থেকেই। মাস দুয়েক আগে পিঠের চোটের কারণে অস্ত্রোপচারের টেবিলে উঠতে হয়েছিল ২৫ বছর বয়সী রশিদকে। পুরোপুরি সেরে না উঠলেও রশিদকে নিয়েই ভারতে গেছে আফগানিস্তান। সেখানে গত কয়েক দিনে তাঁকে অনুশীলনে বোলিংও করতে দেখা যায়। কিন্তু দলটির অধিনায়ক জানালেন, এখনই খেলার মতো অবস্থায় নেই রশিদ।

চণ্ডীগড়ে ম্যাচ,পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে জাদরান কথা বলেন রশিদকে নিয়ে, 'সে পুরোপুরি ফিট নয়, তবে সে দলের সঙ্গেই থাকবে। আশা করছি, সে আমাদের প্রত্যাশামতো খুব শিগগিরই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে। সে তার চিকিৎসকের সঙ্গে পুনর্বাসনপ্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছে। তবে এই সিরিজে আমরা তাকে পাচ্ছি না।'

৮২টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলে ১৩০টি উইকেট পেয়েছেন রশিদ। এই সংস্করণে ভারতের মাটিতে তাঁর পরিসংখ্যানও দুর্দান্ত; ২২ ম্যাচে ৪৭ উইকেট। তবে এই ২২ ম্যাচের একটিও ভারতের বিপক্ষে ছিল না। রশিদ ভারতের বিপক্ষে যে দুটি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন, দুটিই হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে। বিশ্বকাপ ও এশিয়া কাপের সেই দুই ম্যাচে ৮ ওভারে ৬৯ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন রশিদ।

সেই রশিদকে না পেলেও জাদরানের মতে, তাঁর দলের শক্তি খুব একটা কমেনি, 'রশিদ না থাকলেও আস্থা রাখার মতো কিছু খেলোয়াড় কিন্তু আমাদের আছে। আমি বলতেই পারি, তারা ভালো ক্রিকেট খেলবে। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। যদিও রশিদকে ছাড়া খেলাটা একটু কষ্ট হবে, কারণ ওর অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য অনেক কিছু। কিন্তু এটা ক্রিকেট, আর এখানে এমন পরিস্থিতি সামলাতে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

রশিদের অনুপস্থিতিতে আফগানদের স্পিন-আক্রমণ সামলাবেন মুজিব উর রেহমান ও নুর আহমেদ। এ ছাড়া অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী তো আছেনই।

ভারতের বিপক্ষে তাদের মাটিতে খেলা কতটা কঠিন, সেটি সফরকারী দলগুলোর জানা। আফগানরাও ব্যতিক্রম নয়। ২০১৮ সালে বেঙ্গালুরুতে টেস্ট অভিষেকে ভারতের কাছে মাত্র দুই দিনেই হেরেছিল তারা। আফগান অধিনায়ক তবু আশাবাদী তাঁর দল নিয়ে, 'ভারতের মাটিতে ভারতের বিপক্ষে খেলাটা কঠিন কাজ। তবে আমরা এখানে তাদের বিপক্ষে ভালো খেলতে ও নিজেদের দক্ষতার প্রমাণ দিতেই এসেছি। আমাদের ভালো মানের টি-টোয়েন্টি খেলোয়াড়ের তো অভাব নেই। আর ছেলেরা খেলছেও ভালো। আমি তাই নিশ্চিত ওরা ভালো খেলবে। ভারতের বিপক্ষে ভালো একটা সিরিজই খেলব আমরা।'

তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ম্যাচটি আগামীকাল মোহালিতে। পরের দুটি ম্যাচ ১৪ ও ১৭ জানুয়ারি ইন্দোর ও বেঙ্গালুরুতে।

ওয়ার্নারকে গ্রেটদের কাতারে দেখেন না অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলা সিডনি টেস্টটাই হয়ে থাকছে অস্ট্রেলিয়ার ওপেনারের শেষ ম্যাচ। তার আগে ওয়ানডেকেও বিদায় বলেছেন ওয়ার্নার। আহমেদাবাদের বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তোলাই এই সংস্করণে তাঁর শেষ স্মৃতি। বাকি আছে শুধু টি-টোয়েন্টি। এ বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষে ২০ ওভারের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকেও অবসর নিতে পারেন ওয়ার্নার।

দলীয় ও ব্যক্তিগত সাফল্যে ঝলমল এক ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে থাকা সেই ওয়ার্নারের নাম অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাস ভালোভাবেই মনে রাখবে। ক্রিকেট, বিশ্ব তাঁকে মনে রাখবে বিস্ফোরক ব্যাটিং, মাঠ ও মাঠের বাইরের নানা আচরণ এবং অবশ্যই স্যান্ডপেপার-কাণ্ডের জন্য। টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ষষ্ঠ সর্বোচ্চ রানের মালিক ওয়ার্নার। দেশটির ক্রিকেট ইতিহাসে ওপরের দিকেই থাকবে তাঁর নাম। তাঁকে গ্রেটদের পাশেও রাখছেন অনেকে। তবে ওয়ার্নারকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া সাবেক কোচ জন বুকাননের মূল্যায়ন একটু ভিন্ন।

অস্ট্রেলিয়ার এসইএন রেডিওর এক অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জেতানো কোচকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ওয়ার্নার অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে গ্রেটদের তালিকায় জায়গা পাবেন কি না? চার শব্দের একটি বাক্যেই উত্তরটা দিয়েছেন বুকানন, 'আমার মনে হয় না।'

বুকাননের কথার গুরুত্ব আছে বৈকি। ১৯৯৯ বিশ্বকাপের পর থেকে ২০০৭ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার কোচ ছিলেন বুকানন। এই সময়ে দুটি ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া। জিতেছে একটি চ্যাম্পিয়নস ট্রফিও। স্টিভ ওয়াহ, শেন ওয়ার্ন, গ্লেন ম্যাকগ্রা, রিকি পন্টিং, ম্যাথু হেইডেন, অ্যাডাম গিলগ্রিস্টদের মতো মহাতারকারা

ছিলেন বুকাননের শিষ্য।

ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা একটি দলের তত্ত্বাবধানে থাকা বুকানন পরে ব্যাখ্যা করেছেন কেন তিনি ওয়ার্নারকে গ্রেটদের তালিকায় দেখেন না সেটি। ব্যাখ্যার শুরুতে ওয়ার্নারের ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলেছেন বুকানন, 'আমি মনে করি, সে ক্যারিয়ারজুড়েই দারুণ খেলেছে। ৮ হাজারের বেশি রান, ১০০,এর বেশি টেস্ট, ১৬০-এর বেশি ওয়ানডে ও প্রায় ১০০ টি-টোয়েন্টি খেলেছে সে। সংস্করণভেদে অন্যদের সঙ্গে তুলনা করলে তার গড় ভালোই। আর খেলার ধরনের কারণেই তার স্ট্রাইক রেট অনেক বেশি।'

এরপর বুকানন ব্যাখ্যা করেছেন, কেন তিনি গ্রেটদের তালিকায় ওয়ার্নারকে দেখেন না, 'শুধু যদি পারফরম্যান্সের বিচার করেন, তাহলে সে ওই উচ্চতায় আছে। কিন্তু আমার চোখে তারাই গ্রেট, যারা এমন কিছু করেছে, যা অন্যদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এভাবে ভাবলে আপনা,আপনিই ব্র্যাডম্যান, ম্যাকগ্রা ও ওয়ার্নের নাম চলে আসে। আমার কাছে ওরাই গ্রেট। অন্যরা কাছাকাছি আসবে, তবে একই ক্যাটাগরিতে পড়বে না। আর আমি ওয়ার্নারকে ওই ক্যাটাগরিতে দেখি না।'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**